রোমহর্ষক

নিরুদ্দেশ

জাফর চৌধুরী

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৬২

রোমহর্ষক সিরিজের অষ্টম কাহিনী

নিরুদ্দেশ

জাকির চৌধুরী

চক্কর দিতে তৈরি হচ্ছে রেঞ্জা, এই সময় ডানের ফুট পেডালে ঝাঁকুনি লাগলো। চরকির মতো পাক খেতে আরম্ভ করলো আলট্রালাইট বিমান। প্রাণপণে পেডাল চেপে রাডার ঠিক করার চেষ্টা চালালো সে। কিন্তু কাজ হলো না, আটকে গেছে ওটা। আতঙ্কিত হয়ে পেছনে ফিরে তাকালো সে। নিয়ন্ত্রক তার ছিঁড়ে নিশ্চয় আটকে গেছে রাডার। বিকল করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ।

পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছে আলট্রালাইট। দ্রুত এগিয়ে আসছে মাটি। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে না পারলে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙবে বিমান, আর সেই সাথে···

মূল্য টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

banglabooks.in

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৬২

রোমহর্ষক সিরিজের অষ্টম রোমাঞ্চোপন্যাস

নিরুদ্দেশ

জাফর চৌধুরী

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

বর্ণবিন্যাসঃ রূপসা কম্পিউটার্স

মুদ্রণেঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং—৮৫০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NIRUDDESH
By Jafor Choudhury

পরিচয়

বাঙালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ।
বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের
ছিমছাম সুন্দর শহর বেপোর্ট-এ।
বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ দুঁদে গোয়েন্দা।
বাবার মতোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই,
অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
সুযোগ পেলেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চালায়,
ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি,
বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ সুদর্শন ওই দুই তরুণকে নিয়েই
রোমহর্ষক সিরিজের কাহিনী।

banglabooks.in

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০-এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ-খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

'এ-জন্যেই ছোট্ট প্লেন ভাল্লাগে না আমার,' বিরক্ত হয়ে মুখে হাত বোলালো সুজা মুরাদ। 'খালি নাচে!' যেন তার কথা প্রমাণ করতেই শাঁ করে অনেকখানি নিচে নেমে এলো ছোট বিমানটা, দড়ি কেটে হঠাৎ ছেড়ে দেয়ার মতো। পাক দিয়ে উঠলো তার পেটের ভেতরটা।

'এসে গেছি,' হেসে বললো পাইলটের সীটে বসা রেজা মুরাদ। 'ওই যে লাবক এয়ারপোর্ট। গাড়ি এলে ঘন্টা দুয়েকের ভেতরই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাবো।'

'কি দরকারটা ছিলো এই বাদামের খোসায় বসে অর্ধেক টেক্সাস পাড়ি দেয়ার? একটা বড় লাইনারে করে চলে এলেই পারতাম। এখন আবার লাবকে নেমে গাড়িতে করে নিউ মেক্সিকো, হাড়গোড় আস্ত থাকলেই হয়।'

'তা থাকবে। প্লেন চালানোর এরকম একটা সুযোগ পেয়ে

গেলাম, ছাড়তে কি ইচ্ছে করে, বল? বেপোর্ট থেকে ডালাসে চলে যেতে পারতাম প্লেনে করে, তবে এতো কিছু দেখার উপায় থাকতো না। মনে হতো লিফটে করে চলে গেছি।'

গরম বাতাসে পড়ে আবার দুলে উঠলো প্লেন।

সীটের কিনার খামচে ধরলো সুজা, শাদা হয়ে গেল হাতের আঙুল। 'সেটা বরং এরচে অনেক আরামের হতো।' জানালার বাইরে তাকালো সে। 'তোমাকে স্টুডেন্ট পাইলটের লাইসেন্স দিয়েই ভুলটা করেছে। সারাক্ষণ এখন খালি প্লেন নিয়েই থাকবে···ওড়া আর ওড়া···আরিসব্বোনাশ! সামনে পাহাড়। লাগিয়ে দিও না আবার।'

'আরে নাহ্। পাহাড় না ওটা, পর্বতই। চূড়াটা দেখেছিস কেমন টেবিলের মতো চ্যাপ্টা? দারুণ রানওয়ে হবে। ঠেকায় পড়লে ওখানে আরামসে নামিয়ে ফেলতে পারবো প্লেন।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সুজা। 'ভেবেছিলাম নিউ মেকসিকোতে এসে চেহারা কিছুটা নরম হবে, কই? একই রকম পাহাড়–পর্বত, শুকনো। কয়েকটা মরা গরু দেখার শখ আমার একটুও নেই। এই রহস্যের কিনারা এখানকার শেরিফই করতে পারতো। তুমি বললে বলেই এলাম। আসলে এসেছো প্লেন চালাতে, তাই না?'

'তা বলতে পারিস। তাছাড়া জ্যাক কারসন বাবার বন্ধু। বাবা কথায় কথায় সেদিন বললো, কারসন নাকি একবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আমাদেরকে দিয়ে সেই ঋণ যদি কিছুটা শোধ

হয়···আর তুই যে বলছিস শুধু কয়েকটা মরা গরু, তা কিন্তু-না। আমি শিওর ভেতরে আরও কোনো জটিল রহস্য রয়েছে। এতো সহজে হার মানার পাত্র নন কারসন। পঞ্চাশ হাজার একর জমির মালিক। এ-সাইজের একটা র‍্যাঞ্চ যিনি চালান···। থেমে গেল হঠাৎ রেজা। কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে, বুঝলি।···এসে গেছি।'

নাক নিচু করে ফেললো বিমান। সামনে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে রানওয়ে। পশ্চিমে আকাশের রঙ ঘোলাটে বাদামী।

'ধুলো ঝড় আসছে বোধহয়,' রেজা বললো। সিমেন্টের রানওয়েতে চাকা স্পর্শ করতেই নেচে উঠলো টুইনএঞ্জিন হালকা বিমানটা, তারপর মসৃণ গতিতে ছুটে চললো একটা দামী গাড়ির মতো। প্লেন থামিয়ে, এঞ্জিন বন্ধ করে, ব্যাগ নিয়ে নামলো রেজা। সুজা আগেই নেমে পড়েছে। বিমানটা ভাড়া করে এনেছে ওরা। সময়মতো কোম্পানির পাইলট এসে ফেরত নিয়ে যাবে।

টারমিনালে ঢুকলো দুই ভাই।

'রেজা?' মহিলা কণ্ঠে ডাক শোনা গেল। 'সুজা?'

ঘুরে তাকালো ওরা।

ডাকছেন এক প্রৌঢ়া, হালকা-পাতলা শরীর। পরনে জীনস, গায়ে এমব্রয়ডারি করা একটা ওয়েস্টার্ন শার্ট। তুষারের মতো শাদা চুল।

হেসে এগোলো রেজা। 'আমি রেজা মুরাদ।'

'আমি অ্যাণ্ডি কারসন,' ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মহিলা।

চেপে ধরলেন রেজার হাত। অবাক হলো সে। কাঠির মতো আঙুলগুলোতে এতো শক্তি! 'জ্যাক আসতে পারেনি বলে দুঃখিত।' কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন মহিলা। 'র‍্যাঞ্চে আরেক সমস্যা হয়েছে।'

'আবার কি?' সুজা জানতে চাইলো।

'চলো, যেতে যেতে বলবো।'

বিশাল একটা দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে টারমিনালের বাইরে। ওটার ট্রাংকে ব্যাগগুলো তুলে রাখলো দুই ভাই। রেজা সামনে বসলো মিসেস কারসনের পাশে। সুজা বসলো পেছনের সীটে। পার্কিং লট থেকে বেরোলেই খোলা অঞ্চল। সামনে পশ্চিম আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মস্ত একটা বাদামী দাগ।

'আবার আসছে!' নাক কুঁচকে বললেন মহিলা। 'এই ঝড়টড়গুলো এতো বিচ্ছিরি লাগে না আমার! সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যাবে।'

'চিহ্ন?' ভুরু কোঁচকালো রেজা।

'পল ব্যানউডকে খুঁজতে বেরিয়েছে জ্যাক আর বিলি। আজ সকালে কাজে আসেনি পল,' মিসেস কারসনের কথায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'উইক এণ্ড শেষ করতে পারেনি আরকি এখনও,' মুচকি হেসে বললো সুজা।

'পল সেরকম ছেলে নয়। তিরিশ বছর আমাদের এখানে চাকরি করেছে ওর বাপ। র‍্যাঞ্চটাকে এখন নিজের বলেই মনে

করে ছেলেটা। উন্নতির জন্যে কতোরকম চেষ্টাই না করছে।' হাসলেন মিসেস কারসন। 'বয়েস তোমাদের চেয়ে দু'এক বছর বেশি। আমরা ওকে কর্মচারী মনে করি না, আমাদেরকেও চাচা-চাচীর মতো সম্মান করে ও। না, বিপদেই পড়েছে পল।'

'বিলি কে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'বিলি মন্টিরো, আমাদের আরেক কর্মচারী। দু'জন লোক আমাদের।'

'মানে?' বিশ্বাস করতে পারছে না সুজা। 'মাত্র দু'জনকে নিয়ে এতো বড় র‍্যাঞ্চ চালান?'

মাথা ঝাঁকালেন মহিলা। 'পঞ্চাশ হাজার একর, শুনলে তো মনে হয় না জানি কতো বিরাট ব্যাপার-স্যাপার। আসলে তা নয়। জমি এতোই নিরস, একটা গরুকে খাওয়াতেই একশো একর জমির ঘাস লাগে। মাঝেমধ্যে-অবশ্য লোক দরকার পড়ে, তখন অন্য র‍্যাঞ্চ থেকে ধার করে নিই।' হাসি মলিন হয়ে এলো তাঁর। 'র‍্যাঞ্চিং আজকাল খুব লাভজনক ব্যবসা না। অনেক বড় বড় র‍্যাঞ্চার মার খেয়ে গেল, হঠাৎ গরুর মাংসের দাম আর কদর পড়ে যাওয়ায়।'

'এর সাথে মরা গরুর সম্পর্ক কি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস কারসন। 'সব জানাবে তোমাদেরকে জ্যাক। মনে হচ্ছে, এখান থেকে তাড়াতে চায় আমাদেরকে কেউ। কারণ জানার অনেক চেষ্টা করেছে জ্যাক, পারেনি। আশা করি তোমরা পারবে। ফিরোজ তো তা-ই বললো।

তবে ও এলে ভালো হতো আরকি। জ্যাক চেয়েছিলো তার বন্ধু আসুক...'

'হঠাৎ জরুরী কাজে আটকে গেল বাবা,' রেজা বললো। 'ভাববেন না, আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। আর যদি না পারি, শেষ ভরসা বাবা তো আছেই।'

এসে গেল ঝড়। চারদিকে যেন ধুলোর ভারি পর্দা ঝুলছে। সামনে কয়েক শো ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না এখন। মিহি বালি ঢেউয়ের মতো বিছিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর। খানিক পরে একটা সাইনবোর্ড পেরোলো গাড়ি। তাতে লেখাঃ ওয়েলকাম টু নিউ মেকসিকো, ল্যাণ্ড অভ এনচ্যান্টমেন্ট। বালিতে প্রায় ঢেকে গেছে লেখাগুলো।

'প্রায়ই এরকম ঝড় হয় নাকি?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'প্রায়ই,' পথের ওপর মিসেস কারসনের দৃষ্টি স্থির, সাবধানে চালাচ্ছেন। গাড়ি চলেছে পশ্চিমে। 'সাংঘাতিক শুকনো এলাকা এটা। গাছপালা নেই যে বাতাসকে রুখবে। তিনশো বছর আগে স্প্যানিশরা যখন এসেছিলো এই এলাকায়, এর নাম দিয়েছিলো লা টিয়েরা এনক্যানট্যাডা, বিশেষ করে এই সান্টা ফে অঞ্চলটার। এর ইংরেজি মানে করা হয়েছে এনচ্যানটেড। আসলে হওয়া উচিত ডাইনির এলাকা, এখানকার লোকে তা-ই বলে। এই যে বিশাল অঞ্চল দেখছো, এখানে সিভিল ওয়রের আগে থাকতো শুধু ইনডিয়ান আর কোম্যাঞ্চেরোরা। আর পালিয়ে আসা কিছু শ্বেতাঙ্গ খুনী চোর-ডাকাত।

মাইলের পর মাইল যাচ্ছে। অবশেষে জীর্ণ একটা পেট্রোল স্টেশনে এসে ঢুকলো গাড়ি। একধারে একটা লাল পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে। সারা গায়ে ধুলো। রঙ বোধহয় এককালে লাল ছিলো।

সবকিছুতে মিহি বালি পড়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে সুজা জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় এলাম?'

হেসে উঠলেন মিসেস কারসন। 'পছন্দ হচ্ছে না তো? এটা ক্যাপরক শহর। একটা গ্যাস স্টেশন আছে, একটা পোস্ট অফিস আর একটা জেনারেল স্টোর, ব্যস। চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি। এখনও অনেক পথ বাকি আমাদের।' গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি।

একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন মিসেস কারসন। বেরিয়ে এলেন হাতে একগাদা খাম নিয়ে। পাশে পাশে আসছে একজন লোক, যেন একটা দৈত্য। নাক বসে গেছে, ঘুসি মেরে ভেঙে দেয়া হয়েছে কিনা কে জানে। ভালুকের মতো বিশাল থাবা দিয়ে সেই নাক ডলে মহিলার পথরোধ করলো সে। লোকটার পেছনে পুরোপুরি আড়াল হয়ে গেলেন মিসেস কারসন। রেজা-সুজাকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি হাসলো লোকটা, খুলে ধরলো দরজার কাঁচের পাল্লাটা।

লোকটার সঙ্গে কয়েকটা কথা বললেন মিসেস কারসন। তারপর এগিয়ে আসতে লাগলেন গাড়ির দিকে। দানবটা এগোলো পিকআপের দিকে। গাড়ির ভেতরে একটা সুন্দর সৌখিন গান

র‍্যাক রয়েছে, এখান থেকেই চোখে পড়ে।

'লোকটা কে?' মিসেস কারসনকে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

হাসলেন মিসেস। 'ডেন মারটিন, ওরটেগা র‍্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান। আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, একথা শুনলে রেগে আগুন হয়ে যাবে ওর বস। বহুদিন ধরেই স্পাইক ওরটেগার সঙ্গে আমার স্বামীর মন কষাকষি চলছে। এখন আরও বেড়েছে। একটা বেড়া নাকি ভাঙা হয়েছে, রেগে আছে ওরটেগা, একথাই জানালো আমাকে ডেন।' এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলেন মিসেস কারসন।

'লোকটার গাড়িতে বন্দুক দেখলাম,' রেজা বললো। 'এখানে সবাই সঙ্গে অস্ত্র রাখে নাকি?'

শ্রাগ করলেন মহিলা। 'কয়োটের ভয়। প্রচুর আছে এখানে। কখন যে সামনে পড়বে ঠিক নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বললেন মিসেস কারসন, 'ঝড় না থাকলে এতোক্ষণে পাহাড়টা দেখতে পেতে, যেটার কারণে শহরের নাম হয়েছে ক্যাপরক। বিরাট পাহাড়, উত্তর থেকে দক্ষিণে বহুদূর লম্বা হয়ে গেছে। ওটার পুব পাশে রয়েছি এখন আমরা। এর নাম ল্যানো ইসটাক্যাডো, অর্থাৎ খুঁটির প্রান্তর। প্রায় সমতল এই এলাকাটা, টিলাটক্কর নেই বললেই চলে। শোনা যায়, ইনডিয়ানরাও এমন কিছু দেখতে পেতো না যা দেখে পথের নিশানা রাখা যায়। শেষে কিছুদূর পর পর খুঁটি গেড়ে নিয়েছিলো। পশ্চিমে রয়েছে একটা বালির পাহাড়...' হঠাৎ প্রচণ্ড একঝলক

গাস দুলিয়ে দিলো গাড়িটাকে। স্টিয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

'এই এই!' চিৎকার করে উঠলো সুজা। 'এই দাদা, লোকটাকে দেখলে?'

'কোন লোক? এই ঝড়ের মধ্যে বেরোবে, পাগল নাকি!'

'আমি দেখলাম,' জোর দিয়ে বললো সুজা। 'অদ্ভুত এক বুড়ো। মাথায় মেকসিকান হ্যাট। হাতে একটা ঝুড়ি, খড়টড় দিয়েই বোধহয় তৈরি হয়েছে। এই দেখলাম এই নেই, গায়েব হয়ে গেল!'

'নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্ক মারকি,' আবার গাড়ি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন মিসেস কারসন। 'কেউ বলে ও নেটিভ আমেরিকান, কেউ বলে মেকসিকান। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত, লোকটা পাগল।' নিজের কপালে টোকা দিলেন তিনি। 'মাথা খারাপ। কোথা থেকে কখন এসে যে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তবে আসে বড় উদ্ভট সময়ে।'

মহাসড়ক থেকে মোড় নিয়ে পাশের একটা কাঁচা রাস্তায় নামলেন মিসেস কারসন। 'ওই যে,' হাত তুলে দেখালেন তিনি।

ধুলোর ঘূর্ণির ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে ওদের চোখে পড়লো শাদা রঙ করা একটা বাড়ি, সিডার কাঠের ছাত। সামনে পার্ক করে রাখা কতগুলো পিকাপের পাশে এনে গাড়ি রাখলেন মিসেস কারসন।

লম্বা একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন সামনের দরজা খুলে।

বয়েস ষাটের কাছাকাছি। পোড় খাওয়া মুখ। গায়ে জ্যাকেট, মাথায় হালকা ধূসর স্টেটসন হ্যাট। 'তাহলে তোমরাই ফিরোজের বংশধর,' হেসে বললেন ভদ্রলোক।

'কারসন র‍্যাঞ্চে স্বাগতম। আমি জ্যাক কারসন।'

'আমি রেজা,' হাত বাড়িয়ে দিলো রেজা। 'ও সুজা।'

'পলকে পেয়েছো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস কারসন।

'না,' হাসি মুছে গেল কারসনের মুখ থেকে। 'এইমাত্র এলাম। ওর বাংকহাউসে গিয়েছিলাম। মনে হলো খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়েছে। খাবার সাজানো রয়েছে টেবিলে, টিভিটা খোলা, ঘরের বাইরে ট্রাকটা। শুধু ঘোড়াটা নেই, হয়তো ঘোড়ায় চড়েই গেছে। ঝড় না এলে চিহ্ন দেখে পিছু নিতে পারতাম। শেরিফকে খবর দিয়েছি। ঝড় থামলেই খুঁজতে বেরোবে বলেছে।' রেজার দিকে তাকালেন তিনি। 'টেলিফোন অ্যানসারিং মেশিন সম্পর্কে জানা আছে?'

হাসলো রেজা। 'অল্প। কি জানতে চান?'

'এসো,' পথ দেখিয়ে তাঁর ছোট অফিসটায় ছেলেদের নিয়ে এলেন কারসন। ডেস্কের ওপর রয়েছে অ্যানসারিং মেশিনটা, ওটার লাল আলো টিপ-টিপ করছে। 'কাল নিয়ে এসেছে ওটা পল, আমি তখন ছিলাম না। ও চলে যাওয়ার পর ফিরেছি, দেখা হয়নি। কাজেই বলে যেতে পারেনি কি করে চালাতে হয় এটা। আনাড়ি হাতে টেপাটেপি করতে গিয়ে মেসেজটা মুছেই ফেললাম

কিনা কে জানে।' বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। 'শেরিফ বোধহয়,' বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মেশিনটা একবার ভালোমতো দেখলো রেজা। তারপর একটা সুইচ টিপলো। 'হাই, জ্যাক,' বলে উঠলো একটা হাসিখুসি কণ্ঠ। 'পল বলছি। বাংকহাউসে ফিরে এসে ভাবলাম দেখিই না মেশিনটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, সে-জন্যেই কথা বলছি। কাল সকালে দেখা হবে।' জোরে বারকয়েক বীপ বীপ করে নীরব হয়ে গেল মেসেজ।

তারপর হঠাৎ ভেসে এলো দ্বিতীয় মেসেজ। 'জ্যাক! পল বলছি।' উদ্বিগ্ন মনে হলো কণ্ঠটা। 'দশটা বাজে। পুরনো বাস্তুভিটাটার কাছে কিছু ঘটছে। আলো দেখতে পাচ্ছি। দেখতে যাচ্ছি আমি।'

পরস্পরের দিকে তাকালো রেজা আর সুজা। কোনো সূত্র রেখে গেল পল? বাইরে শোনা গেল গরম গরম কথা, আরও গরম হয়ে উঠছে ক্রমেই।

কারসনের কণ্ঠকে যেন কেটে দিয়ে ধমকে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ, 'ওই বেড়াটা ঠিক করা হয়েছে দেখতে চাই আমি, এবং খুব তাড়াতাড়ি। তোমাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি কারসন। পরের পশুটা যে-ই হোক, চার পেয়ে কিংবা দু'পেয়ে, যাকেই আমি আমার সীমানায় দেখবো, শকুনের খাবার বানিয়ে ছাড়বো। মনে রেখো।'

দুই

সদর দরজার কাছে ছুটে গেল দুই ভাই। দড়াম করে বন্ধ হলো একটা গাড়ির দরজা। গর্জে উঠলো শক্তিশালী এঞ্জিন। খোয়া বিছানো পথে যেন ভীষণ রেগে গিয়ে খড়খড় করে পিছলে গেল রবারের টায়ার। ওরা বেরিয়ে দেখলো চকচকে একটা পিকআপ ছুটে চলে যাচ্ছে।

'কে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

শান্ত চোখে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন কারসন, 'স্পাইক ওরটেগা। ওরটেগা র‍্যাঞ্চের মালিক।' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'বড্ড বদমেজাজী। রাগ চলে গেলে আবার মাটির মানুষ।'

'এতো রাগলো কেন?' জানতে চাইলো সুজা।

'আজ সকালে আমার কয়েকটা গরুকে ওর সীমানায় দেখেছে ওর ফোরম্যান। একজায়গার বেড়াও নাকি ভেঙেছে ও বলছে আমার

গরু এই কাজ করেছে। আমি বিশ্বাস করি না। বলে দিয়েছি ঝড় থামলে গিয়ে গরুগুলো ধরে নিয়ে আসবো। তবে আগামী হপ্তার আগে বেড়া ঠিক করতে পারবো না। তাতেই রেগেছে ওরটেগা।'

'বেড়া ভাঙা, গরু ছুটে যাওয়া,' রেজা বললো, 'এসব কি হামেশাই ঘটে নাকি এখানে?'

'আমার বেলায় ঘটছে,' মাথা ঝাঁকালেন কারসন, গভীর ভাঁজ পড়লো কপালে। 'গেট খোলা থাকা, বেড়া ভাঙা, টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে যাওয়া। প্রথম প্রথম এসব হতো। তারপর একটা-দুটো করে বাছুর হারাতে লাগলো। খোঁড়া হয়ে ফিরে আসতে লাগলো ঘোড়া। এখন গরু মরতে আরম্ভ করেছে। এখানে বাস করাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। আমাদের শেষ করে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে কেউ।'

'এটা থামানোর জন্যেই বাবাকে ডেকেছেন?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

ভ্রূকুটি করলেন কারসন। 'না, কে করছে জানার জন্যে। দু'দিন আগে পল গিয়েছিলো দক্ষিণের পুকুরটার কাছে। গিয়ে দেখে এগারোটা গরু মরে পড়ে আছে। সেদিনই খবর পাঠালাম তোমার বাবাকে।'

'পুকুর?' প্রাকৃতিক নাকি মানুষের খোঁড়া বুঝতে না পেরে বললো সুজা।

'প্রাকৃতিক,' কারসন বললেন। 'একটা খুদে হ্রদ বলা যায়।'

'আপনার ধারণা বিষ খাইয়েছে গরুগুলোকে?' রেজা বললো।

'হ্যাঁ।'

'কি করে খাওয়ালো?' সুজার প্রশ্ন।

'লবণ মেশানো পানি।'

'লবণাক্ত পানি!' রেজা অবাক।

'কিন্তু এখানে লবণাক্ত পানি আসবে কোত্থেকে?' সুজাও বুঝতে পারছে না। 'হাজার মাইলের মধ্যে তো সাগর নেই।'

'তেলের কুয়াটুয়া নেই তো?'

'আরে নাহ্, কি বলো। তেলের সঙ্গে লবণের কি সম্পর্ক?'

'রেজা ঠিকই বলেছে,' কারসন বললেন। 'কিছু কিছু কুয়াতে তেলের সাথে থাকে লবণের স্তর। পাম্পের সাহায্যে তুলে লরিতে করে ফেলে দিয়ে আসা হয় প্রথমে সেই লবণ, তারপর তেল তোলা হয়। এখান থেকে আর্মস্ট্রঙের মধ্যে কয়েকটা নতুন কুয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। বলা যায় না, কেউ হয়তো লরি বোঝাই করে সেই লবণ তুলে এনে ফেলেছে আমার পুকুরে।' ভ্রূকুটি গভীর হলো তাঁর। 'সূত্র বলতে শুধু পেয়েছি টায়ারের দাগ। অনেকগুলো। আর বেশ চওড়া।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'ভারি ট্রাকের চাকা।'

প্রসঙ্গ বদল করলো সুজা, 'পলকে দেখেছে ওরটেগা?'

'জিজ্ঞেস করার সময়ই পাইনি। নিজেই একতরফা ভাবে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে চলে গেল।'

'অ্যানসারিং মেশিনে দুটো মেসেজ রয়েছে,' জানালো রেজা। 'পলের। প্রথমটা মেশিন টেস্ট করেছে। দ্বিতীয়টাতে মনে হলো

বেশ উদ্বিগ্ন। পুরনো একটা বাস্তুভিটায় আলো দেখার কথা বলছে। দেখতে যাবে একথাও বলেছে।'

বিস্ময় ফুটলো কারসনের চোখে। 'এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম আমি।' ছেলেদের নিয়ে আবার অফিসে ঢুকলেন তিনি। মেসেজ শুনলেন নিজের কানে। উদ্বেগ স্পষ্ট হলো চেহারায়।

'পুরনো বাস্তুভিটাটা কি?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'এই এলাকার প্রথম বসত বাড়ি। এখন ধ্বংসস্তূপ। আমার আর ওরটেগার সীমানার ঠিক মাঝামাঝি।' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কারসন। 'ঝড় মনে হয় গেল। শেরিফের জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। তবে তোমরা ইচ্ছে করলে গিয়ে বাস্তুভিটাটায় খুঁজে দেখতে পারো।' সুজার দিকে ফিরলেন তিনি। 'হলুদ পিকআপটা দেখলে না আমাদের? অনেক পুরনো আমলের এঞ্জিন, অন্য রকম গীয়ার। চালাতে পারবে?'

চকচক করে উঠলো সুজার চোখ। 'নিশ্চয় পারবো!' প্রায় চিৎকার করে বললো সে। লুফে নিলো কারসনের ছুঁড়ে দেয়া চাবিটা।

আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। আরেকবার ঘরের বাইরে আশপাশটা ভালোমতো দেখার সুযোগ পেলো ছেলেরা। একটা পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। মুখ করে রয়েছে পুবে। ঢালের নিচে উপত্যকায় টিনের তৈরি একটা গোলাবাড়ি, আর কয়েকটা পাকা বাড়ি-গ্যারেজ, মেকানিক শপ ইত্যাদি। কাছাকাছি জটলা করছে যেন আরও কিছু ছাউনি। নানারকম কাজ হয় ওগুলোতে। ওগুলো

ছাড়িয়ে পর্বতের ঢালে অনেক দূর ছড়িয়ে রয়েছে উপত্যকা, গাছপালা কিচ্ছু নেই, একেবারে উষর জমি। তার পরের নিচু এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মে আছে ঝোপঝাড়, ছোট জাতের গাছের খুদে জঙ্গল। মাঝে মাঝে মাথা তুলেছে হালকা রঙের টিলা, ছোটখাটো পাহাড় বলা চলে ওগুলোকে। দিগন্তের একেবারে কোল ঘেঁষে যেন শুয়ে রয়েছে লম্বা আঁকাবাঁকা একটা মোটা রেখা।

'ওটাই ক্যাপরক?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' কারসন বললেন। হাত তুলে সামান্য দক্ষিণ–পশ্চিমে দেখালেন। 'ওদিকে মাইল দুয়েক দূরে বাংকহাউসটা। ক্যাপরকের চূড়ার ঠিক নিচেই।' সুজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুঁশিয়ার থাকবে। একটু অসতর্ক হলেই বিপদে পড়বে।'

'বাস্তুভিটাটা কোথায়?' রেজা জানতে চাইলো।

দক্ষিণে শৈলশিরার দিকে দেখালেন কারসন। 'ওদিকে, পাঁচ মাইল দূরে। যেপথে এসেছো তোমরা, সেপথেই যাবে। এক জায়গায় গিয়ে দেখবে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। শাখাপথটা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে।'

পাহাড়ের গোড়ার একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রেজা। বিমান বন্দরে থাকে ওসব, উইণ্ড সক। ঝোপঝাড় সাফ করে রানওয়েও তৈরি হয়েছে, তবে সাধারণ ছোট বিমান নামাতেও ওখানে কষ্ট হবে। 'ওখানে আলট্রালাইট ওড়ায় নাকি কেউ?'

প্রশংসার দৃষ্টিতে রেজার দিকে তাকালেন কারসন। 'পলের মিনিপ্লেনটার কথা শুনেছো নাকি? নতুন কিনেছে।'

মাথা নাড়লো রেজা। 'শুনিনি। অনুমান। আলট্রালাইট আছে পলের?' অবাক হয়েছে সে। 'কি করে ওটা দিয়ে?'

'গরু খেদায়। কোথায় জানি পড়েছে, দক্ষিণ অঞ্চলে আজকাল হেলিকপ্টার দিয়ে গরু খেদায়। ব্যস, তার ধারণা হয়ে গেছে, আলট্রালাইট দিয়েও সেটা সম্ভব, আর হেলিকপ্টারের চেয়ে দাম অনেক কম পড়বে।' শ্রাগ করলেন তিনি। 'লাভ হবে বলে মনে হয় না আমার, জোরজার করে আমাকে দিয়ে কিনিয়েছে সে। ওর একটা যুক্তি হলো ওপর থেকে দেখা যায় অনেক দূর, আর মাটি থেকে যেসব গরু দেখতে পাবো না, সেগুলোও সে দেখতে পাবে আকাশ থেকে। কথাটা অবশ্য ভুল না। ওপর থেকে সব গরু জড়ো করতে পারবে সহজেই।'

'কই ওটা?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

গোলাবাড়ির দিকে দেখিয়ে বললেন কারসন, 'ওখানে। ওড়াতে পারো নাকি?'

'শিখছি। দেখাতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'মানুষ খোঁজার কাজেও সুবিধে হবে ওটা দিয়ে।'

নিচু গলায় সুজা বললো, যাতে শুধু রেজা শুনতে পায়, 'দাদা, ওড়াতে পারবে তো? সবে তোমাকে স্টুডেন্ট'স লাইসেন্স দেয়া হয়েছে...'

তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই তখন রেজা, নামতে আরম্ভ করেছে ঢাল বেয়ে। 'অসুবিধে নেই। ফেডারেল আইনে আলট্রালাইট ওড়ানোর কথা নিষেধ করেনি। জিনিসটার ওজন যদি কম হয়, পঞ্চাশ মাইলের বেশি জোরে না ওড়ানো হয়, আর অবশ্যই যদি তাতে কোনো প্যাসেঞ্জার না থাকে, আইন কিছু বলবে না।'

গোলাঘরের ম্লান আলোয় বিমানটা দেখে মৃদু শিস দিয়ে উঠলো রেজা। 'আংকেল, দারুণ জিনিস!'

নাইলনের লম্বা পাখা বিমানটার, লাল রঙের ওপর হলুদ ডোরাকাটা। পাখার ভার বহন করার জন্যে অ্যালুমিনিয়মের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। পাখার পেছন দিকে যেন ঝুলে রয়েছে এঞ্জিন, ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে প্রপেলার। চাকার ওপরে বসানো দুটো ঝুড়ির মতো সীট। পিঠ ঠেস দেয়ার জন্যে হেলান রয়েছে ঝুড়িগুলোর।

'যেটাতে করে এসেছি, কন্ট্রোল অনেকটা ওটারই মতো,' বাঁয়ের সীটটায় উঠতে উঠতে বললো রেজা। 'তবে ওটার কন্ট্রোলরুমের চেয়ে অনেক খোলামেলা।'

হেসে বললো সুজা, 'প্লেন না বলে এটাকে উড়ুক্কু মোটরসাইকেল বললে বেশি মানাবে।'

'এটা দিয়ে পলকে খুঁজতে সত্যি সুবিধে হবে,' কারসনের দিকে তাকালো রেজা। 'ওড়ার চেষ্টা করে দেখি, কি বলেন?'

'দেখ।'

মিনিটখানেক পরেই একটা ঝুড়িতে চেপে বসলো রেজা। পায়ের কয়েক ইঞ্চি নিচে মাটি। বাতাসের দিকে মুখ করে আছে। এঞ্জিনের গুঞ্জন করাতকলের করাতের মতো। কন্ট্রোল নাড়াচাড়া শুরু করলো সে।

থ্রটল টানলো রেজা। লাফিয়ে উঠলো আলট্রালাইট। কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটছে বাতাস। দেখতে দেখতে পাহাড়ের মাথার ওপরে উঠে পড়লো বিমান। থামলো না, উঠেই চললো। বাঁয়ে মোড় নিলো সে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছ থেকে সরে এসে গতি কমালো রেজা। হালকা ডানায় ভর করে ঈগলের মতো বাতাসে ভাসছে এখন আলট্রালাইট। সামনে মিনি রানওয়ে। ওটা পেরিয়ে এসে নিচে নামালো বিমানটাকে রেজা, গতি আরেকটু কমালো। তারপর মোড় নিয়ে আবার চলে এলো পথের ওপর। দু'ধারে কাঁটাঝোপ। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে ওড়ার সময় গতি কমাতে থাকলো একটু একটু করে। ধীরে ধীরে নামছে। চাকা মাটি ছুঁতেই ঝাঁকি খেয়ে লাফ দিয়ে উঠলো আলট্রালাইট। আবার নেমে এলো রানওয়েতে। ছুটলো। ব্রেক কষে মসৃণ ভাবে ওটাকে থামালো রেজা।

'কেমন?' এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন কারসন।

এঞ্জিন বন্ধ করতে করতে জবাব দিলো রেজা, 'দারুণ! জবাব নেই!'

'কি করবে এখন?' সুজা বললো।

'তুই ট্রাকটা নিয়ে ভিটায় চলে যা। আমি আকাশে থেকে তোর পিছু নেবো।'

'যোগাযোগ রাখবো কিভাবে?' সন্দেহের চোখে বিমানটার দিকে তাকালো সুজা। 'ওই খেলনায় নিশ্চয় রেডিও নেই।'

'অন্যভাবে সঙ্কেত দেবো। এই যেমন ধর, কিছু দেখতে পেলে ওটাকে ঘিরে চক্কর দেবো, হাত দেখাবো তোকে। কোনো না কোনোভাবে বোঝানো যাবেই।'

'হ্যাঁ, তা যাবে,' কারসন বললেন। 'গুড লাক।'

কারসনকে নিয়ে হলুদ পিকআপে চড়লো সুজা। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, সারাটা জীবনই র‍্যাঞ্চে কাটিয়েছে গাড়িটা, আর গোসল করে সাফসুতরো খুব কমই হয়েছে। চাবি মোচড় দিতেই জ্যান্ত হয়ে উঠলো দানবীয় ভি-৮ এঞ্জিন, রীতিমতো গর্জাতে শুরু করলো। মুচকে হাসলো সে। সাইলেন্সারের অবস্থা করুণ, তবে এই বিকট আওয়াজে নিশ্চয় অভ্যস্ত হয়ে গেছে গরুর পাল, কিছু মনে করে না। গীয়ার বদলানোর জন্যে মস্ত স্টিক শিফটটা ধরে টানতেই এতো জোরে শব্দ হলো এঞ্জিনের ভেতর, মনে হলো সব ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

ফার্স্ট গীয়ার দিলো সুজা। দুলতে দুলতে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। পাহাড়ের গোড়ায় নেমে দেখলো, রেজাও আবার উঠে পড়েছে আকাশে।

উত্তরে আধমাইল দূরে দু'ভাগ হয়েছে রাস্তাটা। মোড় নিয়ে

দক্ষিণের পথটা ধরে চললো সুজা। পথের মাঝে ছোটবড় অসংখ্য গর্ত। একপাশে থেকে তার পিছে পিছে উড়ে আসছে রেজা, একশো ফুট ওপর দিয়ে। সহজেই ট্রাকটাকে পেছনে ফেলে যেতে পারে, কিন্তু গেল না।

পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য। হঠাৎ আগে চলে গেল রেজা। সামনে একশো গজ মতো এগিয়ে গিয়ে চক্কর দিতে আরম্ভ করলো। ধ্বংসস্তূপটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো সুজা আরেকটু হলে, শেষ মুহূর্তে দেখলো। ছয় ফুট উঁচু মেসকিট ঝাড়ের পাতার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

কোনোমতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এককামরার একটা ছাউনিমতো, তারও একটা ধার বসে গেছে। বাকিটা এতোই নড়বড়ে, দেখে মনে হয় জোরে বাতাস এলেই ধুপ করে পড়ে যাবে। পেছনে রয়েছে ঘোড়া বাঁধার কোরাল, আর পানি খাওয়ানোর গামলা। কাঠের উইণ্ডমিল রয়েছে, তারপাশে গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট কয়েকটা গাছ।

বালিতে পায়ের ছাপ ছিলো কিনা বোঝা গেল না। থেকে থাকলেও এখন নেই, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বালি-ঝড়। ট্রাক থামিয়ে এঞ্জিন চালু রেখেই নেমে এলো সুজা। ছাউনির দরজা খুললো। এক কোণে একটা বাংক। আর ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের পাশে দুটো চেয়ার। ফাটল ধরা সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে রয়েছে কাগজ, খালি বোতল আর খাবারের টিন, লোহার একটা পুরনো স্টোভকে ঘিরে। কেউ নেই। জীবনের আর কোনো চিহ্ন

নেই, এমনকি ধুলোয় ঢাকা মেঝেতে একটা পায়ের ছাপও না।

বাইরে বেরিয়ে সুজা দেখলো, পুবে উড়ে যাচ্ছে তার ভাই। তাড়াতাড়ি ট্রাকে উঠে বিমানটাকে অনুসরণ করলো।

ধূসর বালির পাহাড়ে একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে রেজার। সেটাই দেখতে চলেছে। কাছে এসে দেখলো, একটা ঘোড়া। পিঠে জিন পরানো রয়েছে, কিন্তু সওয়ারী নেই। পলের ঘোড়া হতে পারে, এটায় চড়েই হয়তো বাস্তুভিটায় আগুন দেখতে বেরিয়েছিলো সে।

চক্কর দিতে তৈরি হচ্ছে রেজা, এই সময় ডানের ফুট পেডালে ঝাঁকুনি লাগলো। হালের ডান পাশের নিয়ন্ত্রক ওটা। চরকির মতো পাক খেতে আরম্ভ করলো আলট্রালাইট।

প্রাণপণে পেডাল চেপে হাল ঠিক করার চেষ্টা চালালো সে। কিন্তু কাজ হলো না, আটকে গেছে ওটা। বাঁয়েরটা দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করলো। সামান্য নড়েই ওটাও গেল আটকে।

আতঙ্ক এসে চেপে ধরতে চাইলো মনকে, জোর করে সরালো। ফিরে তাকালো পেছনে। নিশ্চয় আটকে গেছে হালটা। এর মানে নিয়ন্ত্রক তারটা ছিঁড়ে গেছে। বিকল করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ।

পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছে আলট্রালাইট। দ্রুত এগিয়ে আসছে মাটি।

তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে না পারলে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙবে আলট্রালাইট, আর সেই সাথে সে–ও…

তিন

শান্ত থাকবে! মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এসব পরিস্থিতিতে!-ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশ মনে পড়লো রেজার। পায়ের নিয়ন্ত্রক কাজ করছে না বটে, কিন্তু হাতেরটা? কন্ট্রোল স্টিক নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করলো সে। কেঁপে উঠে ডানে কাত হয়ে গেল বিমান, তবে পাক খাওয়া বন্ধ হলো।

'বাঁচা গেল!' বিড়বিড় করলো রেজা। 'হাতেরটা কাজ করছে। লম্বা চক্কর দিয়ে মোড় নিতে পারবো। তবে ক্রস কন্ট্রোলে চলছে এখন, চালাতে একটু ভুল হলেই এখন হয় এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে, কিংবা আবার পাক খাওয়া শুরু হবে।'

শুধু স্টিক ব্যবহার করে খুব সাবধানে আবার গতিপথে আলট্রালাইটটাকে নিয়ে এলো রেজা। ঝড়ের ঝাপটায় পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে বিমান। একশো ফুট ওপরে আবার ওটাকে তুলে আনলো সে। সোজা এগোলো র‍্যাঞ্চের দিকে। হলুদ

পিকআপটা চোখে পড়লো। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওপর দিকে চেয়ে রয়েছে সুজা।

গোলমাল হয়েছে এটা বোঝানো দরকার ওকে, ভাবলো রেজা। হাত বের করে বিমানের লেজ দেখিয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়লো। নিজের বুকে হাত রাখলো, তারপর দেখালো র‍্যাঞ্চের দিকে। ট্রাকটার দিকে নির্দেশ করে দেখালো বালির পাহাড়ের দিকে, যেখানে ঘোড়াটাকে দেখেছে।

ট্রাক থামিয়ে নেমে এলো সুজা, ওপর দিকে চোখ। আবার একই সঙ্কেত দেখালো রেজা। বুঝে ফেললো সুজা, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেকথা বোঝালো ভাইকে। আবার উঠলো ট্রাকে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে চললো রেজা। দীর্ঘ, অস্বস্তিকর পথ। নিরাপদ হয়নি এখনও। ক্রস কন্ট্রোলের সাহায্যে ল্যাণ্ড করা খুব কঠিন।

গতি যথাসম্ভব কমিয়ে দিলো। ধীরে ধীরে টেনে তুললো আলট্রালাইটের নাক। চলে এলো রানওয়ের ওপর। ডান ডানা সামান্য কাত হয়ে আছে। নামার ঠিক আগের মুহূর্তে গায়ের জোরে চেপে ধরলো ডানের ব্রেক। ডান চাকার ওপর নামলো বিমান। ঝাঁকুনি খেলো, হ্যাঁচকা টান লাগলো ডানে, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

দৌড়ে এলেন কারসন। 'এরকম ওড়া শিখলে কোথায়!'

কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে রেজার। 'শিখিনি। কপাল জোরে বেঁচে গেছি।'

সুজা আন্দাজ করতে পারছে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, কিন্তু

কি সেটা বুঝতে পারছে না। একবার ভাবলো যায়, গিয়ে দেখে রেজার কি হয়েছে? পরে ভাবলো, কোনো কিছু চোখে পড়েছে তার, সেটাই দেখতে যাবার নির্দেশ জানিয়েছে। কাজেই পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে চললো সুজা।

নিচু ঝোপগুলোর কাছে পৌঁছে সরু হয়ে পায়েচলা পথে রূপ নিয়ে হারিয়ে গেছে রাস্তাটা। মনে পড়লো সুজার, কারসনের আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো। তারপর কি হয়েছে দেখার জন্যে পায়ে হেঁটে উঠতে শুরু করলো। গাছপালা বেশি নেই। আলগা বালিতে পা রাখা বেশ কষ্টকর, তাই গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে।

ও চূড়ায় উঠে দেখলো পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেয়ার পাঁয়তারা করছে সূর্যটা। বিশ গজ দূরে একটা ঘোড়া, আরোহী নেই। বোধহয় ওটাকেই দেখেছিলো তার ভাই, আন্দাজ করলো সুজা।

চমকে গিয়ে দৌড় দিতে পারে ঘোড়াটা, সে-জন্যে সাবধানে এগোলো সে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে আছে জানোয়ারটা, নড়লো না। সুজা ওটার লাগাম ধরার পরও মাথা নিচু করেই রাখলো। 'এই, তোর পিঠের মানুষটা কোথায় রে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

লাগাম ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে এলো সুজা। ট্রাকের কাছে কিছু লম্বা ঘাসের মধ্যে একটা ঝোপের সাথে বাঁধলো, যাতে চরে খেতে পারে। তারপর আবার ফিরে উঠতে শুরু করলো পাহাড়ে। পায়ের ছাপ চোখে পড়লো। সেগুলো ধরে ধরে চলে এলো ছোট একটা গর্তমতো জায়গায়, ঝড়ের সময় নিশ্চয় এখানে আশ্রয়

নিয়েছিলো ঘোড়াটা। আরোহীর কোনো চিহ্ন দেখতে পেলো না ওখানে সুজা।

আবার ট্রাকের কাছে ফিরে এসে পেছনে উঠে বসলো। সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া দেখতে দেখতে ভাবছে, রেজা কখন লোকজন নিয়ে আসবে?

অবশেষে অন্ধকারের বুক চিরে ফুটলো দুই জোড়া হেডলাইটের আলো। সামনের ট্রাকটা এসে থামতেই লাফ দিয়ে নামলো রেজা। পেছনে এলেন কারসন। সাথে রয়েছে ছিপছিপে একজন মানুষ, খাড়া চুল, প্রায় চারকোণা চ্যাপ্টা মুখ। ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোড়াটার দিকে ছুটে গেল একটা ধূসর রঙের কুকুর। গরগর করছে।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো সুজা। 'কি হয়েছিলো? চমৎকার ম্যানেজ করেছো।'

'হালের তার ছিঁড়ে গিয়েছিলো। কপাল ভালো, তাই আস্ত নামতে পেরেছি।'

'ও জাত বৈমানিক,' প্রশংসা করলেন কারসন। ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পলের ঘোড়া! কোথায় পেলে?'

'ওই ওখানে,' হাত তুলে দেখালো সুজা। 'মানুষের কোনো চিহ্ন দেখলাম না।'

'বিল,' ছিপছিপে লোকটাকে আদেশ দিলেন কারসন, 'ন্যাপকে নিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখ তো কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

'ন্যাপ! ন্যাপ!' ডাকলো বিলি। ঘোড়াটার কাছে বসে এখনও

গরগর করছে কুকুরটা। 'আয় এখানে!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে এলো ওটা।

'ও বিলি মন্টিরো,' ট্রাকের পেছনে বেঁধে টেনে আনা ট্রেলারের পেছনের দরজা খুলতে খুলতে বললেন কারসন। 'র‍্যাঞ্চের কাজ ভালো বোঝে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর। কিছু থাকলে ওখানে ঠিক বের করে ফেলবে।'

'আর কুকুরটা?' ট্রেলারে ঘোড়াটাকে তুলতে সাহায্য করছে রেজা।

'ওটা পলের,' আনমনে মাথা নাড়লেন কারসন। 'বাংকহাউসে গিয়ে কুকুরটাকে দেখিনি, অবাকই হয়েছিলাম। বিল বললো একটু আগে এসে হাজির হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার...'

এই সময় ফিরে এলো বিলি। মাথা নেড়ে বললো, 'কিছু নেই।'

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'হুঁ। চলো, যাই। শেরিফ এসে হয়তো বসে থাকবে আমার জন্যে। আসতে বলেছিলাম। খিদেও পেয়েছে।'

'দারুণ রেঁধেছেন আন্টি,' মিসেস কারসনের প্রশংসা করলো সুজা। 'এখানে খাবার সব সময়ই এরকম হয় নাকি? তাহলে র‍্যাঞ্চেই চাকরি নিয়ে নেবো।'

তার কথায় হাসলো সবাই।

'আপনার র‍্যাঞ্চের কথা বলুন,' রেজা বললো কারসনকে। 'অনেক জায়গা লীজ নিয়েছেন শুনেছি। পঞ্চাশ হাজার একর,

তাই না?'

'হ্যাঁ।' পেছনে চেয়ার ঠেলে সরালেন কারসন। 'এসো।' ছেলেদেরকে নিয়ে অফিসে এসে ঢুকলেন তিনি। দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় ম্যাপ দেখালেন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল রেখা টেনে চিহ্ন দেয়া রয়েছে। হাত রাখলেন তার ওপর, 'এই জায়গাটা আমাদের।' আঙুল সরালেন আরেক জায়গায়। 'আর এটা সরকারী জায়গা।' আঙুলটাকে লাঙল দিয়ে জমি চষার মতো করে ঠেলে নিয়ে চললেন উত্তরে। 'র‍্যাঞ্চের এই জায়গাটা, দক্ষিণ প্রান্ত, এটা লীজ নিয়েছি। বালির পাহাড়ের খানিকটাও পড়েছে এর মধ্যে। মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আগামী মাসে রিনিউ করতে হবে।'

'জায়গাটা কেমন?' সুজা জানতে চাইলো। 'আপনাদের কাজে লাগে?'

কারসন হাসলেন। 'না লাগলে কি আর নিয়েছি? গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াই এখানে। কাজেই রিনিউ করতেই হবে আমাকে। তাছাড়া রিনিউ খরচও খুব কম, না করানোর মানে হয় না।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে থামলো। খানিক পর থাবা পড়লো সদর দরজায়। মিসেস কারসনের কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই যে, সাইমন। যাও, জ্যাক অফিসেই আছে।'

ধুলো লাগা খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন লোক পা রাখলো কারসনের অফিসে। একহারা গড়ন, বয়েস তিরিশের বেশি না। বুকে শেরিফের ব্যাজ, কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে একটা ৩৭৫ ম্যাগনাম। 'ইভনিং, জ্যাক। পলের দেখা মিললো?'

'নাহ্,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন কারসন। ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ও রবি সাইমন, এখানকার শেরিফ। রবি, এ–হলো রেজা মুরাদ, আর ও সুজা মুরাদ। ওদের বাবার সঙ্গে কাজ করেছি আমি একসময়। বাপের মতোই এদেরও গোয়েন্দা হওয়ার শখ। আমাকে সাহায্য করতে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকালো শেরিফ। 'ওয়েলকাম টু আর্মস্ট্রং কাউন্টি,' বললো বটে, কিন্তু তার চোখদুটো স্বাগত জানালো না ছেলেদেরকে। ওদের ওপর কড়া নজর বোলাচ্ছে। তারপর কারসনের দিকে ফিরে বললো, 'পলের নিরুদ্দেশ হওয়ার ফাইল তৈরি করে ফেলবো, না আরও কয়েক দিন দেখবে?'

'আজ বিকেলে ওর ঘোড়াটা পেয়েছি,' সুজা বললো। 'বালির পাহাড়ে।'

একচিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল শেরিফের ঠোঁটে। 'নিশ্চয় ঘোড়া থেকে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে। দেখো, কাল সকালেই ফিরে আসবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।'

সাইমনের চোখে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন কারসন, তারপর বললেন, 'মন থেকে বলোনি ওকথা। তুমিও ভালো করেই জানো, হাঁটতে শেখার আগেই ঘোড়ায় চড়া শিখেছে পল।'

'তাহলে কি হয়েছে?'

'বলতে পারবো না। কাল সকালে আবার খুঁজতে বেরোবো।'

'দেখি, পারলে দু'জন ডেপুটিকে পাঠাবো,' শেরিফ বললো।

'আর অন্য র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গেও কথা বলবো। দেখা যাক কি হয়।'

'ঠিক আছে। সূর্য উঠলেই বেরিয়ে পড়বো। বাংকহাউসে পাঠিয়ে দিও ওদেরকে।'

শেরিফ বেরিয়ে গেলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন কারসন। 'অনেক কিছু শেখার বাকি আছে এখনও ওর। ভালো শেরিফ হতে হলে প্রচুর অভিজ্ঞতা দরকার।'

'পলের নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে আপনার অন্য সমস্যাগুলোর যোগাযোগ থাকতে পারে, তাই না?'

'জানি না। আন্দাজে কিছু বলা যাবে না। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেলে হয়তো বুঝতে পারতাম। রাতের বেলা অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়ে গেল কেন? ট্রাকটা নিতে পারতো। নেয়নি, ওটা এখনও জায়গামতোই আছে।'

'তারমানে কি কেউ বোঝাতে চাইছে, ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলো পল?' রেজার প্রশ্ন।

'হতে পারে,' ভ্রূকুটি করলেন কারসন। 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না আমার।'

'তার কিংবা আপনার কি কোনো শত্রু আছে, যে পলকে গুম করে ফেলতে চায়?' সুজা জিজ্ঞেস করলো। নীরব হয়ে গেলেন কারসন। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'পলের নেই, আমার থাকতে পারে।'

'কয়েকটা নাম বলতে পারবেন?' রেজা বললো।

'প্রমাণ ছাড়া কারো নাম বলা ঠিক নয়।'

'কিন্তু আমাদের কিছু সূত্র তো দরকার। নইলে তদন্ত করবো কি নিয়ে?'

'বেশ,' দ্বিধা করলেন কারসন। 'প্রথমেই যে নামটা মনে আসছে, বেন ফ্রেনটিস। গত বছর আমার এখানে কাজ করেছে। তাড়াতে বাধ্য হয়েছি, কারণ র‍্যাঞ্চের কিছু জিনিস চুরি করে বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পলের সাথে অবশ্য খাতির ছিলো তার, যাওয়ার আগে পর্যন্ত, তবে আমার ওপর খুব রেগেছে বেন।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আরমারদের ওখানে কাজ নিয়েছে শুনেছিলাম। গরুকে ঘাস খাওয়ানোর চাকরি। তারপর আর খবর জানি না।'

'ওরটেগাকে সন্দেহ হয়?' সুজা জিজ্ঞেস করলো। 'কাল বিকেলে তো খুব একটা ভালো ব্যবহার করলো না আপনার সাথে।'

'ও চেঁচামেচিই করে বেশি, তবে লোক খারাপ না। তবে···যাকগে, এখন ওসব আলোচনা থাক। আপাতত পলকে খুঁজে বার করা দরকার। তারপর অন্য সমস্যার সমাধান। ঘোড়া থেকে সত্যিই যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বিপদ হবে। যা গরম ওখানে, পানি ছাড়া আরেকটা দিন বাঁচবে না।'

'দাদা, আলট্রালাইটের খবর কি?' সুজা জানতে চাইলো। 'মেরামত করে ওড়ানো যায় না? খুঁজতে সুবিধে হতো।'

মাথা নাড়লো রেজা। 'না। নতুন তার লাগবে।'

'আনানোর সময় নেই,' কারসন বললেন। 'সকালেই খুঁজতে বেরোবো পাহাড়ের ওদিকে। খুব খারাপ এলাকা। পথ হারালে ভীষণ বিপদে পড়বে। একা ছাড়া যাবে না তোমাদের। একজন আমার সাথে আসবে, আরেকজন যাবে বিলের সঙ্গে।'

পরদিন ভোরে বাংকহাউসের সামনে জমায়েত হলো একডজন ট্রাক আর জীপ। ক্যাপরকের ওপরে ছোট, পরিচ্ছন্ন একটা বাড়ি, ওটাই বাংকহাউস। পাশে গোলাবাড়ি আছে, কোরাল আছে, পেছনে একটা প্রপেন ট্যাংকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্যাটেলাইট ডিশ।

'ভেতরে গিয়ে দেখবো একবার?' কারসনের অনুমতি চাইলো রেজা।

দরজার তালা খুলে দিলেন তিনি। 'যাও। জলদি করবে। দেরি করতে পারবো না আমরা। শেরিফের লোক এলেই রওনা হবো।'

বাংকহাউসটা দেখে মনে হলো রেজার, একসময় এটা কোনো র‍্যাঞ্চ মালিকের মূল বাড়ি ছিলো। এখন মনে হচ্ছে মেসবাড়ি। অবিবাহিত পুরুষরা থাকে। বেডরুমের দেয়ালে সাঁটানো অর্ধ-উলঙ্গ কিছু সুন্দরী নায়িকার ছবি। একপাশের দেয়ালে একটা গান র‍্যাক। একটা আলমারি বোঝাই কাউবয় বুট, শার্ট, নীল জিনসের প্যান্ট।

লিভিং রুমটা প্রায় শূন্য। শুধু একটা টেলিভিশন, একটা স্টেরিও অডিও সেট, আর একতাক ভর্তি কান্ট্রি সং আর ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্যাসেট। রান্নাঘরে মাইক্রোওয়েভের

পাশের কাউন্টারের ওপর পড়ে রয়েছে অর্ধেক খাওয়া একটা পিজা। এগুলোকে সূত্র বলা যায় না।

বাইরে লোকের সাথে কথা বলছেন কারসন। জনা তিরিশেক লোক জড়ো হয়েছে। দু'জন ডেপুটিও এসে হাজির হয়েছে। কারসন বললেন সবার উদ্দেশে, 'শুনেছেন নিশ্চয় পরশু রাতে পল নিখোঁজ হয়েছে। কাল বিকেলে পুরনো বাস্তুভিটার কাছে পাহাড়ে তার ঘোড়াটা পেয়েছি। কাজেই, ওটার কাছে থেকেই ছড়িয়ে যাবো আমরা চারদিকে। জায়গা অনেক কমে গেল।'

'সর্বনাশ।' সার্চ পার্টির একজন আরেকজনকে নিচু গলায় বললো, কিন্তু সুজা শুনে ফেললো। 'কমে গেল কি! বিশ বর্গ মাইল মরুভূমিতে খোঁজা···ইমপসিবল!'

জোড়ায় জোড়ায় লোক ভাগ করে দিলেন কারসন। মিনিট কয়েক পরেই গাড়িতে উঠলো সবাই।

সবুজ একটা পিকআপে কারসনের সঙ্গে রইলো রেজা। সিবি রেডিও আছে গাড়িটায়। সারাটা সকাল রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো কঠিন মাটিতে নাচানাচি করলো গাড়ি, ঝাঁকি দিয়ে আরোহীদের হাড় থেকে মাংস আলাদা করার প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। পেছনে উড়ে চলেছে ধুলোর মেঘ। প্রতিটি উইণ্ডমিল কিংবা ডোবার ধারে এসে থামেন কারসন, রেডিওতে কথা বলেন। রেজা বেরিয়ে উইণ্ডমিলের চূড়ায় কিংবা গাড়ির ছাতে উঠে চোখে বিনোকিউলার লাগিয়ে চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় খুঁজে দেখে। উইণ্ডমিলে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে সামনে পড়ে গরুর পাল,

ওগুলো সরিয়ে পথ করে এগোনো এক মহাঝামেলার কাজ। সে আর সুজা যে একা বেরোয়নি, সে-জন্যে স্বস্তি বোধ করছে এখন। প্রতিটি পথ, উইণ্ডমিল, ডোবা দেখতে একরকম। আলাদা করে যে কি করে চেনে এখানকার লোকে, ভাবতে অবাক লাগছে তার।

দুপুরের খাবারের সময় র‍্যাঞ্চে ফিরলো ওরা। দু'জন লোককে নিয়ে ওরটেগাকে ওখানে হাজির হতে দেখে অবাক হলো রেজা-সুজা। ওরটেগাও লোক নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলো!

'কোনো খবর?' কারসন জানতে চাইলেন।

মাথা নাড়লো ওরটেগা। 'না, জ্যাক। সবাই একই কথা বলছে। কেউ কিছু দেখেনি।'

দ্রুত খাওয়া শেষ করে আবার বেরোলো ওরা। আরেকবার ফিরে এলো রুক্ষ ধুলোটে প্রকৃতির হাড়-ঝাঁকানো অঞ্চলে। সূর্য ডোবার সামান্য আগে আবার র‍্যাঞ্চে এসে মিলিত হলো দলটা। সবাইকে হতাশ দেখাচ্ছে। 'কিচ্ছু নেই,' ঘোষণা করার মতো করে বললো ওরটেগা। 'জ্যাক, যদি বলো কাল আবার আসতে পারি...'

মাথা নাড়লেন কারসন। 'দরকার নেই। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করলেন তিনি।

'কাল কেউ আসছে না?' সুজা বললো।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কারসন। 'কি লাভ? কোনো

জায়গা তো আর বাদ রাখিনি। পল বেঁচে থাকলে-এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে-প্রথমেই ও চলে আসতো কোনো একটা ডোবার কাছে। কারণ ওই মরুভূমিতে প্রথম যা দরকার তা হলো পানি।'

'তা ঠিক।' কি ভাবলো রেজা। 'আমি আর সুজা ঠিক করেছি, পুরনো বাস্তুভিটায় ক্যাম্প করবো। কি দেখে সন্দেহ হলো পলের, জানতে চাই।'

'বুদ্ধিটা ভালোই,' কারসন বললেন। 'বেশ, যাও। খাবার চেয়ে নিও অ্যাণ্ডির কাছ থেকে। সবুজ পিকআপটা নিয়ে যাও। সিবি রেডিও আছে, সুবিধে হবে। যোগাযোগ রাখতে পারবে। ঘুমানোর জন্যে দুটো ম্যাট্রেসও নিয়ে নিও।'

'পুরনো ছাউনিটাতে যখন পৌঁছলো দুই ভাই, অন্ধকার নেমেছে তখন। একমাত্র ঘরটায় রহস্যময় আলোআঁধারি সৃষ্টি করেছে লণ্ঠনের আলো। বাইরে গোঙাচ্ছে মরুর বাতাস, মেসকিট ঝাড়ে মাথা কুটছে যেন। হঠাৎ শব্দটা কানে এলো ছেলেদের। কারো পায়ের চাপে মট করে ভাঙলো মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডাল।

'দাদা,' সুজা বললো, 'এখানে ভালুক আছে?'

'মনে হয় না,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো রেজা। 'এসব অঞ্চলে থাকে বলে তো শুনিনি। এঞ্জিনের শব্দও শোনা যায়নি। গিয়ে দেখা দরকার।'

নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোলো দু'জনে।

চার

সামান্য ফাঁক হলো দরজা। পাথর হয়ে গেল যেন রেজা–সুজা। ঘরের ভেতরে ঠেলে দেয়া হলো কি যেন, লাঠির মাথায় ঝোলানো একটা লাউয়ের মতো। তারপর দেখা গেল একটা বয়স্ক হাত, লাঠিটা শক্ত করে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। খটখট করছে লাউয়ের মতো জিনিসটা।

পুরো খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ, ধূসর তারের মতো চুল। মাথায় খড়ের সমব্রেরো হ্যাট, কাঁধে ঝোলানো খড়ের ব্যাগ।

'ও–ই!' উত্তেজিত হয়ে ফিসফিসিয়ে বললো সুজা। 'ঝড়ের মধ্যে এই লোকটাকেই দেখেছিলাম! ফ্র্যাঙ্ক মারকি!'

'হাল্লো,' অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো রেজা।

মেকসিকান ভাষায় কি যেন বললো বুড়ো। লাউয়ের মতো

জিনিসটা নেড়ে খটখট শব্দ করলো আবার। ইংরেজিতে বললো, 'আমি মারকি। তোমাদের হুঁশিয়ার করতে এলাম।'

'হুঁশিয়ার?' সুজা জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপারে?'

'শয়তান ঘুরছে,' ফিসফিস করে বললো লোকটা। 'বিপদ।' হাত তুলে পুবের জানালার বাইরে দেখালো। 'দেখতে পাচ্ছো?'

ফিরে তাকিয়ে সুজা দেখতে পেলো ক্যাপরকের মাথার ওপরে বাঁকা চাঁদ উঠছে। 'আশ্চর্য! কেমন ভূতুড়ে লাগছে!' বিড়বিড় করলো সে। 'চাঁদ ঘিরে ওই রেখাটা কিসের? আর কখনো দেখিনি! আঙটির মতো।'

'হয় ওরকম,' রেজা বললো। 'পর্বতের চূড়ার বরফের স্ফটিকের কারণে। দূর থেকে দেখে মনে হয় চাঁদের চারপাশেই বুঝি ওই রিঙ তৈরি হয়েছে।'

এগিয়ে এলো বুড়ো। টেবিলের ধুলোতে আঙুল দিয়ে ইংরেজি 'কে' অক্ষরটা লিখে ওটাকে ঘিরে একটা বৃত্ত আঁকলো। 'খুব খারাপ।'

'কারসন র‍্যাঞ্চের কথা বলছে,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো সুজা।

'চাঁদের চারপাশের রিঙটাকেই যেন বোঝাতে চাইছে,' বললো রেজা। 'নাকি বলতে চাইছে রাহু গিলতে আসছে চাঁদকে?' বুড়োর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বলতে চাইছেন?'

'অনেক দিন আগে,' বুড়ো বললো, 'এই অঞ্চলে বিদেশী যারা বাস করতে এসেছিলো তাদেরকে খুন করেছিলো কোম্যাঞ্চেরোরা।'

ক্যাপরকের দিকে হাত তুললো সে। 'ওই ওখানে, আমার বাপ-দাদাদের পবিত্র মাটিতে। একজন বাদে সব্বাই মারা পড়েছিলো সেরাতে। তখনও আজকের মতোই চাঁদের চারপাশে ছিলো ওই আঙটি। চলে যাও তোমরা, আর কক্ষণো আসবে না।'

বাইরে ডেকে উঠলো একটা গরু। ওটা কোথায় দেখার জন্যে একসাথে জানালার দিকে ফিরলো রেজা-সুজা। আবার যখন ঘুরে চাইলো, গায়ে লাগলো একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। বুড়ো নেই ঘরে।

'চলো, দেখি কোথায় যায়?' বলতে বলতে দরজার দিকে ছুটলো সুজা। কিন্তু বাইরে বুড়োর ছায়াও দেখতে পেলো না।

'বাদ দে, সুজা,' হাত নাড়লো রেজা, 'ওর পিছু নিয়ে লাভ নেই। গেছে গায়েব হয়ে। ওর পিছু নিতে গেলে পলের মতোই আমাদেরকেও কাল খুঁজতে বেরোবে সার্চ পার্টি।'

'আচ্ছাহ্,' নিরাশ হয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো সুজা। 'ঘুমানো দরকার, না কি বলো?'

মাঝরাতে জেগে গেল সুজা। অস্বস্তি লাগছে। একটা শব্দ শুনেছে। আর একধরনের বিচিত্র কাঁপুনি, বজ্রপাতের সময় মাটি যেমন কাঁপে অনেকটা সেরকম। জানালা দিয়ে দেখলো, অনেক পশ্চিমে সরে গেছে চাঁদ। একরত্তি মেঘ নেই আকাশে। বাজ পড়বে কিভাবে? ভাবলো, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলো সে।

আবার যখন জাগলো, ভোরের আলো তখন জানালা দিয়ে ঢুকেছে। পীপ পীপ করে সঙ্কেত দিচ্ছে রেজার ঘড়ি।

'আমার ছুটি,' ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললো সুজা। উঠতে ইচ্ছে করছে না।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে ততোক্ষণে রেজা। 'কারসন আংকেলকে কথা দিয়েছি সকাল সাতটার মধ্যে রেডিওতে যোগাযোগ করবো। তারপর দেখি, মরা গরু দেখতে বেরোবো।'

রেডিওতে কথা বলা শেষ করলো রেজা। তারপর পুকুরটা দেখতে চললো, যেটার পানি খেয়ে গরুগুলো মারা গেছে। বাস্তুভিটার পোয়াটাক মাইল দক্ষিণে এসে ট্রাকের গতি কমালো সুজা। হাত তুলে দেখালো, ডজনখানেক বড় কালো পাখি উড়ছে। 'শকুন?'

'নিশ্চয় মরা দেখতে পেয়েছে। এটাই জায়গা।'

পথের ঠিক নিচেই মাটির একটা বাঁধ যেন ঠেলে উঠেছে শুকনো জলাশয়ের প্রায় বুক থেকে। পুকুরের বেশির ভাগ পানিই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। এক জায়গায় সামান্য একটুখানি জমে রয়েছে, সবুজ, শ্যাওলায় থিকথিকে। পানির কিনারে শাদা পাউডারের মতো জিনিস বেশ পুরু হয়ে পড়ে আছে। রাস্তা থেকে নেমে পুকুরের ধার পর্যন্ত চলে গেছে ভারি চাকার দাগ।

নাক কুঁচকালো সুজা। দুর্গন্ধ। কাছেই ঝোপের পাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মরা গরু। সে বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আগেই খেয়ে সাফ করে ফেলেছে শকুনের দল। নাকি আগেরগুলো খাওয়া শেষ, এগুলো নতুন?'

জবাব না দিয়ে গিয়ে শাদা জিনিসগুলোর কাছে হাঁটু গেড়ে

বসলো রেজা। 'হুঁ, লবণের মতোই লাগছে। সুজা, স্যাম্পল নে। বোতল ভরে পানিও নে। পরে পরীক্ষা করবো। আমি আশপাশটা একটু ঘুরে দেখি।'

চাকার দাগগুলো কাছে থেকে ভালোমতো দেখলো রেজা। তারপর হাঁটতে লাগলো পুকুরের চারপাশে। মাটির দিকে চোখ। স্যাম্পল নিতে নিতে সুজা দেখলো নিচু হয়ে কি যেন তুলে নিচ্ছে তার ভাই। জিজ্ঞেস করলো, 'কি পেয়েছো?'

ফিরে এসে জিনিসটা দেখালো রেজা। ছোট একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ভেতরে রাইফেলের গুলির তিনটে চকচকে খোসা। 'একেবারে তাজা।'

'কি রাইফে

'বলতে পারবো না। গুলির নিচে মিলিটারি অর্ড্‌ন্যান্স মার্ক রয়েছে, নম্বর ফরটি থ্রি। ক্যালিবার নয়, বোধহয় কোন সালে তৈরি হয়েছে, সেটা। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিলামে বিক্রি করে দেয়া জিনিস।' হাতের তালুতে রেখে দেখছে রেজা। 'অদ্ভুত দেখতে, না? গোড়া থেকে কাঁধ পর্যন্ত খুব খাটো, ধীরে ধীরে চিকন হয়ে উঠেছে। মনে হয় থারটি ক্যালিবার।'

'আংকেল কিংবা বিলিই হয়তো গুলি করে গরু মেরেছে,' আন্দাজ করলো সুজা। 'যেগুলো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, বাঁচানো সম্ভব ছিলো না।'

'হয়তো। জিজ্ঞেস করবো।' চাকার দাগগুলোর দিকে তাকালো আবার রেজা। 'ভালোমতো বোঝা যায় না। ক্ষয় করে

ফেলেছে বাতাস। আমাদের প্রধান সূত্র হলো এখন এই গাড়ি, ট্যাংকার, যেটা এই দাগ রেখে গেছে। চল, বাড়ি যাই। কারসন আংকেলকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ওদের গাড়ির শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কারসন।

গুলির খোসাগুলো দেখে মাথা নাড়লেন তিনি, 'আমরা মারিনি। তবে পানি আছে তো, অনেক শিকার মেলে। প্রায়ই শিকার করতে যায় লোকে।'

'ট্যাংকার ট্রাকটা খোঁজার কথা ভাবছি আমরা,' সুজা বললো। 'পানি দূষিত করেছে যেটা। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

সুজা কথা বলছে, রেজা গিয়ে আবার ব্যাগে ভরা গুলির খোসাগুলো রেখে দিলো গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে।

'আর্মস্ট্রঙের অয়েল-ড্রিলিং সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো,' কারসন বললেন। 'তেল তোলে ওসব কোম্পানি। ওরকম ট্যাংকার অনেক আছে ওদের। তবে কোন গাড়িটা গিয়েছিলো পুকুরের কাছে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।'

'তবু দেখি চেষ্টা করে,' রেজা বললো।

গাড়ি চালিয়ে আর্মস্ট্রঙে এলো ওরা, কারসনের র‍্যাঞ্চ থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। পশ্চিমা কাউ টাউন আর আধুনিক শহরের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ওটা। শহরের বাইরে বেশ কিছু দোকান আছে, দেখলে মনে হয় না দোকান, বসত বাড়ির মতো। তেল কোম্পানির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি

করে ওরা। শহরের কেন্দ্রে আদালত ভবনটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান, পুরনো ঢঙের, একেবারে সেই আদিম বুনো পশ্চিমের ছাপ। দেড়শো বছর পিছিয়ে রয়েছে যেন এখানে পৃথিবী।

'এখান থেকেই শুরু করা যাক,' বলতে বলতে ডেলটা ড্রিলিং সার্ভিস কোম্পানির পার্কিং লটে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়লো রেজা। একটা ট্রাকের পাশে রাখলো। ট্রাকটার পেছনে জুড়ে দেয়া হয়েছে মস্ত একটা ট্যাংক ট্রেলার।

'চাকার সাইজ দেখেছো,' সুজা বললো।

'হ্যাঁ। এতোবড় চাকার দাগই পড়েছে পুকুর পাড়ে।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোলো দু'জনে।

'বলো কি করতে পারি?' ভুরু তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কাউন্টারের ওপাশে বসা লোকটা।

'চিঠি আদান-প্রদানের কাজটা কি আপনিই করেন নাকি?' রেজা জানতে চাইলো।

হাসলো লোকটা। 'হ্যাঁ। ওটা আমার অনেক কাজের একটা।'

'ও। একটা ট্যাংক ট্রাক খুঁজছি আমরা।'

'পাবে। কতোক্ষণের জন্যে ভাড়া চাও?'

'তথ্য জানতে চাইছি আমরা। যে ট্রাকটাকে খুঁজছি, বেআইনী ভাবে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে এসেছে ওটা।'

'রেজিস্ট্রেশন নম্বর?' গোঁ গোঁ করে বললো ডিসপ্যাচার।

'জানিনা।'

'কি করে বুঝলে ওটা আমাদের ট্রাক?'

'বুঝিনি, বোঝার চেষ্টা করছি, কোত্থেকে গেল ওটা। আপনাদের বাদে আর কার কার আছে এখানে ওরকম গাড়ি?'

খিক খিক করে হাসতে লাগলো ডিসপ্যাচার। 'অন্তত তিনটে কোম্পানির আছে। এছাড়া রয়েছে আরও আধডজন অন্য কোম্পানির, যারা তেল তোলার কাজ করে না।'

'নয়-দশটা কোম্পানির ট্যাংকার, এই এট্টুখানি শহরে!' খুঁজে বের করা কঠিন হবে একথা কেন বলেছিলেন কারসন, বুঝতে শুরু করেছে রেজা। 'লগ বুক-টুক কিছু রাখে ওসব ট্রাক?'

'বেশির ভাগই রাখে না। রাখবে কখন? অনেক কাজ।' ভুরু কাছাকাছি হলো লোকটার। 'বাঁচার জন্যে এখানে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।'

'ক্যাপরকের কাছে কোনো ট্রাক কাজে যায় কিনা জানেন?'

মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি ফুটলো মনে হলো লোকটার চোখে। চেয়ারে হেলান দিলো। 'না। আমি যতদূর জানি, ওখানটায় কোনো ড্রিলিং হচ্ছে না।' রেজার চোখে চোখে তাকালো সে। 'বর্জ্য বললে? কি পদার্থ?'

'জানি না,' বলে সুজার হাত ধরে টানলো রেজা। 'আয়।' লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভাইকে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো সে।

বাইরে বেরিয়ে সুজা বললো, 'লাভ হলো না।'

শ্রাগ করলো রেজা। 'কারসন আংকেল ঠিকই বলেছেন। চল,

র‍্যাঞ্চেই ফিরে যাই। দেখি পলের কোনো খবর পেলো কিনা।'

সারাটা সকাল আকাশ ছিলো পরিষ্কার। কিন্তু ওরা যখন উত্তরে রওনা হলো, দিগন্তে হুমকি হয়ে দেখা দিলো কালো, ভারি মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'ঝড় আসবে মনে হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে বললো রেজা। 'মরুভূমির এসব তুফান খুব ভয়ঙ্কর।'

এগিয়ে আসছে ঝড়, ওরাও চলেছে সেদিকেই। সামনে কালো পর্দার মতো ঝুলছে যেন মেঘ, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে দু'পাশে। শেষে এমন অবস্থা হলো, দিগন্তের কাছে সরু একচিলতে আলোর আভাস ছাড়া আলো বলতে আর কিছুই রইলো না। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। একটু বাতাস নেই। মাথার ওপরে টগবগ করে ফুটছে যেন মেঘ। কালো রঙ আর নেই এখন, রূপান্তরিত হয়েছে অদ্ভুত বেগুনী–সবুজ রঙে।

'দাদা, ভাবসাব ভালো ঠেকছে না আমার,' বলে হাত তুলে ঝুলে থাকা মেঘের চাদর দেখালো সুজা।

হঠাৎ, সামনে মাইল আধেক দূরে মস্ত একটা কালচে আঙুল যেন কালো চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে খোঁচা মারলো মাটিতে। তারপর বলের মতো ড্রপ খেয়ে উঠে যেতে লাগলো আবার। আবার নামলো। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো একটা সাইনবোর্ডের কাছে। আওতায় পেয়েই এক হ্যাঁচকা টানে বোর্ডটাকে তুলে যেন সেঁধিয়ে ফেললো পেটের মধ্যে।

'কাণ্ডটা দেখলি!' পিঠ কুঁজো করে ফেলেছে রেজা, কাঁধ

শক্ত। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে স্টিয়ারিং, যেন ভয় করছে তাকেও বোর্ডটার মতো টান দিয়ে নিয়ে যাবে টর্নেডো।

চলার পথে যা পাচ্ছে তা-ই তুলে নিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। বালির মোটা স্তম্ভ তৈরি করে ফেলেছে যেন একটা। কানফাটা প্রচণ্ড গর্জন, যেন একসাথে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে একাধিক দ্রুতগতি রেলগাড়ি।

সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়!

পাঁচ

'জলদি! খাদে নাম!' ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল রেজার চিৎকার।

এতো অন্ধকার হয়ে গেছে, রাস্তাই ভালো দেখতে পাচ্ছে না সুজা। এর মাঝেই কোনোমতে লাফিয়ে নেমে পথের পাশের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। উপুড় হয়ে মাটি খামচে ধরে পড়ে রইলো। টান দিয়ে তাকে ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বাতাস। মিনিটের পর মিনিট কাটছে। বয়ে চলেছে ঝড়। ধুলো আর ছেঁড়া ঝোপঝাড়ের পাতা উড়ছে ঘন হয়ে। অবশেষে কমে এলো ঝড়।

'ঠিক আছিস তুই?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'আছি,' বলতে বলতে উঠে বসলো সুজা। কাঁধ ডলছে। 'অ্যাই দাদা, ট্রাকটা কই?'

কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে রেজাও উঠে বসলো। মলিন মুখে একদিকে তাকিয়ে হাত তুললো, 'বোধহয় ওটা।' কয়েকশো ফুট

দূরে মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে দলা-পাকানো একটা ধাতুখণ্ড।

'এই অবস্থা করেছে!' বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়ালো সুজা। পা কাঁপছে। কাঁটা দিয়ে উঠলো শরীর। শীত লাগছে। একটু আগেও যখন ঝাপটা মারছিলো তুফান, গনগনে চুলা থেকে যেন আঁচ লাগছিলো গায়ে, এখন বাতাস বরফের মতো ঠাণ্ডা। কয়েক মিনিটেই তাপমাত্রা অন্তত চল্লিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। বরফ-শীতল এক ফোঁটা পানি পড়লো ঘাড়ে। বৃষ্টি।

'আয়। গিয়ে অবস্থা দেখি,' বলে ট্রাকটার দিকে এগোলো রেজা।

ডানে কাত হয়ে পড়ে আছে ট্রাকটা। ছাত দুমড়ে বসে গেছে। ছিঁড়ে চলে গেছে একটা দরজা। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খোলা, শূন্য। মিনিট পাঁচেক খোঁজার পর নিশ্চিত হলো রেজা, গুলির খোসা সহ ব্যাগটা হারিয়ে গেছে, আর পাবে না।

'গেল আমাদের সূত্র,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললো সুজা। 'ওরকম গুলি দেখলে আবার চিনবে?'

'তা চিনবো। দেখতে একেবারে অন্যরকম তো।'

আরেকবার ট্রাকটার দিকে তাকালো সুজা। বেশ জোরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 'এটা আর চলবে না,' মাথা নেড়ে বললো সে। 'চলো, রাস্তায় গিয়ে উঠি। কোনো গাড়িটাড়ি এলে লিফট নিতে পারবো।'

ওরাও রাস্তায় পৌঁছলো, দেখলো, ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালতে জ্বালতে দ্রুত ছুটে আসছে একটা গাড়ি। হাইওয়ে পেট্রোল কার।

কাছে এসে থামলো গাড়িটা। জানালা খুলে মুখ বের করলো ট্রুপার। 'কি ব্যাপার, আবহাওয়া অফিসের টর্নেডো বুলেটিন শোনোনি? বাইরে ঘোরাঘুরি করছো যে?'

হেসে উঠলো সুজা। 'আর ঘরে ঢুকেই বা কি হবে? যা দেখার দেখে ফেলেছি।' কাঁধের ওপর দিয়ে হাত তুলে পেছনে দেখালো। 'ওই দেখুন আমাদের ট্রাকের অবস্থা।'

সেদিকে তাকিয়ে মৃদু শিস দিয়ে উঠলো ট্রুপার। 'হাড়গোড় আস্ত আছে তো তোমাদের?'

'আছে,' জবাব দিলো রেজা। 'সময়মতো খাদে লাফিয়ে পড়েছিলাম।'

দরজা খুলে দিলো ট্রুপার। 'ওঠো। ভিজে যাচ্ছো।'

রেডিওতে রিপোর্ট পাঠাতে লাগলো ট্রুপার। চুপ করে শুনছে ছেলেরা। কথা শেষ করে ওদের দিকে ফিরলো সে। 'কোথায় যাবে?'

'উত্তরে,' সুজা বললো। 'ক্যাপরকটাউন।'

'ভালো। ওদিকেই যাবো। নামিয়ে দিতে পারবো তোমাদের।'

হাইওয়ে ধরে চলেছে পেট্রোলকার। 'এখানকার লোক বলে তো মনে হচ্ছে না তোমাদেরকে,' ট্রুপার বললো।

'না,' রেজা বললো। 'জ্যাক কারসনের র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এসেছি।'

'ও। ওখান থেকে একজন লোক হারিয়ে গেছে শুনলাম। পাওয়া গেছে?'

মাথা নাড়লো সুজা। 'না।'

'হুঁ। এতো অবাক হবার কিছু নেই। ছেলেছোকরাদের স্বভাবই ওরকম। কখন যে পোঁটলা বেঁধে কেটে পড়ে, বলার জো নেই। অনেক সময় কাউকে কিছু না বলেই চলে যায়। কয়েক দিন পরেই খোঁজ পাওয়া যাবে। দেখা যাবে অন্য কোথাও চাকরি করছে।'

'র‍্যাঞ্চে কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। ক্ষতি করার বদনেশায় ধরেছে কাউকে। জানেন কিছু?'

অবাক মনে হলো ট্রুপারকে। 'না। জায়গাটা অনেক দূর। সব খবর সব সময় আসে না।'

বিশ মিনিট পর ক্যাপরক স্টোরের সামনে এসে থামলো গাড়ি। ট্রুপারকে ধন্যবাদ দিয়ে নামলো দুই ভাই।

'র‍্যাঞ্চে ফোন করবো,' স্টোরের দিকে পা বাড়ালো রেজা। পয়সা দিলে ওখান থেকে ফোন করা যায়। 'কেউ এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।'

'চল। গলাটাও ভিজিয়ে নেয়া দরকার। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

যেমনটি হবে আশা করেছিলো সুজা, ঠিক তেমনই হলো পুরনো স্টোরের ভেতরটা। ছোট্ট ঘর। সামনের ধুলো-ধূসরিত একমাত্র কাঁচের জানালা দিয়ে আলো আসার ব্যবস্থা। তক্তা আর প্লাইউড দিয়ে আনাড়ি হাতে তৈরি শেলফ সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ওগুলোতে বোঝাই নানারকম টিন, বাক্স।

অনেকগুলোর গায়ের লেবেলের লেখা পড়া যায় না, পুরনো হয়ে মুছে গেছে। কিছু তাকে রয়েছে পেরেক, দড়ি, হাতুড়ি–বাটাল আর নানারকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

দরজার ডানে কাঠের একটা লম্বা কাউন্টার। ওটার পেছনে কাঁচের দরজার ওপাশে ক্যাপরকের পোস্ট অফিস। স্টোরের এককোণে একটা আদিম সোডা মেশিন, বোতল লাগানো রয়েছে। কয়েকটা খুচরো পয়সা মেশিনের কোটরে ফেলে দিয়ে দুটো বোতল খুলে নিলো সুজা। ছিপি খুললো।

'আংকেল আসছেন,' ফোন রেখে দিয়ে রেজা জানালো।

তাকে একটা বোতল দিলো সুজা।

'তোমরাই বেড়াতে এসেছো কারসনের বাড়িতে?' কাউন্টারের আড়ালে আবছা অন্ধকার থেকে শোনা গেল কণ্ঠটা। শাদা হয়ে গেছে মাথার সমস্ত চুল। স্টোরে ঢোকার পর থেকেই লোকটাকে দেখেও না দেখার ভান করেছে সুজা, অস্বস্তি লেগেছে বলে। কেন লেগেছে এরকম, বলতে পারবে না। লোকটার দৃষ্টিই বোধহয় এর কারণ। 'হ্যাঁ,' জবাব দিলো সে। 'তুফানে আমাদের ট্রাক উড়ে গেছে। কপাল ভালো একটা পেট্রোলকার পেয়েছিলাম। ট্রুপার আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল।'

কোণাকুণি খাড়া হয়ে গেল লোকটার ভুরু। 'কপাল সত্যিই ভালো।'

'হ্যাঁ,' তার সাথে একমত হলো রেজা। 'আচ্ছা, এখানকার এক বুড়োকে চেনেন? নেটিভ আমেরিকান, মাথায় ধূসর চুল।

একটা খড়ের ব্যাগ বয়ে বেড়ায়।'

'চিনি। ফ্র্যাঙ্ক মারকি। আমি যখন এসেছিলাম, তখনও ছিলো। এখনও আছে। কম দিনের কথা?' হিসেব করে বললো লোকটা, 'তা চল্লিশ বছর তো হবেই।'

'কোথায় থাকে?'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো বুড়ো। 'যখন যেখানে খুশি। তবে বেশির ভাগ সময়ই থাকে ক্যাপরকের নিচে একটা ঝুপড়িতে। কেন? দেখা হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে,' সুজা বললো। 'বাস্তুভিটায় রাতে থাকতে গিয়েছিলাম। ওই যে, পাহাড়ের ওপর একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি আছে না···কাল রাতে হঠাৎ এসে হাজির। এক আজব গপ্প শোনালো। চাঁদের চারপাশে আঙটি থাকলে নাকি বিপদ আসে।'

'হুঁ, মারকিকেই দেখেছো,' মাথা দোলালো বুড়ো। 'নিশ্চয় কোম্যাঞ্চেরোদের খুনের গল্প শুনিয়েছে। মিথ্যে বলেনি। প্রায় একশো বছর আগে ক্যাপরকের এক কেবিনে হামলা চালিয়েছিলো খুনীগুলো। যাকে যাকে দেখেছে কাউকে ছাড়েনি। তারপর কেবিনটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে চলে গেছে।'

'কোম্যাঞ্চেরোরা সবাই নিশ্চয় নেটিভ আমেরিকান নয়, কি বলেন?' রেজা জানতে চাইলো। 'আমার ধারণা, ওদের কিছু লোক মেকসিকান, বাকিরা শ্বেতাঙ্গ চোর-ডাকাত। তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকালো বুড়ো। 'হোকগে। এখন আমাদের কি? একজন ছাড়া সবাই মরেছিলো সেরাতে। সেই একজনও মরে

গেছে বহু বছর আগে।'

'বিপদের কথা বলেছে মারকি,' তথ্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে বললো সুজা। 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

হেসে উঠলো দোকানদার। 'ও ওরকমই। নতুন কাউকে পেলেই ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।' দাঁত বের করে হাসলো বুড়ো। ঝিক করে উঠলো সোনায় বাঁধানো একটা দাঁত। 'ও চায়, ভয় পেয়ে পোঁটলা-পাটলি গুছিয়ে সবাই কেটে পড়ি আমরা এখান থেকে। তখন তার জাতের লোকেরা এসে বাস করবে এখানে, পবিত্র তীর্থস্থান গড়ে তুলবে।'

'পবিত্র?' কৌতূহল জাগলো রেজার। 'শব্দটা কাল রাতে তার মুখেও শুনেছি। কোন গোত্রের লোক সে?'

দ্বিধা করলো বুড়ো। 'ঠিক বলতে পারবো না। তবে যা মনে হয়, কিওয়া। শুনেছি, যেখানে খুনগুলো হয়েছিলো, সেই জায়গাটার কাছেই ওদের পবিত্রভূমি।'

বাইরে একটা ট্রাক থামার শব্দ হলো। ভেতরে ঢুকলেন কারসন। 'আফটারনুন, হ্যাম।' বুড়োকে বলে ছেলেদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'এই, তোমরা কেমন আছো?'

'ভালো,' রেজা জানালো। 'তবে আপনার ট্রাকের অবস্থা ভালো না। শেষ।'

ফেরার পথে জানালো দুই ভাই, কি করে টর্নেডোর কবলে পড়েছিলো, কিভাবে রক্ষা পেয়েছে। আর্মস্টঙে যে সুবিধে করতে পারেনি, সেকথাও বললো। কারসন জানালেন, তিনি আর বিলিও

সুবিধে করতে পারেননি। সারাটা দিন ঘুরে মরেছেন পুকুরগুলোর আশেপাশে। পলের চিহ্নও খুঁজে পাননি।

'আজ রাতেও বাস্তুভিটায় থাকবো,' র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি আসতে রেজা বললো। 'হয়তো আজও আসতে পারে মারকি।'

মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'ভালোই হবে। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে তাহলে।'

'কেন?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলো সুজা। 'সে কিছু জানে ভাবছেন?'

'না, তা ভাবছি না,' আমতা আমতা করে বললেন কারসন। 'তবে এখানে যা যা ঘটে, কোনো কিছুই বুড়োটার চোখ এড়ায় না কিনা। হয়তো পলের ব্যাপারেও সব জানে, সব দেখেছে। যদি ভাবে করা দরকার, তাহলে মুহূর্তে সব রহস্যের কিনারা করে দিতে পারে।'

ডিনার শেষ করে আবার বাস্তুভিটায় ফিরে এলো রেজা-সুজা। বেশ জোরে বাতাস বইছে। তাপমাত্রা নেমে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে মরুর এই রাতে।

'ওটা জ্বালানোর চেষ্টা করবো?' পুরনো স্টোভটা দেখিয়ে বললো সুজা। মিসেস কারসন এক ফ্লাস্ক গরম কফি বানিয়ে দিয়েছেন ওদেরকে, সকালের জন্যে, সেটা টেবিলে রেখেছে সে।

লণ্ঠন ধরিয়েছে রেজা। বললো, 'বাতির আলোই চোখে পড়বে মারকির। স্টোভ জ্বেলে আর ধোঁয়ার সঙ্কেত দিয়ে কাজ নেই।'

তবু, গিয়ে স্টোভের ভারি গোল ঢাকনাটা তুললো সুজা।

'একেবারে তৈরি করেই রেখে গেছে কেউ। ম্যাচটা দাও। সঙ্কেত দিতে নয়, ঘর গরম করার জন্যে জ্বালবো।'

দেশলাইর বাক্সটা ছুঁড়ে দিলো রেজা। একটা কাঠি জ্বেলে স্টোভে রাখা কাঠের টুকরোর নিচের কাগজে ধরিয়ে দিলো সুজা। ধীরে ধীরে বাড়ছে আগুন, সেদিকে তাকিয়ে বললো সে, 'অবাক কাণ্ড!'

'কী?' ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো রেজা।

'কাঁচা কাঠ ধরালে যেরকম আওয়াজ হয় সেরকম হচ্ছে, অথচ জ্বলছে শুকনো কাঠের মতোই। একটু ধোঁয়াও নেই।'

আগুন খোঁচানোর শিক দিয়ে ওপরের কয়েকটা কাঠ সরালো রেজা। বেরিয়ে পড়লো মোটা সলতে, চিড়চিড় করেছে ওটাই।

লাফিয়ে সরে এলো রেজা। চিৎকার করে বললো, 'জলদি সরে আয়! ফিউজ জ্বলছে! ডিনামাইট!'

ছয়

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ফ্লাস্কটাই থাবা মেরে তুলে নিলো সুজা, আগুনে কফি ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেলতে চায়।

তার হাত চেপে ধরলো রেজা। 'পাগল হয়েছিস?' সুজাকে টেনে নিয়ে দৌড় দিলো দরজার দিকে। লাফিয়ে বেরোলো দু'জনে চত্বরে। মাথা নিচু করে ছুটলো। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর একটা ধাতব গামলার কাছে এসে ডাইভ দিয়ে পড়লো মাটিতে।

পড়ার সময় কাঁধে আর মাথায় আঘাত লেগে ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারালো সুজা। হুঁশ ফিরলে দেখলো, তাকে ঝাঁকাচ্ছে রেজা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলেছে, 'সুজা! এই সুজা! সুজা! ঠিক আছিস তুই? ঠিক আছিস...'

মুখ গুঁজে পড়েছিলো সুজা। মুখে মাটি ঢুকে গেছে, কানের ভেতরে অদ্ভুত ঝিনঝিনে শব্দ। মাথার একপাশে ব্যথা। ডান কাঁধে মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে কেউ, নড়তে গেলেই খচ

করে লাগে। বাঁ হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে বসলো সে। দেখলো বাস্তুভিটার সিডার কাঠের বেড়াগুলো জ্বলছে, আগুনের ফুলকিগুলো রাতের আকাশে অসংখ্য জোনাকি হয়ে উড়ছে যেন। আনমনে মাথা নেড়ে হো হো করে হেসে উঠলো সে।

'কি হয়েছে? হাসছিস কেন?'

'না, এমনি,' দাঁতে দাঁত চাপলো সুজা। হাসতে গিয়ে ব্যথা লেগেছে কাঁধে। 'ভাবছি, বেঁচে তো আছি।'

'তা ঠিক,' ফিসফিস করে বললো রেজা। 'শুয়ে পড়। ওই খেলাটা যে খেলেছে সে নিশ্চয় কাছেপিঠেই রয়েছে। দেখতে আসতে পারে।'

'দেখবে আর কি? একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।' চাঁদের আলোয় তাকিয়ে রয়েছে সুজা। একটু আগেও যেখানে কেবিনটা ছিলো, এখন সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। বেড়া আর মেঝের কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়েছে চত্বরে।

'ভাগ্যিস স্টোভের লোহার টুকরো এসে গায়ে লাগেনি,' রেজা বললো। 'শেলের মতো বিঁধতো তাহলে।'

'স্টোভটা ফেটে যাওয়ায় আগুনও নিভে গেছে। নইলে দাবানল লেগে যেতে পারতো। যা শুকিয়ে আছে ঝোপঝাড়গুলো।'

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে দেখছে ওরা ক্যাপরকের মাথার ওপর চড়ছে বাঁকা চাঁদ। বাতাসে দুলছে মেসকিট ঝাড়, নুয়ে নুয়ে পড়ছে, শাদা মাটিতে নানারকম সচল ছায়া সৃষ্টি করে ধোঁকা দিচ্ছে ওদের চোখে। মনে হয় যেন মানুষ নড়ছে।

অবশেষে রেজা ভাবলো, কেউ যদি লুকিয়ে থেকেই থাকে তাকে বের করে আনা দরকার। পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো পরিত্যক্ত উইণ্ডমিলের পাশের একটা পুরনো স্টোরেজ ট্যাংকে। একটা ফাঁপা শব্দ হলো। ব্যস, আর কিছু না।

'নেই বোধহয়,' ফিসফিসিয়ে বললো রেজা। 'চল, ট্রাকে উঠে পালাই।'

কাঁধের ব্যথা উপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো সুজা। বললো, 'ওটাতেই বোমা বসিয়ে রাখেনি তো?'

রেজা হেসে বললো, 'ভয় দেখাচ্ছিস?'

'না, সাবধান হতে চাইছি। জ্বালানোর আগে স্টোভের ভেতরটা ভালোমতো দেখে নিলে...'

'বেশ তো। চালানোর আগে এবার ভালোমতো দেখে নেবো।'

ক্রল করে পিকআপের কাছে চলে এলো ওরা। খুব সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলো চাকা, সীটের পেছনে, নিচে, এঞ্জিনের আশেপাশে।

'মনে হয় নেই,' সুজা বললো। 'চান্স একটা নেয়া যায়, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'যায়। এখানে থাকা উচিত না আর। সকাল পর্যন্ত বসে থাকলে আবার কোন বিপদে পড়ি।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বলো সুজা। রেজা বসলো তার পাশে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে, লম্বা দম নিয়ে, আস্তে মোচড় দিলো সে। দিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কিন্তু বোমা ফাটলো না, তার বদলে গর্জে উঠলো এঞ্জিন। পরক্ষণেই ঢাল বেয়ে এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকি খেতে খেতে নিচে নেমে চললো গাড়ি। টায়ারের নিচে খড়খড় করছে পাথর। দু'ধারে মেসকিট ঝাড়ে ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

উপত্যকায় পৌঁছে কাঁচা সড়কে উঠলো পিকআপ। হেডলাইট জ্বাললো সুজা। গতি বাড়ালো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে চায় র‍্যাঞ্চহাউসে। কিন্তু শত্রুর দেখা মিললো না। নির্জন পথ। শুধু একবার একটা অ্যান্টিলোপ হরিণ আলোর সামনে দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল একপাশ থেকে আরেকপাশে।

গাড়ি র‍্যাঞ্চে ঢুকতেই ঘেউ ঘেউ শব্দে পাড়া মাথায় করে ছুটে এলো ন্যাপার। সুজা এঞ্জিন বন্ধ করতে করতেই অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠলো র‍্যাঞ্চহাউসের এখানে সেখানে।

সদর দরজায় উঁকি দিলেন কারসন। 'কি ব্যাপার?'

'বাজি পোড়ানোর শখ হয়েছিলো জানি কোন ব্যাটার,' কঠিন কণ্ঠে বললো সুজা। 'বাস্তুভিটাটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

সব শুনে কারসন বললেন, 'র‍্যাঞ্চে নিরাপদেই ঘুমোতে পারবে। ন্যাপের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে তোমাদের ক্ষতি করতে আসতে পারবে না কেউ।'

'হ্যাঁ, ঘুম দরকার আজকের রাতে,' মাথা দোলালো রেজা। 'কাল অনেক কাজ। সকালে উঠেই আর্মস্টঙে যাবো, আলটালাইটের তার আনতে। তারপর খুঁজতে বেরোবো বেন ফ্রেনটিসকে। জিজ্ঞেস করবো, ডিনামাইট নিয়ে খেলতে ওর

কতোটা ভালো লাগে।'

পরদিন সকালেও সুজার কাঁধের ব্যথা পুরোপুরি সারলো না। তবে এছাড়া আর কোনো অসুবিধে নেই। সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে, ফলে আর্মস্ট্রঙে রওনা হতেও দেরি হয়ে গেল। সেই জায়গাটা পেরিয়ে এলো ওরা, যেখান থেকে টর্নেডো ওদের ট্রাক উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

'বীমা করা না থাকলে অনেকগুলো টাকা গচ্চা যেতো আংকেলের,' দোমড়ানো ট্রাকটার দিকে চেয়ে থেকে বললো সুজা।

আর্মস্ট্রঙে পৌছে ফোন বুক দেখে বেনের ঠিকানা বের করলো রেজা। স্কোয়্যারের কাছ থেকে দুই ব্লক দূরে একটা পুরনো বাড়িতে থাকে সে।

'এখন তো থাকার কথা না,' বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে বললো রেজা, 'যদি কাজে গিয়ে থাকে। ওকে না পেলে পড়শীদের কাছে খোঁজ নেবো। ওর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।'

দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে শোনা গেল কড়া কণ্ঠ, 'এই, কে?'

'মিস্টার ফ্রেনটিস?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞাস করলো রেজা।

'ভাগো! আমি এখন টাকা দিতে পারবো না। একটা কানাকড়িও নেই।'

'আমরা বিল নিতে আসিনি, মিস্টার ফ্রেনটিস। আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'আমার সাহায্য?' সন্দেহ ফুটলো ফ্রেনটিসের কণ্ঠে। 'আমারই তো এখন সাহায্য দরকার।...আচ্ছা, দাঁড়াও।'

খুলে গেল দরজা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে লোকটা। কতোদিন দাড়ি কামায়নি কে জানে। বেশ গোলগাল একখান ভুঁড়ি। বগলের নিচে ক্রাচ। প্যান্টের ডান পা-টা ছেঁড়া, পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত প্ল্যাস্টার করা। 'হ্যাঁ, বলে ফেলো। তাড়াতাড়ি করবে।'

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো রেজা-সুজা। বাস্তুভিটায় গিয়ে বোমা পেতে রেখে আসার মতো অবস্থা নয় বেনের।

সামান্য দ্বিধা করে রেজা বললো, 'শুনেছি কারসন র‍্যাঙ্কে চাকরি করতেন আপনি।'

'করতাম। তাতে কি?' খেঁকিয়ে উঠলো বেন।

'ওখানে কিছু গোলমাল হচ্ছে,' সুজা বললো। 'তথ্য জানতে চাই।'

ওদের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো বেন। চেঁচিয়ে বললো, 'আমি কিচ্ছু বলবো না!'

'পল ব্যানউড নিখোঁজ হয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বললো রেজা, আশা, বন্ধুর কথা শুনে যদি নরম হয় লোকটা।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর ফাঁক হলো দরজা। 'পলের কি হয়েছে?'

'দুই রাত আগে গায়েব হয়ে গেছে।'

আবার পুরো খুলে গেল দরজা। 'ভেতরে এসো।' খুদে একটা লিভিংরুমে ছেলেদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বেন। অসংখ্য বীয়ারের খালি ক্যান পড়ে রয়েছে এখানে সেখানে। নড়বড়ে একটা চেয়ারের ওপর আর পাশে গাদা হয়ে আছে পুরনো খবরের কাগজ। চেয়ারে কাগজগুলোর ওপরই বসে পড়লো সে। 'কারসনটা আস্ত পাজী। তবে পল ছেলেটা ভালো।'

প্ল্যাস্টারের দিকে তাকিয়ে রেজা জিজ্ঞেস করলো, 'পা ভাঙলেন কবে?'

'গত হপ্তায়। একটা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে বেমক্কা পড়লাম বেড়ার ওপর। কিছুদিনের জন্যে গেলাম ঘর-বসা হয়ে।' ভ্রূকুটি করলো সে। 'পল কবে নিখোঁজ হয়েছে বললে?'

'রোববার রাতে। বাস্তুভিটায় আলো দেখে কৌতূহল হয়, দেখতে গিয়েছিলো। আর ফেরেনি। ভাবছি, পুকুর পাড়ে গরু মরার সাথে তার নিরুদ্দেশের কোনো যোগ আছে কিনা।' বেনের চোখে চোখে তাকালো রেজা। 'গরু মরার খবর শুনেছেন?'

'শুনেছি। ভালো ভালো গরুগুলো মরে যাচ্ছে, খারাপই বলতে হবে।' বাঁকা হাসি হাসলো বেন। 'কারসনের ওপর চটে গেছে আরকি কেউ।'

'কে, আন্দাজ করতে পারেন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

দাড়ি চুলকালো বেন। 'নাহ্! বলাটা বোধহয় উচিত না, আমার আন্দাজ ঠিক না-ও হতে পারে। ভাবছি, ওই নেটিভ আমেরিকানটা না তো?' শুকনো হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে।

'লোকে বলে, বুড়োটা নাকি জাদু জানে। হয়তো জাদু করেই পানিকে লবণ বানিয়ে ফেলেছে।'

'লোকটাকে কেমন লাগলো?' জিজ্ঞেস করলো রেজা। বেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটা ছোট মেকসিকান রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে দু'জনে। কিছু খাওয়ার জন্যে। বসেছে একটা আবছা অন্ধকার কোণে।

'ভালো না,' স্যাণ্ডউইচে কামড় বসালো সুজা। 'তবে ওকে সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দিতে চাইছি। ও বোধহয় এসব করেনি। কারসনের কথা উঠলেই কেমন রেগে যাচ্ছিলো দেখলে। ও এসব করে থাকলে রাগতো না, রেখেঢেকে কথা বলতো।'

'তা ঠিক,' একমত হলো রেজা। 'পায়ের যা অবস্থা, একা তো চলতেই পারে না। সাহায্য করার জন্যে যে কাউকে ভাড়া করবে সে টাকাও নেই। তেমন কোনো পরম বন্ধু আছে বলেও মনে হয় না।'

'আরে!' রেজার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সুজা।

কি দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দেখার জন্যে ঘুরলো রেজা। ফিক করে হাসলো। আগেই বোঝা উচিত ছিলো-মেয়ে। সুন্দরী, ওদেরই বয়েসী। পরনে জীনস, পায়ে হাইকিং বুট, লম্বা কালো চুল কোমরের ওয়েস্টার্ন বেল্ট ছুঁই ছুঁই করছে। রোদে পোড়া চেহারা আর সহজ হাঁটাচলা দেখেই অনুমান করে নেয়া যায়, ঘরে বসে থাকার মেয়ে নয়।

'হাই, জুলি,' কাউন্টারের ওপাশ থেকে ডাক দিলো

ম্যানেজার।

'হে, ডজ,' লোকটাকে একটা চমৎকার হাসি উপহার দিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে বসলো মেয়েটা। এক মগ কফি ঠেলে দিলো তার দিকে ম্যানেজার। টেনে নিয়ে জুলি বললো, 'বালির পাহাড়টায় গিয়েছিলাম, নমুনা জোগাড় করতে।'

হঠাৎ উঠে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালো সুজা। 'মাপ করবেন,' তার সব চেয়ে মধুর হাসিটা উপহার দিলো। 'বালির পাহাড় বললেন। ক্যাপরকের কাছে যে, ওটা?'

ফিরে তাকালো মেয়েটা। 'হ্যাঁ।'

রেজা দেখছে, মেয়েটার চোখে 'কে–তুমি–বাপু?' দৃষ্টি। মুচকে হাসলো সে। ওই দৃষ্টি থাকবে না বেশিক্ষণ, সুজার কবলে পড়েছে।

'আমি সুজা মুরাদ,' বলে কোণের টেবিলের দিকে হাত তুললো। 'আর ও আমার বড় ভাই রেজা। কারসন র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এসেছি আমরা। আমাদের স্টাইলে কিছু কিছু নমুনা আমরাও জোগাড়ের চেষ্টা করছি।' হাসলো সে। 'আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

সুজার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্দেহ দূর হয়ে গেল মেয়েটার চোখ থেকে। কালো চোখের তারা এখন চকচকে। টুল থেকে উঠে কফির মগটা তুলে নিলো। 'ও, তোমরাই তাহলে সেই দু'জন, যারা এসেই শহরের লোককে নানা রকম প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছো, টর্নেডোর কবলে পড়ে ট্রাক নষ্ট করেছো।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'আমি জুলিয়া মারটিংগেল,' হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা। তারপর এগোলো রেজার সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে।

মেয়েটা তুমি করে বলছে, কাজেই ওদেরও বলতে আপত্তি নেই। রেজা জিজ্ঞেস করলো, 'কি করে বুঝলে আমরা কে?'

টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসলো জুলি। লম্বা চুলের বোঝা নেচে উঠলো পিঠে। 'তোমরা নতুন লোক,' হাসলো সে। 'তরুণ। হ্যাণ্ডসাম। এরকম একটা খবর এসব শহরে তুফানের বেগে ছড়াবে, এতে অবাক হওয়ার কি আছে।' মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো জুলি, হাসি কমে এলো। 'তা পলের খবর কি?'

মাথা নাড়লো সুজা। 'কোনো খবর নেই।'

'চেনো নাকি ওকে?' জানতে চাইলো রেজা।

'নিশ্চয়ই। একসাথে হাই ইস্কুলে পড়েছি আমরা,' জুলি বললো। 'তারপর র‍্যাঞ্চের কাজে ঢুকে গেল সে, আমি চলে গেলাম ইস্টার্ন নিউ মেকসিকো ইনিভারসিটিতে।' চুপ থাকলো এক মুহূত। 'ভূগোল পড়ছি। সেই সাথে নৃবিজ্ঞানের চর্চাও করছি খানিকটা।'

আবার এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাসলো জুলি। 'এখানকার নেটিভ আমেরিকানদের ব্যাপারে সব সময়ই একটা কৌতূহল আছে আমার। এবারের গরমের ছুটিতে বেশ আনন্দেই আছি আমি। বি এল এম একটা কাজ দিয়েছে আমাকে। মাটির নিচে পানির লেভেল সার্ভে করতে এসেছে ওরা।'

'বি এল এম?' রেজার চোখে প্রশ্ন।

'ব্যুরো অভ ল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট।' এক এক করে দুই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো জুলি। 'এখানে সরকারী জমি দেখাশোনার ভার ওদের ওপরই।'

পরের আধঘন্টা প্রায় নাগাড়ে কথা বলে গেল জুলি। কারসন র‍্যাঞ্চের আশপাশের এলাকা যে তার পরিচিত শুধু তা-ই নয়, এখানকার ইতিহাসও তার জানা। পুরো এলাকায় এখন পরিস্থিতি কেমন, কি কি ঘটছে, সব মুখস্থ।

'কাল রাতে শহরে নাচের ব্যবস্থা করেছে দেখতে পাচ্ছি,' দেয়ালে সাঁটানো একটা পোস্টার দেখিয়ে বললো সুজা।

'যাওয়ার ইচ্ছে আছে মনে হয়,' হেসে উঠলো জুলি। 'তোমার মতো কাউকে নাচের সঙ্গী হিসেবে পেলে মন্দ হয় না।'

'ধরো পেয়ে গেছো।'

'তোর ক্ষমতা দেখলে না মাঝে মাঝে অবাক লাগে, সুজা,' রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে রেজা বললো।

'মানে?'

'ঠিকই বুঝতে পারছিস,' তর্জনী দিয়ে ভাইয়ের পেটে খোঁচা মারলো রেজা। 'মেয়েটাকে কয়েক মিনিটেই পটিয়ে ফেললি। আমার তো বিশ্বাস, এই শহরে জুলির মতো সুন্দরী আর নেই। তার ওপর তথ্যের ডিপো। ভালোই হলো আমাদের জন্যে।' আড়চোখে সুজার দিকে তাকালো রেজা। 'সত্যি সত্যি নাচবি নাকি?'

হেসে ফেললো সুজা। 'কেন, সন্দেহ আছে?'

পিকআপের কাছে পৌঁছে ড্রাইভারের পাশের দরজার দিকে এগোলো সে, রেজা গেল আরেক পাশে।

হাতলের দিকে হাত বাড়ালো সুজা। 'আশ্চর্য! জানালাটা খোলা রেখে গিয়েছিলাম নাকি?'

'সুজাআ!' চিৎকার করে বললো রেজা। 'খবরদার, হ্যাণ্ডেলে হাত দিস না! সরা, সরা!'

হাত সরিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সুজা। হাতলের ভেতরের অংশ থেকে সরু একটা হলদে তার চলে গেছে স্টীয়ারিং হুইলের নিচে, একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে।

'ব্যাগের মধ্যে বোমা!' বিড়বিড় করলো সুজা।

'দাঁড়া, ফিউজটা নষ্ট করে দিচ্ছি,' বলে হাত বাড়ালো রেজা। সাবধানে চেপে ধরলো তার পাশের দরজার হাতল।

এই সময় সুজার চোখে পড়লো ওটা। তার একটা নয়, দুটো। আরেকটা একই রকম হলদে তার ওদিকের হাতল থেকেও এসে ঢুকেছে ব্যাগের ভেতর। রেজা দরজা খুললেই ফাটবে বোমা!

সাত

'দাদাআ! খুলো না!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। পারলে পিকআপের ছাতের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ভাইকে থামায়।

যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে, এমনিভাবে ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিলো রেজা। 'দু'দিক থেকেই শয়তানী করে রেখে গেছে!'

'করবেই তো। সে কি আর জানে কোন পাশের দরজা আগে খুলবো আমরা?'

খোলা জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিলো রেজা। সাবধান রইলো যাতে কোনোমতেই ফ্রেমের সাথে না লাগে। দরজা আর সীটের মাঝের একটা খাঁজে বসানো রয়েছে একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ, আধ-খোলা। দুটো তারের মাথা এমনভাবে লাগিয়েছে, যাতে ফাঁদটা বন্ধ হলেই মাথা দুটো পরস্পরের সাথে লেগে যায়। যে কোনো দিক থেকেই হোক, টান দিয়ে দরজা খুললেই বন্ধ হয়ে যাবে ফাঁদ। বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা করবে।

'সহজ সুইচ, কিন্তু কাজ হবেই,' রেজা বিড়বিড় করলো। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পেয়ে গেল যা খুঁজছিলো। স্যাণ্ডউইচের একটা ফেলে দেয়া মলাটের বাক্স। সেটা তুলে এনে সুজাকে বললো, 'সরে যা। অন্তত বিশ কদম যাবি। দানবটাকে অকেজো করে দিচ্ছি আমি।'

সুজা নিরাপদ জায়গায় সরে যেতেই লম্বা দম নিলো রেজা। হাত সহ আবার মাথা ঢুকিয়ে দিলো জানালা দিয়ে। ফাঁদের দুই সারি দাঁতের মাঝে বাক্সের একটা ছেঁড়া টুকরো গুঁজে দিয়ে, সাবধানে দু'দিক থেকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিলো ফাঁদটা। মলাটের জন্যে মিলিত হতে পারলো না খোলা তারের মাথা, সুইচিং হলো না, বোমাও ফাটলো না।

তার পাশের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রেজা। ড্রাইভারের পাশের দরজা আর সীটের মাঝের খাঁজেও একই রকম একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ। একইভাবে ওটাকেও বন্ধ করলো। দরদর করে ঘামছে। যতোটা না গরমে, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সুজাকে ডাকলো, 'হয়েছে। আসতে পারিস। আমি ব্যাগ খুলছি।'

'যদি ওটাতেও ফাঁদ থাকে?'

'মনে হয় না আছে। ফাটবে কিভাবে? দরজার সঙ্গে তার লাগিয়েছিলো, যাতে টান লেগে ইঁদুরের কল বন্ধ হয়ে যায়।'

তবু সতর্ক রইলো রেজা। খুললো ব্যাগটা। ভেতরে চারটে টর্চের ব্যাটারি আর সাতটা ডিনামাইটের স্টিক সুন্দর করে বাঁধা।

ব্যাটারিগুলো রয়েছে একটা প্ল্যাস্টিকের ছোট বাক্সে। পজেটিভ সাইড থেকে একটা তার বেরিয়েছে, নেগেটিভ সাইড থেকে একটা। সংযোগ করে দেয়া হয়েছে স্টিকগুলোর সঙ্গে। আস্তে করে জিনিসগুলো বের করে আনলো সে। তারের সংযোগ দেখলো। তারপর একটানে ছিঁড়ে ফেললো একটা তার। ডিনামাইটের বাণ্ডিল খুলতে বেরোলো ছোট একটা ধাতব সিলিণ্ডার।

'ব্যস, হয়ে গেল,' বোমা আর ব্যাটারি আলাদা করে রাখতে রাখতে বললো রেজা। 'পরিষ্কার।'

'আরও আছে কিনা আল্লাহই জানে,' সন্দেহ যাচ্ছে না সুজার।

ভালোমতো খুঁজে দেখা হলো গাড়ির ভেতর। আর বোমা পাওয়া গেল না।

'নাহ্, নেই,' ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে বললো সুজা। 'এবার যাওয়া দরকার। আলট্রালাইটের তারের কথা ভুলে গেছো?'

'না, ভুলিনি।'

'কি ভাবছো?'

'একটা কথা।'

'কি কথা?' ভুরু তুললো সুজা।

'ভাবছি, তোর নতুন বান্ধবী জুলিয়া মারটিংগেলের কথা। সত্যিই ওর নাচের ইচ্ছে আছে তোর সঙ্গে?'

কয়েক ঘন্টা ধরে অনেক জায়গায় খুঁজে বেড়ালো ওরা। আলট্রালাইটের নিয়ন্ত্রণ আবার ঠিক করা যায়, এরকম একটা

স্টেইনলেস স্টীলের তার পেলো না কোথাও। শেষে বাধ্য হয়ে বিমানটার প্রস্তুতকারীদের ফোন করতে চললো রেজা।

'স্কাই স্টীক অ্যাভিয়েশন,' লাইনের ওপাশ থেকে বললো একটা নারী-কণ্ঠ।

'আমার নাম রেজা মুরাদ। সেদিন স্কাই স্টীকের ওয়ান জিরো সেভেন মেশিনটা ওড়াচ্ছিলাম। আকাশে থাকতেই হঠাৎ হালের তারটা ছিঁড়ে গেল। এখন আরেকটা...'

তাকে কথা শেষ করতে দিলো না মেয়েটা। 'ইমপসিবল! আমাদের আলট্রালাইটের হালের তার কখনও ছেঁড়ে না। অন্তত যেভাবে বলছেন ওভাবে তো নয়ই।'

'কিন্তু ছিঁড়লো তো! আরেকটা তার দরকার আমার। নইলে উড়তে পারছি না।'

লাইনের ওপাশে আলোচনা চললো প্রায় আধ মিনিট। তারপর আবার ফোনে কথা বললো মেয়েটা। 'গ্যারান্টি দেয়া আছে আমাদের, অসুবিধে নেই। রাতের এক্সপ্রেসেই আরেকটা নতুন তার পাঠাচ্ছি।' দ্বিধা করলো মেয়েটা। 'একটা কাজ করতে পারেন? ছেঁড়া তারটা পাঠিয়ে দিতে পারবেন, প্লীজ? আমাদের এঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করে দেখতে চান। তিনি খুব অবাক হয়েছেন।'

'ঠিক আছে। আর্মস্ট্রঙের প্যাকেজ ডিপো থেকে নতুন তারটা নিয়ে নেবো আমি, পুরনোটা পাঠিয়ে দেবো।'

শেষ বিকেলে কারসন র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হতে পারলো আবার ছেলেরা। ফেরার পথে ক্যাপরক স্টোরের কাছে থামলো

সোডা খাওয়ার জন্যে।

'এসেছো, খুশি হলাম,' ওদেরকে স্বাগত জানালো শাদা-চুল বুড়ো। 'তোমাদের জন্যে খবর আছে।'

'কি খবর?' প্রায় একসাথে বলে উঠলো রেজা-সুজা। আবার কোনো অঘটন নয় তো?

'একটু আগে মারকি এসেছিলো তোমাদের খুঁজতে।'

'কি চায়?' রেজা জানতে চাইলো।

'ওর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বলেছে। খুব নাকি জরুরী।'

সরু হয়ে এলো সুজার চোখের পাতা। 'কিভাবে যাবো?'

'ক্যাপরকের গোড়ায় গিয়ে একটা পুরনো সার্ভে রোড পাবে। ওই রাস্তায় নেমে দক্ষিণে যাবে আধ মাইল। পুরনো বাড়িঘরের একটা ধ্বংসস্তূপ পাবে। ওখানেই মারকির ঝুপড়ি।'

রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

ক্যাপরকের পাদদেশে যেখানে হাইওয়েটা সবে শুরু হয়েছে, একটা কাঁচা রাস্তা দেখা গেল তার কাছে। দু'ধারে মেসকিটের ঝাড়। দেখে মনে হয় সারাটা গ্রীষ্মকাল ওপথে কোনো গাড়ি চলেনি।

'এই রাস্তাই,' রেজা বললো।

কাঁচা পথটায় গাড়ি নামালো সুজা। আধ মাইল পেরোনোর আগেই ওদের বাঁয়ে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল। ঢালু ঢাল হঠাৎ খাড়া হয়ে গেল। রুক্ষ চূড়াটা অনেক উঁচুতে। রাস্তাটা চলে গেছে ঢালের গোড়া দিয়ে, এতো সরু, একটা গাড়ি কোনোমতে

চলতে পারে।

'রাস্তা বটে,' বলেই শাঁই করে স্টীয়ারিং ঘোরালো সুজা, বড় একটা পাথর এড়ানোর জন্যে। দেখে মনে হয় গড়িয়ে পথে পড়ার জন্যে তৈরিই হয়ে আছে ওটা।

হেসে রেজা বললো, 'যা এলাকা। মারকির সাথে দেখা করতে বেশি লোক আসে না নিশ্চয়।' সামনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো। 'ধুলো দেখছিস? মেঘের মতো উড়ছে। কোত্থেকে আসছে?'

সুজাও দেখতে পেয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আরেকটা ঘূর্ণিঝড়? না। ধুলোর ভেতরে বিশাল ট্রাকের নাকটা অস্পষ্ট চোখে পড়লো।

সোজা এগিয়ে আসছে ট্রাকটা।

আট

যতোটা সম্ভব ডানে কাটলো সুজা। সড়সড় করে পিকআপের শরীরে বাড়ি মারছে ঝোপঝাড়, ছালচামড়া তুলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। দুটো চাকা রাস্তা থেকে পড়ে গেল। ভীষণ ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে গাড়ি। স্টীয়ারিং সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

পিকআপের প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে শুধু ধুলোর মেঘ চোখে পড়লো সুজার। 'দৈত্য!' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো সুজা।

'ম্যাক ট্রাক। ট্রেলারও দেখলাম,' রেজা বললো।

'এরকম গাড়িতে করে এনেই লবণ ফেলেনি তো?'

'অসম্ভব না। বুঝলি, ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগলো না আমার কাছে। যেন আমাদের অপেক্ষায়ই ঘাপটি মেরে বসেছিলো। যেই এলাম, ছুটে এলো ধাক্কা মারতে।'

'পিছু নিই,' বলে আবার পিকআপের এঞ্জিন স্টার্ট দিলো সুজা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রাস্তায় তুলতে পারলো না গাড়িটা। চাকা পড়েছে খাদে। বনবন করে ঘুরছে, আলগা পাথর আর ধুলো ছিটাচ্ছে, কিন্তু মাটিতে কামড় বসাতে না পারায় উঠতে পারছে না।

নেমে গিয়ে দেখলো রেজা। বললো, 'বাদ দে। হবে না। ভালোমতোই আটকেছে।'

আধ ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পর অবশেষে খাদ থেকে চাকা তোলা সম্ভব হলো। আবার ঝাঁকুনি খেতে খেতে কাঁচা পথ ধরে ছুটলো পিকআপ।

হাইওয়ে থেকে নামার পর ঠিক আধমাইলের মাথায় একটা ছোট জলাশয়ের পাশে কুঁড়েটা দেখতে পেলো ওরা। শাদা রঙ করা বেড়া। পুরনো টিনের চাল। সামনের উঠনে এনে গাড়ি রাখলো সুজা। ধুলোবালি পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে উঠনটার। গোটা দুই মুরগী চরছে। মরচে পড়া পুরনো একটা পানির ড্রামের পাশের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা ছাগল। কুঁড়ের দরজা খোলা।

'মারকি?' ডাক দিলো রেজা। 'এই মারকি, আছেন?'

জবাব দিলো শুধু ছাগলটা। কয়েকবার ম্যা ম্যা করে। দরজার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো ওরা। ছোট ঘর। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা চারপায়া, কম্বল বিছানো। এককোণে ছোট তাক।

'খুব পরিষ্কার,' মন্তব্য করলো রেজা।

'হ্যাঁ। আর খুব শান্ত। গির্জার ভেতরে যেমন থাকে, অনেকটা তেমনি।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'মনে হয় এটাই মারকির মন্দির। ভেতরে ঢুকি, কি বলিস?' দ্বিধা করছে সে।

'আমি তো বাধা দেখি না। আমাদের আসতে বলেছে সে, ইচ্ছে করে তো আসিনি।'

ভেতরে ঢুকলো ওরা। তাক বোঝাই মোমবাতি আর হাতে তৈরি বাসন-পেয়ালা। বড় বাটিতে রয়েছে নানারকম শুকনো শেকড়-বাকড়, রঙিন বালি, আর অচেনা পাউডার। নিচের তাকে শাদা ছাগলের চামড়ায় মোড়া একটা পুঁটুলি। ওটার পাশে স্তূপ করে রাখা র‍্যাটল সাপের দাঁত, আর আধডজন লেজ। তাকের পাশে ঝোলানো একটা সাপের চামড়া।

'র‍্যাটলস্নেকের দুশমন নাকি লোকটা?' রেজা বললো।

'কি জানি, ওষুধ-টষুধ বানায় হয়তো। কিংবা ওঝা গোছের কিছু। অনেক নেটিভ আমেরিকানের বিশ্বাস, জন্তুজানোয়ারের আত্মা মানুষকে শক্তি জোগায়, তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।'

'হুঁ, জন্তুজানোয়ার তো আর কাজ পায়নি।' পোঁটলাটা দেখালো সুজা, 'ওটায় কি?'

'মারকির ওষুধের পোঁটলা হবে।'

এগিয়ে গেল সুজা। 'এই দেখ দেখ, এটা কি?'

পোঁটলাটার পেছনে রাখা ছোট একটা পাইন কাঠের তৈরি বোর্ড। বিচিত্র কতগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা। ডান পাশে একটা বৃত্তের ভেতরে আঁকা ইংরেজি 'সি' অক্ষরটা। ওটার সামান্য ওপরে কতগুলো আঁকাবাঁকা রেখা। বাঁয়ে তিনটে বৃত্ত, একটা আরেকটার মাঝে ঢুকে গেছে।

বৃত্ত তিনটে দেখিয়ে সুজা বললো, 'অলিম্পিক খেলার এই চিহ্ন এঁকেছে কেন?'

'অলিম্পিক নয়,' দেখে রেজা বললো। 'ওরটেগার র‍্যাঙ্কের সিমবল। আর বৃত্তের মাঝে যে লিখেছে, সেটা দিয়ে বুঝিয়েছে কারসনের র‍্যাঙ্ক।'

'রেখাগুলো?'

'শব্দের ঢেউয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্নের মতো লাগছে আমার কাছে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লো সুজা। 'মারকি নিশ্চয় একথা বোঝাতে চায়নি। ওই রেখার মানে হলো দুটো র‍্যাঙ্কের মাঝে বিরোধ রয়েছে।'

ভুরু তুললো রেজা। 'তা হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে মারকি অনেক কিছুই জানে। ওর মুখ খোলাতে পারলে কাজ হতো। পেলাম তো না। আমাদের আসতে বলে কোথায় গেল কে জানে। পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো। আয়, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

রাস্তায় বেরোতেই আবার ম্যা ম্যা করে ওদেরকে যেন বিদায়

জানালো ছাগলটা।

মারকির দেখা পাওয়া গেল না। আবার পিকআপে উঠলো ওরা।

ক্যাপরকের ওপরের বাংকহাউসে ফিরে এসে, ফ্রিজ থেকে একটা পিজা বের করে মাইক্রোওয়েভে চড়িয়ে দিলো সুজা। রেজা ফোন নিয়ে ব্যস্ত হলো। সারা দিন যা যা ঘটেছে, কারসনকে জানাবে। সব কথা জানিয়ে শেষে বললো, 'রাতে বাংকহাউসেই থাকবো। কাল অনেক কাজ সারতে হবে।'

'কি কাজ?' রেজা লাইন কেটে দিলে জিজ্ঞেস করলো সুজা। 'আর আংকেলকে ওই সঙ্কেতগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

খাবার টেবিলের সামনে এসে বসলো রেজা। 'বিরক্ত করতে চাইলাম না। ওরটেগার সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্কের কথা তিনি বলতে চান না, সেদিনই বুঝেছি।' পিজায় কামড় বসিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ চিবালো সে। তারপর বললো, 'আদালতে গিয়ে রেকর্ড ঘেঁটেই জানার চেষ্টা করবো সম্পর্ক সত্যিই খারাপ? হলে, কতোটা? এবং কেন?'

পরদিন সকাল ন'টায় আর্মস্ট্রঙের স্কোয়্যারে এনে গাড়ি রাখলো সুজা। বড় একটা কটনউড গাছের তলায় রয়েছে কয়েকটা গ্র্যানিটের স্মৃতিফলক, যুদ্ধের সময়কার কিছু স্যুভনির। অন্যান্য অনেক জিনিসের মাঝে একটা ছোট কামান, এমনকি একটা জাহাজের নোঙরও রয়েছে। আদালত-বাড়িটার ছাত গম্বুজ আকৃতির।

এখানে এই ধরনের বাড়ি কে বানালো, ভেবে অবাক হলো দুই ভাই। ভেতরে মোজাইক করা মেঝে। কাঁচের একটা দরজার ওপরে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ কাউন্টি ক্লার্ক।

মার্বেল পাথরে তৈরি কাউন্টারের ওপাশে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। 'কি করতে পারি?' বলেই সুজার দিকে তাকিয়ে হৈ-হৈ করে উঠলেন, 'আরে কি কাণ্ড! একেবারে আমার নাতির মতো চেহারা তোমার! বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

হাসলো সুজা। 'তাই নাকি? আপনার নাতি কোথায় থাকে? দেখতে ইচ্ছে করছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুরো পরিবারের বর্ণনা দিয়ে ফেললেন বৃদ্ধা। সুজাকে পছন্দ করে ফেলেছেন, তাঁর কথা আর দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো, নিশ্চয় কোনো কাজে এসেছে ছেলেরা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিজন্যে এসেছো বললে না তো?'

সামনে ঝুঁকলো রেজা। 'ক্যাপরকের কাছে দুটো র‍্যাঞ্চ আছে, জানেন, কারসন র‍্যাঞ্চ আর ওরটেগা র‍্যাঞ্চ। ও'দুটোর দলিলগুলো একটু দেখতে চাই। গরু চরানোর যেসব মাঠ আছে, ওগুলোর লীজের দলিলও নিশ্চয় আছে।'

'আছে। মিনারেল লীজগুলোও দেখতে চাও?' মহিলা বললেন।

'নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ।'

মিনিট কয়েক পরেই একগাদা ফোল্ডার নিয়ে এলেন বৃদ্ধা।

আশি বছর আগে সরকারের কাছ থেকে জায়গা ডেকে

নিয়েছিলো ওরটেগা পরিবার, পরিষ্কার দলিল। কারসনের জায়গা ডেকে নেয়া নয়, কেনা। বিশ বছর আগে কিনতে শুরু করেছিলেন জ্যাক কারসন। তবে চারণক্ষেত্র আর খনির জায়গাগুলো ডেকে নেয়া, কারোই কেনা সম্পত্তি নেই। কিছু দলিল আছে বিশ বছর আগের, কিছু ইদানীংকার।

'বেশ জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে,' সুজা বললো।

জবাব না দিয়ে লীজের দলিলের তারিখগুলো টুকে নিতে লাগলো রেজা।

'জায়গা-জমির ব্যাপার কিছুটা জটিলই হয়,' সুজার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন বৃদ্ধা। 'তবে যা-ই বলো, ওই এলাকায় র‍্যাঞ্চ করে মিস্টার কারসনই সব চেয়ে বেশি উন্নতি করেছেন।'

'মিনারেল লীজ নিয়েছে কেন লোকে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। লাভটাভ হয়?'

শ্রাগ করলেন মহিলা। 'কি জানি? মনে হয় না। ওই এলাকায় কেউ কিছু পায়নি। মিস্টার কারসন হয়তো জায়গাগুলো আটকে ফেলেছেন, যাতে খনিজ শিকারীরা এসে নষ্ট না করতে পারে। নষ্ট করলে অবশ্য কোম্পানিই ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে কিছু লোকের ধারণা, ক্ষতি যা করে তার চেয়ে অনেক কম দেয়।'

'সব খবরই দেখছি রাখেন আপনি,' হেসে বললো সুজা। 'আচ্ছা, ওরটেগা আর কারসন র‍্যাঞ্চে নাকি কি কি সমস্যা আছে? জানেন কিছু?'

দ্বিধা করলেন বৃদ্ধা। 'ইয়ে···মানে···ওসব লোকের ব্যক্তিগত

ব্যাপার, আলোচনা করাটা ঠিক না। শুনেছি, কয়েক বছর ধরেই সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে দু'জনের। দুটো র‍্যাঞ্চের সীমানার কাছে খানিকটা পশু চরানোর জায়গা নিয়ে গোলমাল।' হাসলেন তিনি। 'জানি, তার কারণ, ওই বসন্তে অকশান বার্নে কাজ করেছে আমার স্বামী। সে বলে, সবাই জানে, কারসনের অনেক বাছুরের গায়ে ওরটেগার লেবেল রয়েছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন,' চমকে গেছে সুজা, 'মিঃ কারসনের বাছুরের গায়ে ওরটেগা র‍্যাঞ্চের ছাপ দিয়ে দিয়েছে ওরটেগা?'

'অবশ্যই প্রমাণ হয়নি সেকথা,' দ্বিধার সঙ্গে বললেন মহিলা। 'তবে, এসবের পরে ওরটেগার সাথে কারসনের ভালো সম্পর্ক থাকার কথা নয় নিশ্চয়ই।'

ফাইলগুলো বন্ধ করলো রেজা। 'নেটিভ আমেরিকান কোনো জমিদার নেই এখানে?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা। 'না।'

'শুনলাম,' সুজা বললো, 'ক্যাপরকের কিছু জায়গা ওদের পবিত্রভূমি?'

'ও, লসন ব্লাফের কথা বলছো বোধহয়।' পেছনের দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপের দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। ক্যাপরকের শৈলশিরা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'আসলে ওটা কারসনের সীমানার মধ্যেই। ওরটেগার সীমানার লাগোয়া উত্তরে। জায়গাটার নাম লসন ব্লাফ হয়েছে তার কারণ ওখানে লসন পরিবারকে খুন করেছিলো ইনডিয়ানরা। ওরা বলে

পবিত্রভূমি, তবে আইনত ওটা নেটিভদের জায়গা নয়।'

নোট লেখা কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরলো রেজা। 'সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

সামনে ঝুঁকে তার একটা বিশেষ হাসি বৃদ্ধাকে উপহার দিয়ে সুজা বললো, 'আপনার নাতিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।'

'জানাবো,' কথা দিলেন বৃদ্ধা।

'জুলিকে একটা ফোন কর না,' আদালত থেকে বেরিয়ে রেজা বললো। 'জিজ্ঞেস করে দেখ, এক কাপ কফি খাবে কিনা আমাদের সাথে।'

ভ্রূকুটি করলো সুজা। 'তুমি এখনও ভাবছো বোমা পেতে রাখায় ওর হাত ছিলো?'

'অসম্ভব কি? তাছাড়া ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। বলে দেখ আসে কিনা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফোন করতে চললো সুজা। ফিরে এসে জানালো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জুলি আসছে।

আলটালাইটের তারটা এসেছে কিনা দেখার জন্যে এক্সপ্রেস প্যাকেজ ডিপোর দিকে চললো দু'জনে। পথের পাশে একটা কাপড়ের দোকান দেখে তাতে ঢুকে দুই জোড়া নতুন বুট আর দুটো ওয়েস্টার্ন হ্যাট কিনলো।

'জুলি আসতে এখনও অনেকক্ষণ,' হাঁটতে হাঁটতে বললো রেজা। 'কি করে সময় কাটাই?' আরেকটা দোকান দেখে বললো, 'চল, ঢুকে দেখি, কিছু মেলে কিনা।'

'আরিসব্বোনাশ!' ভেতরে ঢুকেই বলে উঠলো সুজা। সামরিক বাহিনীর বাতিল করা জিনিসপত্রে বোঝাই দোকানের তাকগুলো।

কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়ালো রেজা। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের কাছে গুলি আছে?'

'আছে,' জবাব দিলো লোকটা। 'এম-সিক্সটিন আর কিছু ফরটি ফাইভ।' একটা কাঁচের বাক্স খুললো। 'তোমার কি জিনিস দরকার?'

'দরকার নেই। কয়েকটা খালি গুলির খোসা পেয়েছিলাম,' বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো রেজা। 'দেখতে চাইছিলাম, আস্ত গুলিটা কেমন। এম-১৬ বুলেটগুলোর ক্যালিবার ২২৩, সে যেগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলো তার চেয়ে অনেক ছোট। তারপর চোখে পড়লো আরও বড় কিছু গুলি। মাথায় কালো রঙ করা।'

রেজার দৃষ্টি অনুসরণ করে গুলিগুলোর দিকে তাকালো ক্লার্ক। 'ব্রিটিশ থ্রি জিরো থ্রি। ইস্পাতের পাত ছিদ্র করে ফেলে।' একটা বুলেট বের করে রেজার হাতে দিলো। গোড়ায় নম্বর লেখা রয়েছে ফরটি থ্রি।

ভাইয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো সুজা। 'খোসাগুলো আমরা যেগুলো পেয়েছিলাম সেরকম। কি রাইফেলের?'

'থ্রি জিরো থ্রি। আরমার প্লেট ছেঁদা করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লি-এনফিল্ড রাইফেলে ব্যবহার করতো ব্রিটিশরা।' দেয়ালে ঝোলানো ভারি একটা রাইফেল দেখালো সে।

গুলিটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে রেজা বললো, 'কি রকম বিক্রি হয়?'

'খুব একটা হয় না,' আগের জায়গায় গুলিটা রেখে বললো লোকটা। 'তবে সেদিন হঠাৎ করে একটা লোক এসে একসাথে দুই বাক্স নিয়ে গেল।' কাঁচের বাক্সটা বন্ধ করলো সে।

'চেনেন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লো ক্লার্ক। 'কখনও দেখিনি।' ছেলেদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। 'এসব প্রশ্ন করছো কেন?'

'এমনি। জাস্ট কৌতূহল,' হাত নেড়ে বললো রেজা। সুজাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

'কোন ধরনের বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে জানি এখন,' সুজা বললো। 'খুঁজে বের করা বোধহয় কঠিন হবে না।'

মুচকি হেসে কয়েকটা পিকআপ দেখালো রেজা। মোড়ের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে, ধুলোয় ঢাকা শরীর। সব ক'টার পেছনের জানালার কাছে গান র‍্যাক, এবং প্রতিটি র‍্যাকে অন্তত একটা হলেও রাইফেল রয়েছে। 'কি খুঁজছি জানি বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা খুঁজে বের করা শুধু কঠিন বললে ভুল হবে। বলা উচিত, প্রায় অসম্ভব।'

...টুরেন্টে ঢুকে ওরা কয়েক মিনিট বসতে না বসতেই জুলি এসে হাজির হলো। চুল আঁচড়ে বেঁধেছে। পরনে জিনসের বদলে এখন ডেনিম স্কার্ট।

'এই যে, পেলাম,' বলতে বলতে এসে বুদের সামনে সুজার পাশে বসলো জুলি। 'নতুন কিছু?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো সুজা। মেয়েটার সাথে বন্ধুত্ব

করতে আপত্তি নেই তার। তবে আপাতত ওর কাছ থেকে তথ্য জানা দরকার।

হাসিটা ফিরিয়ে দিলো জুলি। হাসিতে ভাঁজ হয়ে গেল তার নীল দুই চোখের কোণ। এ-মুহূর্তে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সুজা, বোমা পাতায় এই মেয়ের হাত আছে।

আলোচনা শুরু করলো রেজা। প্রথমেই বললো ক্যাপরকে মারকির কুঁড়েতে যাবার কথা।

'শুনে হিংসে হচ্ছে,' জুলি বললো। 'মারকির সঙ্গে আমার খাতির আছে, কিন্তু বেশি কথা সে কখনোই বলে না। ফলে তেমন কিছু জানতে পারি না। আমি জানি, নৃ-বিদ্যায় তার জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের চেয়ে কম না। তার গোত্রের শেষ মানুষ সে। অথচ তার মুখ থেকে কোনো কথাই আদায় করতে পারি না। জানার খুব ইচ্ছে আমার।'

'এখানকার লোকের ওপর কি সে রেগে আছে? হয়তো সে মনে করে, লসন ব্লাফ থেকে কারসন আংকেলের র‍্যাঞ্চ সরিয়ে নেয়া উচিত।'

'তুমি কি ভাবছো কারসনের র‍্যাঞ্চে গোলমালের জন্যে মারকি দায়ী?' খবরটা জানে একথা ফাঁস করে দিলো জুলি।

সুযোগটা নিলো রেজা। জুলির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো, 'আজ সকালে আদালতে গিয়েছিলাম আমরা, মিনারেল লীজগুলো দেখতে। তোমার কি মনে হয়, সোনা, তেল, ইউরেনিয়াম, এসব খনিজই র‍্যাঞ্চে গোলমালের কারণ?'

শক্ত হয়ে গেল জুলির মুখ। 'হতে পারে। না-ও হতে পারে। কফির কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিলো। 'কাজ আছে। চলি।' সুজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ রাতে নাচতে যাবো, মনে আছে? তুলে নেবে আমাকে?'

'আটটায়,' বললো সুজা। তবে তার স্বাভাবিক হাসিটা দেখা গেল না মুখে। বুঝতে পারছে, জুলি কিছু জানে, গোপন করছে। সেটা কী?

জুলি চলে গেলে পিকআপের দিকে এগোলো দু'জনে। দরজা খোলার আগে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলো বোমা-টোমা লুকানো আছে কিনা। তারপর উঠে বসলো।

সুজার দিকে ফিরলো রেজা। 'কি ভাবছিস?'

'জানি না,' গম্ভীর হয়ে আছে সুজা। বোমা পাতায় জুলির হাত আছে, এটা এখনও মানতে পারছে না সে। কিন্তু আগের মতো নিশ্চিতও হতে পারছে না আর। কি জানে জুলি?

যতো তাড়াতাড়ি পারলো র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো ওরা। ফিরেই তারটা বের করে নিয়ে আলট্রালাইট মেরামত করতে চললো।

তারটা টেনে বের করে ছেঁড়া মাথাগুলো দেখছে রেজা, এই সময় সুজা ডাক দিলো, 'দাদা, দেখে যাও।'

ফিরে তাকালো রেজা। বিমানের লেজের কাছে গোল একটা ছিদ্র দেখালো সুজা। স্টীট টিউবের যেখান দিয়ে তারটা যায়, ঠিক তার ওপরেই।

'আশ্চর্য!' পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো রেজা। 'এখানে তো

এরকম ছিদ্র থাকার কথা নয়!' টিউবের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলো। ওপাশেও একই রকম আরেকটা ছিদ্র রয়েছে। প্রথমটার মতো ধারগুলো এতো মসৃণ নয়, আর কি যেন আটকে রয়েছে। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে বের করে আনলো জিনিসটা, তারপর দরজার কাছে নিয়ে চললো বেশি আলোয় ভালো মতো দেখার জন্যে। তামার খুব ছোট্ট একটা টুকরো।

হাতে ছেঁড়া তারটা রয়েছে এখনও। ভুরু কুঁচকে আরেকবার দেখলো ওটার ছেঁড়া মাথা। ধীরে ধীরে ফিরলো ভাইয়ের দিকে। 'আপনা-আপনি ছেঁড়েনি। গুলি করে কাটা হয়েছে। ইস্পাত ছিদ্র করার বুলেট দিয়ে।'

নয়

'বুলেট?' প্রায় চিৎকার করে বললো সুজা। ছেঁড়া তারের মাথার দিকে তাকালো একবার, তারপর ভাইয়ের হাতের ধাতুর টুকরোটার দিকে। 'তামার তৈরি বুলেট?'

'হ্যাঁ।'

'ভাগ্য ভালো তোমার,' অস্বস্তি ফুটেছে সুজার চেহারায়। 'তারমানে আমরা এখানে পা রাখার পর থেকেই লোকটার নজর রয়েছে আমাদের ওপর।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। হয়তো মারতে চায়নি, এটা ছুঁড়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিলো। বেকুবের মতো কাজ করেছে। এঞ্জিনের শব্দে গুলির শব্দ শুনিনি আমি।'

আলট্রালাইটের সারা শরীর পরীক্ষা করে দেখলো সুজা। 'নাহ্, আর ছিদ্র নেই।'

টিউবের ওপরের ছিদ্রটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রেজা।

'স্টাটের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেও মনে হয় না। আয়, একটু সাহায্য কর। তারটা লাগিয়ে ফেলি। লাগিয়ে প্রথমে একটা টেস্ট ফ্লাইট দেবো।' চোখের পাতা সরু হয়ে এলো তার। 'তারপর যাবো একবার ওরটেগার এলাকায় ঘুরে আসতে।'

চমৎকার কাজ করলো নতুন তারটা। ওড়ার সময় সামান্যতম গড়বড় করলো না বিমান। নেমে এসে সুজাকে নিয়ে ঘরে চললো রেজা, ওরটেগা র‍্যাঞ্চটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করার জন্যে।

ওদের পরিকল্পনা তেমন পছন্দ হলো না কারসনের, তবে ঠিকানাটা বললেন। 'বাস্তুভিটা ছাড়িয়ে মাইল দুই গেলেই একটা বেড়া দেখতে পাবে। ওখান থেকেই ওরটেগার সীমানা শুরু।'

'তারমানে হাইওয়ে ধরে না গিয়েও এক র‍্যাঞ্চ থেকে আরেক র‍্যাঞ্চে ঢুকে যাওয়া যায়,' বিড়বিড় করলো সুজা।

শ্রাগ করলেন কারসন। 'রাস্তার মালিক কাউন্টি, তারমানে জনগণ। যে কেউ ব্যবহার করতে পারে ওগুলো।'

'সহজেই ওরটেগার এলাকা থেকে আপনার এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে ট্যাংক ট্রাক, তাই না?' রেজা বললো। 'কিংবা এখান থেকে ওখানে?'

'পারে। তবে হাইওয়ে কিংবা পুরনো সার্ভে রোড দিয়েও সহজেই যাতায়াত করতে পারে।'

হলুদ পিকআপটা নিয়ে আবার বেরোলো দু'জনে। দক্ষিণে চললো।

'কি ভাবছো?' পথের মাঝের বড় একটা গর্ত এড়ানোর

জন্যে শাঁই করে বাঁয়ে কাটলো সুজা।

'অনেকগুলো ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে হবে, জটিল ব্যাপার,' কণ্ঠের হতাশা পুরো চাপা দিতে পারলো না রেজা। 'সব চেয়ে জটিল সমস্যাটা হলো, মোটিভটাই জানতে পারিনি এখনও। প্রতিশোধের ব্যাপার হলে, বেন ফ্রেনটিসকে সন্দেহ করতে পারতাম। কিন্তু তার পা খোঁড়া। কাজেই প্রতিশোধ ভাবতে পারছি না। লোভ হলে বলা যায় ওরটেগা দায়ী। কিন্তু কিসের লোভ? গরু চরানোর সামান্য খানিকটা জায়গা আর কতগুলো ফালতু মিনারেল লীজের জন্যে কিডন্যাপিং আর খুনের দায় মাথায় নিতে চাইবে না সে।'

মাথা নাড়লো রেজা। 'যদি পবিত্রভূমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় রেগে গিয়ে এসব করে থাকে, তাহলে আমাদের সন্দেহ হতে পারতো মারকি। যার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো অস্ত্র দেখিনি। সন্দেহ আরও দু'জনকে করতে পারি, যাদের কোনো মোটিভই নেই, অন্তত এখনও পাইনি। তারা হলো জুলি, আর পল ব্যানউড।'

'কাকে সন্দেহ করবে বলছো তো? ওই দেখো,' হাত তুলে দেখালো সুজা।

কয়েকশো গজ দূরে ছোট একটা বালির পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। মাথায় খড়ের তৈরি সমব্রেরো হ্যাট। ওদের পিকআপ আর পাহাড়টার মাঝের উপত্যকা জুড়ে রয়েছে সেজ গাছের কোমর সমান ঝোপ।

গাড়ি থামালো সুজা। দু'জনেই বেরিয়ে দাঁড়ালো ওটার পাশে।

চূড়ায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ লোকটা নড়লো না।

'আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যেই খুঁটি গেড়েছে বোধহয়,' সুজা মন্তব্য করলো। 'ভাবতে অবাক লাগে না? একেবারে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় যেন আমাদের ওপর চোখ রাখতেই হাজির হয়ে যায় ওই লোক। যেন জানে, কখন কি ঘটছে, ঘটবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'আধিভৌতিক ক্ষমতা আছে হয়তো, ওঝাদের যেমন থাকে।'

'যাবে নাকি?'

'গিয়ে লাভ হবে না। আমাদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে, ওখানে না দাঁড়িয়ে এখানেই চলে আসতো মারকি। আর যাবো কিভাবে? এই ঝোপের সমুদ্রের ভেতর দিয়ে গাড়ি এগোবে না। পায়ে হেঁটে গিয়ে আমার পৌঁছার অনেক আগেই গায়েব হয়ে যাবে সে।' হাসলো রেজা। 'আমার বিশ্বাস, কথা বলার দরকার মনে করলে ও নিজেই এসে হাজির হবে।'

'দেখিই না কি করে?' বলে ঝোপের দিকে পা বাড়ালো সুজা।

তার চোখের সামনেই হঠাৎ করে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল মূর্তিটা।

'কি, বলেছিলাম না,' হেসে বললো রেজা।

আবার গাড়িতে উঠলো ওরা। মিনিট বিশেক এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পথে চলার পর একটা ধাতব খুঁটি চোখে পড়লো। তাতে শাদা রঙে লেখা সাইনবোর্ড। লেখার মর্মার্থঃ ওরটেগা র‍্যাঞ্চের সীমানা শুরু হয়েছে ওখান থেকে। অনুমতি না নিয়ে ঢোকাটাকে

বেআইনী বলে গণ্য করা হবে।

'বেআইনী কিছু করছি না আমরা,' নিজেকেই যেন বোঝালো সুজা। 'বেড়াতে এসেছি।' পা দিয়ে চেপে ধরলো অ্যাকসিলারেটর। লাফ দিয়ে আগে বাড়লো গাড়ি।

তিন-চার মাইল পরে একটা শৈলশিরার ওপর র‍্যাঞ্চ কমপ্লেক্স চোখে পড়লো ওদের। মূল বাড়িটা বিশাল, একতলা, স্প্যানিশ ধাঁচে তৈরি। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে ওটার শাদা দেয়াল আর কমলা রঙের টালির ছাত। আরও এগিয়ে দেখতে পেলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী একজন মানুষ, সামনের দিকে তাকিয়ে।

'যেন জানে আমরা আসবো,' সুজা বললো।

কাছে এসে তাকে চিনতে পারলো রেজা। ডেন মারটিন। পলকে খুঁজতে সেদিন সে-ও গিয়েছিলো।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো ডেন। 'পলের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। আমরা মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ওই মুহূর্তে ডেনের পেছনের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো একজন বয়স্ক লোক। বেঁটে। পরনে জিনস, গায়ে ওয়র্ক শার্ট, গলায় বাঁধা একটা বড় রুমাল। দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'তাহলে তোমরাই সেই লোক, যারা সমস্ত আর্মস্ট্রং কাউন্টিতে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছো।' ছেলেদেরকে পথ দেখিয়ে চওড়া একটা হলঘর পার করিয়ে আরেকটা ঘরে নিয়ে এলো সে।

চামড়ায় মোড়া কয়েকটা আর্মচেয়ার আর একটা ওককাঠের টেবিল রয়েছে সেঘরে। ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে বসতে বসতে লোকটা বললো, 'তা তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?'

'আপনি জানেন, পলকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি,' সাবধানে কথা বললো রেজা।

'জানি,' আন্তরিক সহানুভূতির সুরে বললো ওরটেগা। 'খুব খারাপ। আমার বিশ্বাস ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলো। পরদিন তার সাথের জিনিসপত্র সব হারিয়েছে ওই ধূলিঝড়ে।' মাথা দুলিয়ে বললো, 'প্রচণ্ড ঝড় গেছে। গত বছর দুইয়ের মধ্যে এরকম দেখিনি।'

'কিন্তু পরদিন ঝড়ের মধ্যে ঘুরতে গেল কেন সে?' সুজার প্রশ্ন। 'তাছাড়া কারসন আংকেল বলেছেন খুব ভালো ঘোড়সওয়ার পল, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ার কথা নয়।'

মাথা ঝাঁকালো ওরটেগা। 'ঘোড়ার মতিগতি খারাপ হলে অনেক সময় ভালো আরোহীও পিঠ থেকে পড়ে যায়। পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে না হারালে আর কি ঘটবে? কারসনকে ছেড়ে যাবে না পল কিছুতেই। কাজেই চলে গেছে একথা বলা যাবে না।'

'কিন্তু খোঁজা তো কম হলো না,' রেজা বললো। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার এলাকায় একবার খুঁজে দেখতে চাই।'

আন্তরিক ভাবটা অনেকখানি হারিয়ে গেল ওরটেগার চেহারা থেকে। 'আপত্তি নেই। তবে আমার একজন লোক থাকবে তোমাদের সঙ্গে। জায়গা চেনে এরকম কাউকে সাথে না নিলে

তোমরাও হারিয়ে যেতে পারো।' এক এক করে দুই ভাইয়ের দিকে তাকালো সে। 'আরেকবার মানুষ খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

হুমকি দিলো না তো?–ভাবলো রেজা। কিন্তু লোকটার চোখ দেখে কিছু বুঝতে পারলো না। বললো, 'কাল সকালেই আসি?'

'আসতে পারো। তবে তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। যা জায়গা, যদি কোনোভাবে গিয়ে পড়েই সেখানে পল, তাহলে এতোক্ষণে মরে গেছে। বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম।' চেয়ারটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল ওরটেগা।

'ইদানীং কোনো বড় ট্রাক আপনার এলাকা দিয়ে গেছে?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলো সুজা।

আবার বসে পড়লো ওরটেগা। কঠিন দৃষ্টিতে সুজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কয়েকটা দাগ নাকি দেখা গেছে। আমার কর্মচারীদের কাছে শুনলাম। গরুর ট্রাক হতে পারে। কেন?'

ওরটেগার মুখের ওপর রেজার দৃষ্টি স্থির। 'কারসনের পুকুরে যে ট্রাকটা গিয়ে লবণ ফেলে এসেছে, সেটাও খুব বড় ট্রাক।'

আলতো মাথা ঝাঁকালো ওরটেগা। 'তোমরা জানো, কারসনের সঙ্গে আমার বনিবনা নেই। কিন্তু তবু ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। পশুর ক্ষতি হওয়ার চেয়ে র‍্যাঞ্চারের বড় ক্ষতি আর নেই। প্রথমে খোঁড়া হয়ে যেতে লাগলো তার ঘোড়া, তারপর মরতে লাগলো গরু। কারসন নিশ্চয় নিজের গরুকে লবণ খাইয়ে

মারেনি।' ধীরে ধীরে রাগ দেখা দিলো তার চেহারায়। 'এবং ওসব শয়তানীতে আমারও কোনো হাত নেই, আমি কিচ্ছু করিনি।'

অস্বস্তিকর, দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কাটলো। তারপর রেজা বললো, 'যাক, যা জানতে এসেছিলাম, জানা হলো আমাদের।' উঠে দাঁড়ালো সে।

এবার আর দরজার কাছেও এগিয়ে দিলো না ওদেরকে ওরটেগা।

ফেরার পথে দরজার পাশে একটা গান র‍্যাক চোখে পড়লো রেজার। কয়েক ধরনের শটগান আর ডিয়ার রাইফেল রয়েছে তাতে। একটা রাইফেল দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ওর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো ওটা।

'রাইফেল ধরেছো কেন?' পেছন থেকে চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

গটমট করে এসে রেজার হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিলো ওরটেগা। 'যুদ্ধের পর আর ফেরত দিইনি এটা,' অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললো সে। 'বাড়ি নিয়ে এসেছি।' গলার ঝাঁঝ কমলো না। 'এটা আমার প্রিয় জিনিস। আমি চাই না কেউ চুরি করে নিয়ে যাক।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিলো, 'ডেন!'

দরজায় দেখা দিলো ডেন মারটিন।

'এ'দুটোকে এলাকা থেকে বের করে দিয়ে এসো,' আদেশ দিলো ওরটেগা।

ট্রাকের দিকে এগোতে এগোতে নিচু গলায় জানতে চাইলো

সুজা, 'ব্যাপার কি?'

'রাইফেলটা দেখলে বুঝতি,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো রেজা। 'ব্রিটিশ থ্রি-জিরো-থ্রি, মার্ক থ্রি লি-অ্যানফিল্ড।' কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, রাইফেলটা হাতে নিয়ে এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরটেগা। 'আমার ধারণা, ওই রাইফেল দিয়ে গুলি করেই আকাশ থেকে মাটিতে নামানো হয়েছিলো আমাকে।'

দশ

'কি হয়েছে, জানি না,' ওদেরকে ট্রাকে তুলে দিয়ে বললো ডেন। 'তবে মিস্টার ওরটেগার হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছেন তিনি!'

'থাক, ওসব বলে আর লাভ নেই,' এঞ্জিন স্টার্ট দিলো সুজা। 'আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।'

পেছনে হারিয়ে গেল র‍্যাঞ্চহাউস। আনমনে মাথা নাড়লো সুজা। 'তোমার হাতে রাইফেল দেখে যেরকম জ্বলে উঠলো, আমার তো মনে হলো বদ্ধ উন্মাদ।' রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা গরুকে বাঁচানোর জন্যে শাঁ করে পাশে কাটলো সে। 'ভাবছি, ওরকম যুদ্ধের স্যুভনির আর কটা আছে এই এলাকায়?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রেজা। আরেকটা ট্রাকে করে ওদের পেছনে আসছে ডেন। 'থাকতে পারে। সন্দেহ করছি বটে, কিন্তু ওরটেগাকে তো আর দেখিনি আলট্রালাইটের ওপর গুলি

চালাতে। সে না-ও হয়ে থাকতে পারে।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'তবে ভীষণ বদমেজাজী লোকটা।'

পথের পাশের ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে এসে রাস্তায় পড়লো একটা রোড রানার। মোরগের সমান বড় পাখিটা গাড়ির আগে আগে ছুটলো, খুব জোরে দৌড়াতে পারে। সেদিকে তাকিয়ে সুজা বললো, 'ওরটেগা যদি এসব করে থাকে, কি কারণে করছে? কারসনকে এই এলাকা থেকে তাড়ানোর জন্যে, যাতে তার ব্যবসা ভালো হয়? নাকি সরকারী জমি দখলের জন্যে?'

'ওই মরুভূমি দিয়ে কি করবে সে? ঘাস নেই যে গরুকে খাওয়াবে। নাহ্, বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রেজা।

'মিনারেল লীজগুলোর ব্যাপারটা কি? হয়তো এমন কিছু জানে ওরটেগা, যা আর কেউ জানে না।'

'মনে হয় না। বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে।' ভ্রূকুটি করলো রেজা। 'তবু, দেখি, জুলিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মনে হয় ও জানে। আমি আলোচনাটা শুরু করতেই হঠাৎ করে থামিয়ে দিলো।'

জুলির কথায় ঝট করে ঘড়ির দিকে তাকালো সুজা। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। 'জলদি যাওয়া দরকার। কাপড় বদলে পার্টিতে যেতে যেতে নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

আর্মস্ট্রঙের পুরনো এলাকায় জুলিদের বাড়ি। ছোট, ছিমছাম, হলদে রঙ করা। নীরব নির্জন রাস্তা ধরে এগোনোর সময় দু'জনেই

দেখলো, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ লাল রঙের পিকআপ।

'বাড়িতেই আছে জুলি।' ইগনিশনে মোচড় দিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করলো সুজা। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'ঢুকেই প্রশ্ন শুরু করবে?'

'সেটা তুই ভালো বুঝিস,' হেসে বললো রেজা। 'নাচের দাওয়াত তোকে দিয়েছে, আমাকে নয়।' নতুন কাউবয় হ্যাটটা কপালের ওপর আরও টেনে দিয়ে আরাম করে হেলান দিলো সীটে। 'আমি বসছি। দশ মিনিটের মধ্যে যদি না বেরোস, শেরিফকে খবর দেবো।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসলো সুজা। 'দশ মিনিট অনেক সময়। ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো।' গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোলো সে।

'আসছি,' সুজার টোকার জবাব এলো ভেতর থেকে। দরজা খুলে দিলো জুলি। সুজার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে হাসলো। 'বাহ্, এক্কেবারে খাঁটি কাউবয়।'

'কেন, খারাপ লাগছে?'

'মোটেই না। শহরের যে কোনো মেয়ে তোমার সাথে নাচতে একপায়ে খাড়া হয়ে যাবে।'

জুলির চেহারার উত্তেজনাই বুঝিয়ে দিলো, নাচার চেয়ে আরও জরুরী কিছু এখন মন জুড়ে রয়েছে তার। 'এসো, একটা জিনিস দেখাবো···।' এদিক ওদিক তাকালো সে। 'রেজা কোথায়? ওরও

দেখা দরকার।'

'গাড়িতে বসে আছে,' অবাক হয়ে ভাবছে সুজা, কি দেখাতে চায় জুলি? 'কি দেখাবে?' ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ভেতরে তাকালো সে। একপাশে লিভিং রুম, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ছোট ঘরটার একমাথায় রান্নাঘর, ওটাও নির্জন, অন্তত এখান থেকে কাউকে চোখে পড়ছে না।

'ডাকো ওকে,' অধৈর্য কণ্ঠে বললো জুলি। 'তোমাদের দু'জনকেই...'

'আগে আমাকে দেখালেই পারো,' অস্বস্তি লাগছে সুজার। ফাঁদ না-ও হতে পারে। কিন্তু যদি হয়ই, দু'জনে একসাথে তাতে পা দিতে চায় না। একজন অন্তত মুক্ত থাকুক।

সরে দাঁড়িয়ে দরজা আরও ফাঁক করে ধরলো জুলি। 'বেশ, এসো,' হাল ছেড়ে দিলো যেন সে, 'দেখাই।' হাত ধরে দ্রুত সুজাকে ভেতরে টেনে নিলো সে।

দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে জুলি। সেদিকে তাকিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়লো সুজার। কিন্তু এখনও কাউকে চোখে পড়ছে না।

সুজার হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে এলো জুলি। টেবিলে বোঝাই হয়ে আছে হলদেটে গ্রাফ পেপার। অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা টানা ওগুলোতে। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো মনে পড়ে গেল তার, ওরকম কয়েকটা রেখা দেখেছে মারকির বাড়িতে, তার নিজের হাতে আঁকা। জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কি?'

'এটাই দেখাতে চাইছি।' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো জুলি।

'সারাটা বিকেল খেটেছি।'

কয়েকটা কাগজ টেবিলে ছড়ালো সে। 'রেজা মিনারেল লীজগুলোর কথা বলাতেই হঠাৎ মনে পড়লো আমার। ব্যুরো অভ ল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্টের অফিসে চলে গেলাম। সোজা গিয়ে ঢুকলাম ওদের মাটির নিচের ঘরে, পুরনো লগগুলো খুঁজে বের করলাম। সেই উনিশশো তিরিশের লগও রয়েছে। দেখে বুঝলাম, বহু বছর ওগুলোতে কারও হাত পড়েনি।' হাসলো সে। 'ইচ্ছে করলে এখন জিনিয়াস বলতে পারো আমাকে।'

'জিনিয়াস?' হেসে উঠলো সুজা। 'তারচে বরং নীলনয়না বিশ্বসুন্দরীই বলি। তা এই পুরনো জঞ্জালগুলোতে কি আছে? ওই আঁকিবুকিগুলোই বা কিসের?'

'পুরনো জঞ্জাল বলছো? এগুলো অনেক পুরনো সাইমোগ্রাফ লগ।' কয়েকটা বাঁকা রেখার ওপর আঙুল বোলালো সে। 'আর এগুলো বোঝায় কোথায় কোথায় বিশেষ খনিজ জমা রয়েছে।'

মাথা নাড়লো সুজা, 'কিছুই বুঝলাম না।'

নেচে উঠলো জুলির নীল চোখের তারা। 'যদি আমার হিসেবে ভুল না হয়ে থাকে, মিস্টার সুজা মুরাদ, তেলের সাগরের ওপরে ভাসছে কারসন র‍্যাঞ্চ!'

এগারো

'বলো কি!' নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে জুলির কোমর জড়িয়ে ধরলো সুজা। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো, গাড়িতে বসে রয়েছে রেজা। 'এক সেকেণ্ড,' বলতে বলতেই দরজার দিকে ছুটলো সে। বাইরে বেরিয়ে আস্তে লাগিয়ে দিলো দরজাটা। বোঝালো, তার পেছনে কেউ পিস্তল ধরে নেই। তারপর হাত নেড়ে আসার ইশারা করলো ভাইকে। আবার ঢুকে গেল ভেতরে। এবার আর বন্ধ করলো না, খোলাই রইলো দরজাটা।

রান্নাঘরে এসে ঢুকলো রেজা।

'দেখ দাদা, জুলি কি পেয়েছে!' টেবিলে রাখা কাগজগুলো দেখিয়ে বললো সুজা।

'সাইমোগ্রাফ লগস?' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ তুলে নিলো রেজা। ভাবলেশহীন চেহারা। কিন্তু সুজা জানে, ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তার ভাই।

চোয়ালের পেশী সামান্য কঠিন হয়ে যাওয়াটাই এর প্রমাণ। 'তারমানে ওই এলাকায় তেল খোঁজা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে কেউ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো জুলি। 'ক্যাপরক এরিয়ায় উনিশশো তিরিশ সালে করা হয়েছিলো ওই লগ। সঠিক বলতে পারবো না, তবে যতদূর মনে পড়ে, কারসনের র‍্যাঞ্চের দক্ষিণ দিকে, বালির পাহাড়টার ধারে খোঁজা হয়েছিলো।'

'তুমি পড়তে পারো?' গ্রাফগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো রেজা। 'বোঝো?'

'ভূগোলের ছাত্রী আমি, ভুলে যাচ্ছো। সাইমোগ্রাফ রিপোর্ট নিয়ে অনেক কাজ করেছি।' রেজা যে রেখাগুলোর দিকে চেয়ে আছে, সেদিকে আঙুল তুলে জুলি বললো, 'এগুলো বলছে, লবণের মস্ত স্তর রয়েছে।'

'তেলের কাছে লবণের কাজ কি?' সুজা জানতে চাইলো।

'অনেক। প্রচণ্ড তাপ এবং চাপে জমা লবণ চিটাগুড়ের মতো তরল হয়ে গিয়ে এদিক সেদিক ছড়াতে শুরু করে। মাটির নিচে কোনো একটা দুর্বল জায়গা পেয়ে গেলেই ঠেলে ওঠে সেখান দিয়ে, মস্ত বুদবুদের মতো। যতোক্ষণ না কোনো পাথরে বাধা পায়, থামে না। ওই বুদবুদের ঠেলা খেয়ে তেলও ওপরে উঠে আসতে থাকে। তেলের চাপে ওদিকে বুদবুদটা আবার একটা অদ্ভুত রূপ নেয়, অনেকটা উল্টো করে দেয়া গম্বুজের মতো। গম্বুজের সেই খোলের মধ্যে জমা হয় তেল। মাটি খুঁড়লে দেখতে

পাবে মস্ত একটা তেলের হ্রদ, কিংবা দীঘি।'

হাসলো রেজা। 'বুঝেছি। ওগুলোকে সল্ট ডোম বা লবণের গম্বুজ বলে। স্পিণ্ডলটপ ওরকম একটা।'

'স্পিণ্ডলটপ?' বুঝতে পারছে না সুজা।

মাথা ঝাঁকালো জুলি। 'নাম। উনিশশো এক সালে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচেয়ে বড় তেলের খনি। ওটার আকৃতিও ছিলো গম্বুজের মতো, নিচে লবণ।'

হলদেটে লগগুলোয় চাপড় মারলো সুজা। 'কিন্তু উনিশশো তিরিশ সালে যদি এটা পেয়ে থাকে, তাহলে তখনও খুঁড়ে তোলেনি কেন? কোনো কুয়া নেই কেন কাছে?'

'এই নোটগুলো দেখো,' লগের পাশের মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে লেখা গুটি গুটি অক্ষরগুলো দেখালো জুলি। 'মাটির এগারো হাজার ফুট নিচে ওই ডোম।'

শিস দিয়ে উঠলো রেজা। 'তোর জবাব পেয়েছিস, সুজা। তিরিশ সালে এতো নিচে থেকে তেল তোলার উপায় জানা ছিলো না কারও। যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি। টেকনোলজির তখন আদিম অবস্থা।'

'ঠিক,' সুর মেলালো জুলি। 'আর যদিও বা কষ্টে-সৃষ্টে ওরকম গভীর একটা কুয়া খুঁড়তোও, তেলের দাম এতো কম ছিলো, পোষাতো না!'

'কিন্তু এখন দাম অনেক বেশি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে রেফ্রিজারেটরের গায়ে হেলান দিলো সুজা।

'এবং এর চেয়েও গভীরে খোঁড়ে,' যোগ করলো জুলি, 'যদি মনে করে প্রচুর তেল পাওয়া যাবে। বিশেষ করে এখন আমেরিকায়, তেল যেখানে খুব দরকার।'

'কিসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এগুলো,' সাইমোগ্রাফগুলোর ওপর টোকা দিলো রেজা। 'শক ওয়েভ?'

'মানে বোমা ফাটিয়ে?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'বোধহয়,' জুলি বললো। 'তবে আজকাল বিজ্ঞানীরা অনেক উন্নত পদ্ধতি বের করেছেন। বিরাট ট্রাকে যন্ত্রপাতি এনে মাটির গভীরে ভারি জিনিস ফেলে। সেই জিনিসের আঘাতে কম্পন সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের সাহায্যে সেই কম্পন মেপে অনুমান করে নেয় নিচে কি আছে।'

উত্তেজনা বাড়ছে। রেজার দিকে তাকালো সুজা। তার ভাই কি ভাবছে বুঝতে পারছে। 'কিন্তু ইচ্ছে করলে এখনও পুরনো পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, তাই না?' প্রশ্ন করলো সে। 'আর যারা ওই বোমা ব্যবহার করবে, তাদের নিশ্চয় জানতে হবে ডিনামাইট ফাটানোর কায়দা-কানুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো জুলি। 'নতুন যন্ত্রপাতি না থাকলে পুরনো কায়দায় অবশ্যই করা যায়।' অবাক মনে হলো তাকে। 'কেন?'

সন্তুষ্ট হয়ে হাসলো সুজা। এতোটা অভিনয় করতে পারবে না জুলি। তারমানে, আর যেই করে থাকুক, গাড়িতে ডিনামাইট পাতায় তার হাত অন্তত নেই।

'অনেক ডিনামাইট দেখলাম কিনা গত কয়েক দিনে,' বললো সে। 'কারসন র‍্যাঞ্চের পুরনো বাস্তুভিটায় বোমা পেতে রাখা হয়েছিলো। রাতে ওখানে ঘুমাতে গিয়েছিলাম আমরা। তারপর পেতে রাখলো গাড়িতে। যাতে দরজা খুললেই ফাটে।'

বড় বড় হয়ে গেল জুলির চোখ। 'মানে···কেউ তোমাদেরকে খুন করতে চেয়েছিলো!'

'তাছাড়া আর কি?'

'আরেকটা কথা মনে আছে তোর?' রেজা বললো। 'প্রথম দিন আমরা যখন বাস্তুভিটায় রাত কাটাতে গেলাম, বজ্রপাতের মতো আওয়াজ শুনেছিলাম? এখন বুঝতে পারছি, বোমাই ফাটিয়েছিলো।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়লো জুলি। 'নিশ্চয় কেউ তেলের খোঁজ করছে!'

'মনে হয়,' ভুরু কোঁচকালো সুজা। 'সাইমোগ্রাফি যেখানে করা হয়, জায়গাটা দেখতে কেমন হয়? মাটিতে বড় বড় অনেক গর্ত থাকে?'

মাথা নাড়লো জুলি। 'মোটেই না। তিন ইঞ্চি মোটা গর্ত, একশো কিংবা তারও বেশি। গভীর। একটা থেকে আরেকটা একশো ফুট দূরে। ওপর থেকে গর্তের মুখগুলো দেখা যায়, চারপাশে খুঁড়ে তোলা আলগা মাটি জমে থাকে। ড্রিল রিগের সাহায্যে খোঁড়ে।'

'রিগগুলো কেমন?' জানতে চাইলো রেজা। 'অনেক বড়?'

'না। পরীক্ষামূলক গর্ত খুব বড় হয় না। কাজেই রিগও বড় লাগে না। এমন যন্ত্র নিয়ে আসে যেগুলো সহজেই ট্রাকে তোলা যায়।'

মাথা চুলকালো সুজা। অবশেষে এই রহস্যের অন্ধকারে আলো ফুটতে শুরু করেছে। 'কিন্তু এখনও তেল আছে সেটা জেনে কার কি লাভ হবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো সে। 'অনেক টাকা খরচ ওই তেল তুলতে।'

'না তুলেও টাকা কামানো যায়।' বুঝিয়ে দিলো জুলি, 'যদি তুমি শিওর হয়ে যাও তেল আছে, মিনারেল লীজ কিনে নিতে পারো। আর সেটা কিনতে খরচ হয় খুবই সামান্য। তারপর ওই লীজ নিয়ে গিয়ে অনেক অনেক দামে বেচতে পারবে তেল কোম্পানির কাছে।'

'হুঁ, তা ঠিক। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও। কারসন র‍্যাঞ্চের মাঝখানে রয়েছে বেশির ভাগ তেল। উত্তরের অংশটা লীজ নিয়েছেন স্টেটএর কাছে থেকে...'

'আর দক্ষিণের অংশটা নিয়েছেন ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে,' বাক্যটা শেষ করে দিলো রেজা। 'যতো গোলমাল সব ফেডারেল এলাকায়। পশুচারণ ভূমির লীজ রিনিউ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে তাঁকে।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন তুললো জুলি। 'তেল তুলতে গিয়ে জায়গা নষ্ট হয় না। গর্তের আশেপাশে সহজেই গরু চরতে পারে।'

'তার কারণ,' আঙুল মটকালো সুজা, 'তেলের গর্ত করা

হয়েছে, এটা দেখতে দিতে চায় না আংকেলকে।' রেজার দিকে তাকালো সে। 'তেল তরল পদার্থ। যে কোনো জায়গা দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে টেনে তোলা যায়।'

'যায়। আর তাই করতে চাইছে ওরা,' রেজা বললো। 'মোটিভ আন্দাজ করা যাচ্ছে এখন। জলদি গিয়ে সেটা যাচাই করা দরকার।'

'ঠিক,' একমত হলো সুজা।

'এক মিনিট, এক মিনিট, কাউবয়!' দু'জনের হাত চেপে ধরলো জুলি। 'তোমরা চলে গেলে আমাকে নাচতে নিয়ে যাবে কে?'

পরস্পরের দিকে তাকালো দুই ভাই। এখন নাচতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই ওদের।

'এই রাতে আর মরুভূমিতে গিয়ে কি করবে?' বোঝানোর চেষ্টা করলো জুলি। 'অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়বে না। বড়জোর কয়েকটা কয়োট দেখতে পাবে। তাছাড়া, আমার সাহায্য লাগবে তোমাদের।'

'তোমার সাহায্য?' রেজা বললো। 'শোনো, তোমাকে ছাড়াই...'

'না, পারবে না। এখানকার মরুভূমি তোমাদের অচেনা। কিন্তু আমার চেনা। মুহূর্তে পথ হারাবে তোমরা। আমি হারাবো না।' করুণা করার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো জুলি। 'সব চেয়ে বড় কথা, সাইমোগ্রাফি সাইট তোমরা দেখোনি, দেখলে চিনতে

পারবে না। আমি পারবো। তাহলে বুঝতেই পারছো?'

'হুঁ, যুক্তি আছে ওর কথায়,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো সুজা।

'ব্ল্যাকমেল করছে আমাদের,' বিড়বিড় করলো রেজা।

মধুর হাসি উপহার দিলো ওদেরকে জুলি। 'ব্ল্যাকমেল নয়, বলো সমঝোতা,' মিষ্টি করে বললো সে। 'কাল খুঁজতে বেরোবো আমরা। আজ রাতে পার্টি দেবো। নাচই যদি না থাকলো তো জীবনে আর কি থাকলো।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলো রেজা। 'ও-কে। আজ রাতে পার্টিই করবো। কিন্তু কাল সকালে আমাদের পয়লা কাজ হবে, শয়তান মানুষগুলোকে খুঁজতে যাওয়া।'

কাকভোরে বাংকহাউসের বাইরে জীপ থামার শব্দ শুনতে পেলো রেজা। দু'বার হর্ন বাজলো।

পর্দা তুলে তাকালো রেজা। বললো, 'জুলি এসেছে। একেবারে সময়মতো।'

ঘুমের জড়তা কাটানোর জন্যে দ্বিতীয় কাপ কফি খেতে হলো সুজাকে। পায়ের বুড়ো আঙুলে এখনও ব্যথা। রাতে বেশি নাচানাচির ফল।

কোথায় যাচ্ছে জানানোর জন্যে কারসনকে ফোন করলো রেজা। সুজা বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকার কাটেনি এখনও। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। চোখ রগড়ালো সে। স্বপ্ন দেখছে না তো? জুলির জীপের রঙ লাল, তার ওপর কালো ডোরাকাটা। কাজের

পোশাক পরে এসেছে জুলি-খাকি জাম্পস্যুট, হাইকিং বুট, নরম হ্যাট। চমৎকার। গলায় ঝোলানো একটা বিনোকিউলার।

রেজা আর সুজা জীপে উঠতে উঠতেই ম্যাপ বের করে মেলে নিয়েছে জুলি। 'সোজা ক্যাপরকের দিকে এগোবো এখন। তারপর নেমে যাবো বালির পাহাড়ের দিকে।' কোন পথে যেতে হবে, তার ওপর আঙুল বোলালো সে।

'বেরোনোর আগে লগগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে এসেছি,' ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রাখলো জুলি। 'আমার অনুমান, তিরিশ সালে ঠিক এই জায়গাটায় পরীক্ষা চালিয়েছিলো ওরা। ওখান থেকে খোঁজা আরম্ভ করবো আমরা, তারপর এগিয়ে যাবো পুবে। এই যে এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে পথ...,' আঙুলের খোঁচা মারলো ম্যাপে। 'পুরনো বাস্তুভিটাটা এখান থেকে পশ্চিমে, বেশি দূরে নয়। আলগা বালি খুব বেশি এখানে। গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। কাজেই, আমার মনে হয় না ওদিকে খোঁজ চালিয়েছে ওরা। দিনের বেলা ওই এলাকা হেঁটে পেরোনোর চেষ্টা করতে যাওয়া আর মরতে যাওয়া এক কথা।' হাসলো সে। 'এখন শক্ত হয়ে বসো। রাস্তা খারাপ।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বাংকহাউসের পেছনের একটা কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ি চালালো জুলি। পথটা আগে সুজার নজরে পড়েনি। জুলি বলেছে 'খারাপ', কিন্তু কতোটা খারাপ আন্দাজ করতে পারেনি সে। পথে পড়ার পর বুঝলো। কোথায় চলে গেল ঘুম। পাগলের মতো হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরার জন্যে একটা কিছু খুঁজছে।

ক্যাপরকের গোড়া দিয়ে দক্ষিণে ঘুরে এগিয়ে গেছে পথ। কাত হয়ে আছে একপাশে। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে নেমে যাচ্ছে কিছুদূর, আবার উঠছে। টিলাটক্কর আর গর্তের অভাব নেই। তার ওপর বিছিয়ে রয়েছে রাশি রাশি আলগা পাথর।

নিচের দিকে নামার সময়ও গতি কমালো না জুলি। সামনের সীটে বসা সুজা আরেকটু হলেই ডিগবাজি খেয়ে পড়তো। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ। পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এখানে আর উঠলো না পথটা। এগিয়ে গেল সোজা। দু'ধারে ঝোপঝাড়। শেষ মাথাটা গিয়ে পড়েছে কাঁকর বিছানো আরেকটা শক্ত রাস্তায়। ওটাতে উঠে গতি আরও বাড়িয়ে দিলো জুলি।

'বিকল্প রাস্তায় চলে এলাম,' এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে কথা বলতে চিৎকার করতে হচ্ছে। 'বারো মাইল পথ বেঁচে গেল। পাহাড়ে চড়তে খুব ভালোবাসে ম্যাগাডন।'

'ম্যাগাডন?' চোখ মিটমিট করে এদিক ওদিক তাকালো রেজা। পাহাড়ে খুঁজলো প্রাগৈতিহাসিক জীবটাকে। 'কই, কোথায় ম্যাগাডন?'

'আরে ওদিকে কোথায় দেখছো,' হেসে উঠলো জুলি। 'এটা, এটা,' আদর করে ড্যাশবোর্ডে চাপড় দিলো সে। 'আমার এই গাড়িটার নাম ম্যাগাডন।'

'ও, তাই বলো।'

'হ্যাঁ, নাম যেমন, কাজও করেছে তেমন,' মাথা দুলিয়ে বললো সুজা। 'তিরিশ মিনিট সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু

আমার আয়ু কমিয়ে দিয়েছে পাঁচ বছর। আরিব্বাপরে বাপ!' তবে মনে মনে একটা কথা স্বীকার না করে পারলো না সে, ওস্তাদ ড্রাইভার জুলি।

পরের তিরিশটা মিনিট প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করে কাঁচা সড়ক ধরে এগোলো ওরা। দু'ধারে মেসকিটের ঝাড়। মাঝে মাঝে নিচু বালির পাহাড়। ওসব পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে পথটা। প্রতিটি মোড়ের কাছে এসে গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে, নির্দ্বিধায় গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে জুলি। তার ওপর গাড়ি চালানোর ভারটা ছেড়ে দিয়েছিলো বলে এখন মনে মনে খুশিই হচ্ছে সুজা। রাস্তা থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। সবগুলো দেখতে একরকম লাগছে তার কাছে। কোনটা দিয়ে যে যাওয়া উচিত, কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু জুলি পারছে। কারণ পথ তার চেনা।

অবশেষে সহনযোগ্য একটা গতিতে জীপের গতি নামিয়ে আনলো জুলি। কথা বলা সম্ভব হলো।

সামনে ঝুঁকে জুলির কাঁধে চাপড় দিলো রেজা। 'থামো!' গাড়ির গতি কমতে না কমতেই লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে পথের পাশের ঢাল বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করলো।

কি দেখে ছুটে গেছে রেজা, সেটা সুজার চোখেও পড়লো। ঢালের গায়ে বালিতে কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা, আঙুল দিয়ে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো এঁকে রেখে গেছে কেউ।

'আরে, মারকির কুঁড়েতে ওরকম চিহ্নই দেখেছি!' বলতে

বলতে সুজাও নেমে পড়লো লাফ দিয়ে।

'কিসের চিহ্ন?' জীপের ওপরে দাঁড়িয়ে বিনোকিউলার চোখে লাগালো জুলি।

ঠিক ওই সময় পায়ের কাছে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন শুনতে পেলো সুজা। অবাক হয়ে সেদিকে তাকানোর আগেই টের পেলো, উড়ে এসে গালের ওপর পড়ছে কিছু। লাফিয়ে উঠলো সে-ও। শূন্যে থাকতেই আক্রমণকারীকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। মুখ থুবড়ে বালিতে পড়লো সে।

বারো

ভালো ব্যথা পেয়েছে সুজা, কিন্তু পরোয়া না করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পরমুহূর্তেই। থু-থু করে মুখ থেকে বালি ফেলে মাটিতে তাকালো। কিছুই না দেখে জুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'স্বপ্ন দেখছিলাম?'

'না,' হেসে বললো জুলি। 'প্রাণবাঁচাচ্ছিলে।'

হাত তুলে একটা সেজঝোপ দেখালো সে। ফ্যাকাশে বাদামী একটা লেজ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'সাইডউইণ্ডার। আরেকটু হলেই দোজখে পাঠিয়ে দিয়েছিলো তোমাকে।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো রেজা। 'ওই দাগ তাহলে র‍্যাটলস্নেক যাবার?'

'হ্যাঁ। অন্য সাপের মতো সোজাসুজি না চলে বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে যায় সাইডউইণ্ডার। ফলে আলগা বালিতে ওরকম দাগ পড়ে, মনে হয় আঙুল দিয়ে আঁকা।'

প্যান্ট থেকে বালি ঝেড়ে ফেললো। সুজা। 'ওরকম চিহ্ন মারকির ঘরে আঁকা দেখেছি। সাপ নিয়ে কারবার করে সে।' বুড়োর ঘরে কি কি দেখেছে দ্রুত জুলিকে জানালো সে।

শুনে জুলি বললো, 'হয়তো সাইডউইণ্ডার বোঝাতেই ওই চিহ্ন এঁকেছে সে।'

আবার জীপে চড়লো ওরা। রাস্তার ওপর কড়া নজর রাখলো ছেলেরা। ইদানীং এপথে আর কোনো গাড়ি গেছে কিনা দেখছে।

একজায়গায় এসে মেসকিট বনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া টায়ারের দাগ চোখে পড়লো রেজার। 'মনে হয় ঝড়ের পরে হয়েছে। চলো, দেখি।'

এঞ্জিন লো গীয়ারে দিয়ে জীপের মুখ ঘোরালো জুলি। এগিয়ে চললো রেজার নির্দেশিত দিকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে পঞ্চাশ গজ মতো এগিয়েছে দাগ, তারপর গিয়ে শেষ হয়েছে খোলা জায়গায়।

'এই, দেখো,' চেঁচিয়ে বলেই লাফিয়ে নামলো সুজা। মাটিতে পড়ে রয়েছে পাতলা কিছু হলদে রঙের তার। ওদের গাড়িতে যে তার দিয়ে বোমা পাতা হয়েছিলো সেরকম। তারগুলোর মাথা মাঝে মাঝে মাটিতে দেবে গেছে। তবে কোনটা কোনদিকে গেছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

নেমে এসে একটা তারের মাথা ধরে টানলো জুলি। 'দেখা যাক অন্য মাথায় কি আছে।'

তারটা অনুসরণ করে কাঁটাঝোপে এসে ঢুকলো ওরা। মেসকিটের পালকের মতো পাতাগুলো দেখতে খুব সুন্দর,

ভাবলো রেজা, আর খেতেও নিশ্চয় ভালো লাগতো যদি ছাগল হতাম। কিন্তু এর লম্বা চোখা কাঁটার খোঁচা মোটেই সুখপ্রদ নয়। কুচ করে একটা কাঁটা চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতেই নাকমুখ কুঁচকে গাল দিয়ে উঠলো সে।

'ওই যে, দেখো,' জুলি দেখালো, 'একটা ফুটো। যে কটা তার আছে, সব কটার শেষ মাথায় ওরকম একটা করে ফুটো পাওয়া যাবে, আমি শিওর।'

'মোটিভের সপক্ষে প্রমাণ তো মিললো,' সুজা বললো। 'এবার কি করা?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই খুব কাছে থেকে ডেকে উঠলো একটা ঘোড়া।

'কে জানি আসছে!' ফিসফিসিয়ে বললো রেজা।

চোখের পলকে একটা ঘন মেসকিট ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো তিনজনে। এক মিনিট গেল···দুই···শুধু বাতাসের শব্দ। ভোররাতে যে বাতাস ছিলো কনকনে ঠাণ্ডা, এখন বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেটাই হয়ে উঠছে আগুনের মতো গরম।

'জীপটা ফেলে আসা উচিত হয়নি,' সুজা বললো। 'কেউ ওটা নিয়ে গেলে মরেছি। লোকালয় নিশ্চয় এখান থেকে অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ,' জুলি জানালো। 'যেদিকেই হাঁটো, অনেক দূর।'

'জলদি চলো,' রেজা বললো। 'দূর দিয়ে ঘুরে চলে যাই জীপের কাছে।'

ঝোপের আড়ালে আড়ালে মাথা নিচু করে দৌড় দিলো

তিনজনে। আলগা বালিতে পা হড়কে যেতে চায়। ছোটা খুব কষ্টকর। জীপের কাছে আসতে আসতে ঘেমে নেয়ে গেল সুজা। লুকানো শত্রুকে খোঁজার চেষ্টায় টান টান করে রেখেছে চোখের পেশী, ব্যথা করছে এখন।

'ঘোড়াও দেখছি না। মানুষও না,' বালিতে পেট ঠেকিয়ে অন্য দু'জনের পাশে শুয়ে বললো জুলি। সামনের খোলা জায়গায় চোখ।

'মনে হয় আসেনি এদিকে,' বলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের ওপরের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াতে গেল সুজা। 'এভাবে শুয়ে থাকতে...'

বুম্‌ম্‌ করে উঠলো শটগান! সামনের খোলা জায়গায় ছিটকে উঠলো বালি। হুমড়ি খেয়ে আবার মাটিতে পড়লো সে। দু'হাতে মাথা ঢেকে ফেলেছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী গুলির। কিন্তু আর কিছু ঘটলো না। আধ মিনিট পর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো একটা ঘোড়া, তারপর শোনা গেল খুরের আওয়াজ। গুলি করেছে যে, সেই লোকটাই বোধহয় ছুটে চলে যাচ্ছে। আরও মিনিটখানেক ওভাবেই পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো সুজা। ফিসফিস করে জুলিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিকঠাক আছো?'

'আছি।' বলে পাশে ফিরলো জুলি। 'রেজা! ওরকম করছো কেন? গুলি লেগেছে?...'

'না।' ছোট পাহাড়ের বালিতে ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো রেজা। 'আমার কিছু হয়নি, তবে ম্যাগাডনের অবস্থা কাহিল। রেডিয়েটর খতম।'

ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েই হাঁ হয়ে গেল সুজা। জীপের সামনের অংশের কয়েকটা ফুটো দিয়ে তীব্র বেগে ছিটকে বেরোচ্ছে পানি। এঞ্জিনের নিচে পানি জমে গেছে ইতিমধ্যেই।

'সব্বোনাশ!' আঁতকে উঠলো জুলি। 'এতো ফুটো বন্ধ করবো কি দিয়ে?'

'করা যাবে না,' নামা থামিয়ে দিয়েছে রেজা। 'আমার ধারণা, রেডিয়েটরটা একেবারেই গেছে। ওই জীপ আবার চালাতে হলে নতুন রেডিয়েটর লাগবে।'

'তারমানে আটকা পড়লাম এখানে,' শান্তকণ্ঠে বললো জুলি। 'ভয় নেই। জীপের পেছনে দুই গ্যালন পানি রেডি রাখি আমি। আর সিবি রেডিও তো আছেই। চলো, পানি খেয়ে নিই আগে। তারপর রেডিওতে সাহায্য চাইবো।'

'তোমরা থাকো,' রেজা বললো। 'বলা যায় না, আরও কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

সুজা কিছু বলার আগেই রওনা হয়ে গেল রেজা। মাথা নিচু করে দৌড় দিলো। দূর দিয়ে আধচক্কর ঘুরে এগোলো জীপের দিকে। খুব সাবধানে গাড়ির কাছে পৌঁছে যখন বুঝলো কাছেপিঠে শত্রু নেই, তখন মাথা তুললো। হাত বাড়িয়ে তুলে আনলো একটা প্ল্যাস্টিকের জগ। ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওটা। দ্বিতীয়টা বের করেও একইভাবে ছুঁড়ে ফেলে বললো, 'খালি!'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে বললো জুলি। 'আসার সময় ভরে এনেছি আমি।'

'ফেলে দিয়েছে!' উঠে দাঁড়ালো সুজা। 'আর পানি যখন ফেলেছে, হয়তো…'

'হ্যাঁ,' সুজা কথা শেষ করার আগেই বললো রেজা। রেডিওর মাইক্রোফোন কর্ডটা তুলে দেখালো সে। তার আছে, মাইকটা নেই, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কিংবা ভেঙে ফেলে দিয়েছে।

চোখের ওপরের ঘাম মুছে আকাশের দিকে তাকালো সুজা। ইতিমধ্যেই আগুন ঢালতে আরম্ভ করেছে সূর্য, অথচ দুপুরের এখনও কয়েক ঘন্টা বাকি। 'কি করবো এখন? লোকালয় কম করে হলেও পনেরো মাইল দূরে। এই রোদের মধ্যে মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া…!' মাথা নাড়লো সে। 'মরবো!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বললো রেজা। 'সেটাই চায় আমাদের শত্রু!'

তের

ঢাল বেয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো রেজা। 'পানি নেই, রেডিও নেই···এই বালির সমুদ্রে ভালোমতোই আটকা পড়লাম আমরা!'

গনগনে রোদের দিকে তাকিয়ে জুলি বললো, 'এর চেয়ে গুলি করে মেরে রেখে গেলে ভালো করতো। বেঁচে যেতাম।'

'ওর জন্যে ভালো হতো না। আমরা ছাতি ফেটে মরলে লোকে ভাববে পানির অভাবে মরেছি, দুর্ঘটনা। যদি অবশ্য আমরা মরার পর এসে জীপটা ধ্বংস করে দিয়ে যায় লোকটা, তবেই। গুলিতে যে রেডিয়েটর ফুটো হয়েছে এটা যদি কেউ বুঝতে না পারে।'

'আমরা যে এখানে আছি কি করে জানলো?' সুজার প্রশ্ন। 'পিছু নিয়ে এসেছে?'

তিক্ত কণ্ঠে বললো জুলি, 'পিছু নেয়ার দরকার ছিলো না।

সারা পথে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এসেছি আমরা। ক্যাপরকে উঠে কেউ বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই হলো। ওই ধুলো চোখে পড়বেই। তারপর রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে সামনের লোককে।'

রাগ চড়ছে সুজার। বেশির ভাগটাই নিজের ওপর। 'এখানে আসার পর থেকেই ভেড়া বানিয়ে রেখেছে আমাদেরকে ওরা। সব সময় একধাপ এগিয়ে থাকছে।'

কাঁধ চাপড়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো জুলি। 'হয়েছে, কাউবয়, দোষটা তোমার নয়। দোষ এই হতচ্ছাড়া এলাকার। তুমি তো আর জায়গা চেনো না। আসলে ভুলটা আমারই হয়েছে। ধুলোর কথা ভাবা উচিত ছিলো।'

'ওসব বলে তো আর লাভ নেই এখন,' রেজা বললো। 'যা খুঁজতে এসেছিলাম, পেয়ে গেছি। কারসন আংকেলের র‍্যাঞ্চে কেন এই গোলমাল চলছে, জানি এখন। এর পেছনে কারা কারা রয়েছে, যদি কোনোদিনও না জানি, তাহলেও ওদের প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারবো। তেলের খবর ওনার কানে গেলেই সতর্ক হয়ে যাবেন তিনি। ওই তেল বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কড়া পাহারা বসাবেন।'

পা ছড়িয়ে বসলো সুজা। 'ডেনকে পেলে এখন জিজ্ঞেস করতাম, শেষ কবে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলটা ব্যবহার করেছে ওরটেগা। আরেকটা কথা, ওরটেগার নিশ্চয় কোনো বন্ধু আছে, যে তেল ব্যবসায় জড়িত, সেই লোকটার নামও জানা দরকার।'

'পারলে ভালোই হতো,' জুলি বললো। 'আরও একটা কথা ভুলেই বসে আছো তোমরা।'

ঝট করে একে অন্যের দিকে তাকালো রেজা–সুজা।

'কি ভুলে বসে আছি?' জুলিকে জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'পল ব্যানউড। এখন আমার মনে হচ্ছে, কোনোভাবে ওদের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলো সে। ফলে…'

'তাকে শেষ করে দেয়া হয়েছে,' জুলির মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিলো সুজা। উঠে দাঁড়ালো। 'র‍্যাঞ্চে গিয়ে আংকেলকে হুঁশিয়ার করতে হবে। লোকগুলো বেপরোয়া। এরপর কি করবে কে জানে!'

রেজা বসেই রইলো। মনে করিয়ে দিলো, 'পানি নেই আমাদের কাছে। এখন হেঁটে ফেরার চেষ্টা করলে আরও তিনটে খুন যোগ হবে ওই একটার সঙ্গে।'

'এভাবে বসে থাকারও কোনো মানে নেই,' জুলিও উঠে দাঁড়ালো। 'দেখি, পানির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

ঢাল বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়েই বিপদ বাধালো সে। আলগা বালিতে পা হড়কে গিয়ে পড়লো বালিতে অর্ধেক দেবে থাকা একটা মেসকিট ঝাড়ে।

এসে তাকে টেনে তুললো রেজা আর সুজা।

'দারুণ হয়েছে!' পায়ের দিকে হাত তুলে মুখ বাঁকালো জুলি।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সুজা। খাকি কাপড় ভেদ করে জুলির পায়ে ঢুকে গেছে ইঞ্চি দুই লম্বা দুটো মেসকিটের কাঁটা।

'ঝাড়ের ডালে লেগে থেমেছি,' জুলি বললো। 'তবে ঝাড়টাও কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। এখন আর হাঁটতে পারবো কিনা, সন্দেহ।'

আস্তে টান দিয়ে কাঁটাদুটো খুললো সুজা। জাম্পস্যুটের পা গুটিয়ে ক্ষত দেখলো জুলি। রক্তপাত বন্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু ক্ষতের চারপাশটা লাল, ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে অনেকখানি।

'ব্যথা করছে?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'এখনও বেশি না। তবে করবে।' পা টান টান করলো জুলি। 'আমি আর খুঁজতে পারবো না। তোমরা একজন যাও। দেখো পানি আছে কিনা। পাওয়া না গেলে আর কি করা। এখানেই কোথাও ছায়ায় বসে থাকবো চুপ করে। সূর্য ডুবে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হলে তারপর বেরোবো।' আবার আকাশের দিকে তাকালো সে। 'এখান থেকে সরা দরকার। নইলে গরমেই মরবো।'

পানি খুঁজতে কে যাবে সেটা নিয়ে টস করলো দুই ভাই। রেজা পেলো কাজটা। আধঘন্টা পর ঘামতে ঘামতে ফিরে এলো। তার দিকে তাকিয়ে আফসোসের ভঙ্গি করলো সুজা। আসার সময় আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে এসেছে ঃ গরম ১১৫ ডিগ্রিতে উঠবে।

ধপ করে ওদের পাশে বসে পড়লো রেজা। 'মনে হয় সূর্য ডোবাতক বসেই থাকতে হবে।'

এক ঘন্টা পেরোলো, আরেক ঘন্টা, তারপর আরও এক ঘন্টা। আকাশটা যেন তামার পাত, তার ওপর ভাসছে সূর্য নামের গনগনে অগ্নিকুণ্ডটা, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পশ্চিমে। রোদের

মধ্যে কি রকম গরম আল্লাহ্‌ই জানে, মেসকিটের ছায়াতেও একশোর বেশি ছাড়া কম হবে না। জ্বলন্ত একটা চুলার মধ্যে বসে রয়েছে যেন ওরা। শুকনো বাতাস, ভয়াবহ গরম মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খসখসে করে দিয়েছে।

একটু আগেও যে মাছিগুলো ছিলো, সেগুলো এখন নেই, নিশ্চয় ছায়ায় গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক ঘুম নয়, অদ্ভুত এক ধরনের তন্দ্রা নেমেছে সুজার চোখে। আশেপাশে অনেক পিঁপড়ে দেখতে পাচ্ছে। ওপরের ঝোপ থেকে ভেসে আসছে ঘাসফড়িঙের বিরক্তিকর একঘেয়ে কিট-কিট-কিট ডাক। আরও অনেক ওপরে, শূন্যে অলস ভঙ্গিতে ডানা মেলে দিয়েছে শকুন। ঘুরে ঘুরে উড়ছে, তাড়া নেই। ওদের মাথার ওপর উড়ছে কেন বদখত কালো পাখিগুলো? কিসের অপেক্ষায় রয়েছে?

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল সুজার। ঝট করে সোজা হলো। ঝোপের ভেতরে একটা নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। আস্তে পাশে ঝুঁকে ভাইয়ের পিঠে টোকা দিলো সে। হাত তুলে দেখালো ঝোপটা।

বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। হাতে বোনা সুতীর প্যান্ট আর শার্ট পরেছে। মাথায় খড়ের হ্যাট।

'মারকি!' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো জুলি। চোখ রগড়ালো।

'কি বলেছিলাম?' হেসে বললো রেজা। 'আবার আসবে বলেছি না?'

সোজা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো। একহাত তুলে ইশারা করে আবার ঢুকে গেল ঝোপে।

'আমাদেরকে যেতে বলছে,' রেজা বললো।

'কিন্তু পুবে চলেছে যে,' সুজার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'আমরা যেতে চাই পশ্চিমে, র‍্যাঞ্চে।'

অনেক কষ্টে যেন নিজেকে টেনে তুললো জুলি। 'মারকির ওপর ভরসা করা যায়। আমাদের বাপ-দাদারা এখানে আসার অনেক আগে থেকেই মারকির লোকেরা ছিলো এখানে। এই অঞ্চল তার চেনা।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'চলো।'

সুজার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললো জুলি। ওর কারণে গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে ওদের।

একটু পরে ফিরে তাকালো মারকি। ওদেরকে মাথা নিচু করে হাঁটতে ইশারা করলো। এক সেকেণ্ড পরেই কারণটা বুঝতে পারলো ওরা। পুবে বহুদূরে ক্যাপরকের মাথায় ঝিক করে উঠলো আলো।

'হয় বিনোকিউলারের চোখ, কিংবা রাইফেলের স্কোপ,' রেজা বললো। 'আমাদের ওপরই চোখ রেখেছে।'

'লসন ব্লাফের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে লোকটা,' জুলি বললো, 'জোরে জোরে শ্বাস টানছে। জায়গাটা ওরটেগা র‍্যাঞ্চের সীমানায়।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করলো সুজা, 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

পথ দেখিয়ে একটা শুকনো নালার মধ্যে নিয়ে এলো মারকি। এঁকেবেঁকে পুবে চলে গেছে ওটা, ক্যাপরকের দিকে। একটা পাড় বেশ উঁচু, ওদের আড়াল করার জন্যে যথেষ্ট। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ওদের দেখতে পাবে না। নালার বুকে জমে রয়েছে নুড়ি, আলগা মাটি। পথ হিসেবে মোটেই ভালো নয়। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হলো সুজা, গুলি খাওয়ার চাইতে হাঁটার কষ্ট সহ্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মনে মনে মারকির প্রশংসা না করে পারলো না সে। ছিপছিপে, তারের মতো শক্ত শরীর লোকটার, স্বচ্ছন্দে হাঁটছে। সামান্যতম অসুবিধে আছে বলে মনে হচ্ছে না। মাটির দিকে একটিবারের জন্যেও তাকাচ্ছে না। দৃঢ় পদক্ষেপ। মুহূর্তের জন্যেও চমকাচ্ছে না, থমকাচ্ছে না, মাটিতে তার হালকা স্যাণ্ডেলের ছাপ পর্যন্ত পড়ছে না। কিভাবে অসম্ভব কাজটা করতে পারছে, সে-ই জানে। একবার তো ভেবেই বসলো সুজা, মরীচিকা নয় তো? বিভ্রান্তি? হাসলো আনমনেই। 'গরম, আর কিছু না। আবল-তাবল ভাবছি সেজন্যেই। একসাথে তিনজনেই কি আর মরীচিকা দেখছি?'

একঘেয়ে চলার মাঝে কিছুটা নতুনত্ব আনার জন্যে কদম গুণে চললো সুজা। এক হাজার কদম পর জুলিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে?'

তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলছে জুলি, গতি কমায়নি। তবে খোঁড়াচ্ছে এখন বেশি, আর যতোই এগোচ্ছে শরীরের ভার ততো

বেশি ছেড়ে দিচ্ছে সুজার ওপর। হাসার চেষ্টা করলো। শুকনো ঠোঁটে কেমন বিবর্ণ লাগলো হাসিটা। 'ভালোই। তবে পানি পেলে আরও ভালো লাগতো। কারও কাছে চিউইংগাম আছে?'

হেসে উঠলো সুজা। জুলির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। তার গলাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাথাটা হালকা হালকা লাগছে। কাছেই কোথাও ভাঙা গলায় ডেকে উঠলো একটা দাঁড়কাক। মিনিটখানেক পরেই ওটার সঙ্গে এসে যোগ দিলো আরও দুটো পাখি। সুজার মনে হলো, ওদেরকেই ব্যঙ্গ করে হাসছে ওগুলো।

যদি হেসেই থাকে, দোষ দেয়া যায় না। খটখটে শুকনো খাতের মধ্যে দিয়ে, এই প্রচণ্ড রোদে এগিয়ে চলেছে বিচিত্র একটা দল, পাগল ছাড়া আর কি? হাসার মতো অবস্থা থাকলে এখন সুজাও ওরকম করেই হাসতো।

তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে, এই পাগলামীর পরে সুফল আসবে। লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। ওদের মাথার ওপরে টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে আছে এখন ক্যাপরকের চূড়া। সামনে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঙড়ের ভেতরে ঢুকে পড়েছে নালাটা। পাহাড়ের ওপর থেকে ভেঙে গড়িয়ে ওখানে পড়েছে পাথরগুলো। তার ওপাশে সবুজ ছায়া। কটনউড গাছের মতো লাগলো সুজার কাছে।

'গরমে মাথায় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার,' রেজা বললো। 'নইলে পানির আওয়াজ শুনবো কেন?'

সুজা আর জুলিও দাঁড়িয়ে কান পাতলো। খাদের দেয়ালে বাড়ি

খেয়ে বয়ে যাবার সময় বিচিত্র ফিসফাস, কানাকানি করছে দামাল বাতাস, কখনও জোরে, কখনও আস্তে। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা ঘুঘুর মন-খারাপ-করা বিলাপ। কিন্তু সব শব্দের মাঝেও শোনা যাচ্ছে পানি পড়ার মধুর আওয়াজ, গভীর ডোবায় ঝরে পড়ছে পানি। আবার চলতে শুরু করলো ওরা। পলকে দ্বিগুণ হয়ে গেল গতি। মারকিকে ধরতে হবে। সে একইভাবে এগিয়ে চলেছে, ওরা যখন থেমেছিলো, তখনও দাঁড়ায়নি।

'ওই যে!' মোড় ঘুরে চিৎকার করে উঠলো রেজা।

পাথরের ফাটল থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে টলটলে পানি। পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকদূরে বয়ে এসে ঝরে পড়ছে ছয় ফুট নিচে একটা খাদে। পাথরের একটা বিশাল বেসিনে পানি জমে ডোবা তৈরি করেছে। আশপাশের নরম মাটিতে ঘন হয়ে গজিয়েছে মাংকি ফ্লাওয়ার আর মেইডেনহেয়ার ফার্ন। ঘিরে রেখেছে ডোবাটাকে। মাথার ওপরে বাতাস শিরশির করছে কটনউড গাছের পাতা। ডাল-পাতাগুলো এমনভাবে মেলেছে, মনে হয় যেন একটা সবুজ চাঁদোয়া।

ডোবার কিনারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তিনজনে। জানোয়ারের মতো পানিতে মুখ নামিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে লাগলো ঠাণ্ডা, মিষ্টি পানি। পেট বোঝাই হয়ে যাওয়ার পর থাবড়া দিয়ে ঘাড়ে, মাথায় পানি দিতে লাগলো সুজা, ঠাণ্ডা করার জন্যে।

সাবধান,' দম নেয়ার জন্যে মুখ তুলে ভাইয়ের কাণ্ড দেখে হেসে বললো রেজা, 'গোসল করার জন্যে আবার নেমে পড়িস না.

'বলা যায় না।' আরেক খাবলা পানি তুলে মাথায় দিলো সুজা। 'তবে আমার খাওয়া যখন শেষ হবে, গোসল করার জন্যে আর বাকি থাকবে কিনা সন্দেহ।'

'আশ্চর্য!' জুলি বললো। 'এই এলাকায় কতো ঘুরেছি, অথচ এখানে একটা ঝর্না আছে, জানতামই না। বোধহয় মৌসুমী।'

ওটা না শুকানো পর্যন্ত নড়ছে না আমি এখান থেকে,' কটনউড গাছের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সুজা।

'কোথায় আছি, বলতে পারবে?' জুলিকে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

হাসলো জুলি। 'বললে বিশ্বাস করবে না, বাংকহাউসটার নিচেই কোথাও রয়েছি আমরা। ওটা ওপরে, ওই ওদিকে হবে।'

এই সময় এগিয়ে এসে তাকে কিছু বললো মারকি। ভাষাটা অনেকটা স্প্যানিশের মতো লাগলো সুজার কাছে। মেকসিকান। বুঝতে পারলো না। একই ভাষায় জবাব দিলো জুলি। তারপর রেজা-সুজার জন্যে ইংরেজিতে বললো, 'ও বলছে আমাদের এখন যাওয়া উচিত। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিসের দেরি?' চোখ মেললো সুজা। 'কেউ কি পার্টি দিচ্ছে?'

তার রসিকতায় কান দিলো না জুলি। 'কেন বুঝতে পারছি না, আমাদেরকে ক্যাপরকের ওপরে উঠতে বলছে মারকি।'

চোখ মিটমিট করলো সুজা। 'ওখানে?' মাথার ওপরে খাড়া হয়ে থাকা ক্যাপরকের দিকে তাকালো সে। 'আমাদেরকে কি ভেবেছে? পাহাড়ী ছাগল?'

কিন্তু ততোক্ষণে উঠতে শুরু করে দিয়েছে মারকি। পাহাড়ের গায়ে যেন আঁকড়ে রয়েছে সরু একটা পথ, সেটা ধরে উঠছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুজা। সে চেষ্টা করলে উঠতে পারবে। কিন্তু জুলির কি হবে?

ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারলো জুলি। বললো, 'আমিও পারবো।'

আধ ঘন্টা ধরে একটানা উঠে চললো ওরা। পশ্চিম দিগন্তে অনেক হেলে পড়েছে সূর্য, তেজ হারিয়েছে। উঠতে অসুবিধে হচ্ছে অন্য কারণে। একে তো খাড়া মাত্র ফুটখানেক চওড়া পথ, তার ওপর তাতে বিছিয়ে রয়েছে আলগা চুনাপাথর। সামনে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে মারকি, একটিবারও পা ফসকাচ্ছে না। কিন্তু পেছনে বার বার পা ফসকাচ্ছে জুলির। দু'হাতে আঁকড়ে ধরছে বেরিয়ে থাকা পাথর। পেছনে রয়েছে সুজা আর রেজা। খুব সাবধান হয়ে পা ফেলছে। নিচে ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছে না কারো।

অবশেষে চূড়ায় উঠে দেখলো ওরা, বাংকহাউসটা মাত্র একশো গজ দূরে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বোলালো রেজা। সব কিছু শান্ত। বাড়ির পাশে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে হলুদ পিকআপটা। আস্ত।

বাড়ির দিকে প্রায় দৌড়ে এগোলো মারকি।

পেছনের দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সুজার দিকে ফিরলো রেজা। 'আবার কোনো ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো?'

এদিক ওদিক চাইলো সুজা। 'মরুভূমি থেকে নিরাপদে

আমাদেরকে বের করে এনেছে বুড়ো। ক্ষতি করেনি। ওকে বোধহয় আরেকটু বিশ্বাস করা যায়।'

জুলির সাথে কথা বলছে মারকি।

'ভেতরে যেতে বলছে আমাদের,' জুলি জানালো। 'জলদি করতে বলছে।'

রান্নাঘরের জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিলো রেজা। ভালোমতো দেখলো ছোট্ট ঘরের ভেতরটা। 'সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে,' বললো সে। 'সকালে যেভাবে যা রেখে গিয়েছিলাম তেমনি রয়েছে।' পেছনের দরজা খুললো সে।

'এখনও বুঝতে পারছি না,' ভেতরে পা রেখে সুজা বললো, 'এতো তাড়াহুড়ো করতে বলছে কেন আমাদের? কি চায়...'

'টেলিফোন!' নিচু গলায় বলে কানের কাছে হাত তুলে রিসিভার তোলার ভঙ্গি করলো মারকি।

ফোন তুলতে বলছে? ভ্রূকুটি করে রিসিভারের দিকে এগিয়ে গেল রেজা।

'সাবধান!' ফিসফিসিয়ে বলে ঠোঁটে আঙুল ঠেকালো মারকি।

আস্তে করে রিসিভার তুলে মাউথপীসে হাত চাপা দিলো রেজা। 'তোমাকে বলেছি...কখনও পার্টি লাইন ব্যবহার করবে না... রিস্‌কি!' কিঁচকিঁচ করে উঠলো যেন রাগত কণ্ঠ, সব কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

'হয়েছে, হয়েছে,' বললো আরেকটা কণ্ঠ। এই লোকটা বোধহয় প্রথমজনের চেয়ে কাছে, কারণ তার গলা অনেকটা

স্পষ্ট। ইস্, আরেকটু পরিষ্কার যদি শোনা যেতে!-আফসোস করলো রেজা, তাহলে হয়তো গলা চিনতে পারতো। দ্বিতীয় লোকটা বললো, 'সব চেয়ে কাছে আরেকটা ফোন রয়েছে বাংকহাউসে, কারসনের বাংকহাউসে। ছেলেগুলোকে বেকায়দা অবস্থায় রেখে এসেছি আমি। এতোক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার···।' কিঁচকিঁচ, খড়খড়, শোঁ শোঁ নানারকম যান্ত্রিক শব্দে ঢাকা পড়ে গেল কথা।

তারপর আবার শোনা গেল, 'ওর্ কাজ ভালোমতোই করেছে পল ছেলেটা···তোমাদের জন্যে ক্যাপরকেই বসে থাকবো।'

আবার কিছুক্ষণ যান্ত্রিক বাধা। শোনা গেল,'···আরেকজনকে তুলে নিতে পুরনো উইণ্ডমিলে যেতে হবে। অন্ধকার হলে দেখা করো।'

পরের কথাগুলো শোনার জন্যে রিসিভারটা এতো জোরে কানের ওপর চেপে ধরলো রেজা, যেন কানের ভেতর ওটা ঢুকিয়ে ফেলতে চায়। শুনে মোচড় দিয়ে উঠলো পেট। 'দু'জনকেই খতম করে দেবে।'

চোদ্দ

লাইন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে তাকালো রেজা। 'লাইনটা আরেকটু পরিষ্কার হলে ভালো হতো। গলা চিনতে পারতাম।' মাথা নাড়লো সে। 'পলের নাম বললো। সে-ও এতে জড়িত কিনা কে জানে!'

জোরে জোরে মাথা নাড়লো জুলি। 'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না। ওর মতো ছেলে...'

'আরি!' চিৎকার করে উঠলো সুজা। 'আবার গায়েব!'

ফিরে তাকালো জুলি আর রেজা। হাত তুলে খোলা দরজা দেখালো সুজা। মারকি নেই। 'মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়েছিলাম।' হাত নাড়লো সে। 'ব্যস, হাওয়া!'

'ও বুঝেছে আর থাকার দরকার নেই,' রেজা বললো হেসে। 'এখন থেকে আমরাই সামলাতে পারবো। আশা করি তার

ধারণাই ঠিক হোক।'

'শোনো,' আগের কথায় ফিরে এলো সুজা, 'আমি জুলির দলে। পলকে সে চেনে। আমরা চিনি না।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'যুক্তি ঠিকই আছে। লোকটা বললো, কাউকে তুলে নিতে যাচ্ছে। এবং দু'জনকে খুন করার কথা বললো। তারমানে পল আর অন্য লোকটাকে। কারসন আংকেলকে দরকার এখন। ওরা বললো পুরনো উইণ্ডমিল, তিনি নিশ্চয় বুঝবেন কোনটার কথা বলেছে। শুনে মনে হলো ক্যাপরকেই কোথাও রয়েছে লোকগুলো।'

'ফোন করা ঠিক হবে না,' সুজা বললো। 'পার্টি লাইনে ওরাও আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে।' জুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'র‍্যাঞ্চ রোড ধরে আমরা এখানে এসেছি। শর্টকাটে আর কোনো রাস্তা আছে?'

'শর্টকাট নেই, তবে ঘুরপথে আছে। হাইওয়ে। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। তবে একবার পৌঁছতে পারলে দ্রুত চলে যেতে পারবো র‍্যাঞ্চে। আর কারও চোখে পড়ে বিপদের সম্ভাবনাও কম।'

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পিকআপটা পরীক্ষা করে নিলো দুই ভাই।

'এসব কাজে হাত পাকিয়ে ফেলেছো মনে হয়,' জুলি প্রশংসা করলো।

র‍্যাঞ্চের কাছ থেকে দেড় মাইল দূরে থাকতে বুম করে শব্দ

হলো গাড়ির সামনে ডানপাশে। ঝটকা দিয়ে ডানে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। গায়ের জোরে স্টীয়ারিং চেপে ধরে কোনোমতে পথের পাশের খাদে পড়া থেকে বাঁচালো সুজা। দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি।

'কপালই খারাপ!' স্টীয়ারিঙে থাবা মারলো সুজা। 'চাকা ফাটার আর সময় পেলো না!'

আস্তে জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকালো রেজা। লুকানোর মতো ঝোপ নেই কাছেপিঠে। 'গুলি করে ফাটায়নি তো?'

ততোক্ষণে নেমে পড়েছে সুজা। বসে যাওয়া চাকাটা দেখে বললো, 'মনে হয় না। এখন কি করি?'

'আরেকটা চাকা লাগাতে হবে আরকি,' রেজা বললো। 'তুই লাগিয়ে জুলিকে নিয়ে আয়। আমি হেঁটে যাই। দেখবো, কে আগে যেতে পারে।'

কেউ প্রতিবাদ করার আগেই রওনা হয়ে গেল রেজা।

সূর্যাস্ত চলছে। আবহাওয়া অনেক ঠাণ্ডা। দুপুরের তুলনায় তো রীতিমতো শীতকাল এখন। জমে থাকা বড় বড় কতগুলো মেঘের আড়ালে ঢুকে গেছে সূর্য। লাল, কমলা, নীলের খেলা চলছে পশ্চিম আকাশে। হঠাৎ ছড়ানো ডানা বন্ধ করে দিয়ে ভারি পাথরের মতো নেমে এলো একটা নিশাচর বাজ, রেজার ঠিক মাথার ওপর থেকে একটা পোকা ছোঁ দিয়ে নিয়ে উড়ে গেল আবার।

সুজাদেরকে ছেড়ে আসার পনেরো মিনিটের মাথায় হাঁপাতে শুরু করলো রেজা। তবে পৌঁছে গেছে। র‍্যাঞ্চহাউস আর মাত্র একশো ফুট দূরে। দৌড় থামালো না সে। বাড়ির সামনে শুধু অ্যাণ্ডি কারসনের শাদা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সবার আগে টের পেলো ন্যাপ। ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো তাকে স্বাগত জানাতে। শব্দ শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন অ্যাণ্ডি।

'আরে, রেজা!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'হেঁটে কেন? সুজা কোথায়?'

'চাকা বদলাচ্ছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রেজা। 'এসে যাবে।' বারান্দায় উঠলো সে।

'আংকেল কোথায়? জরুরী দরকার। কেসের কিনারা করে ফেলেছি। এখন পলকে খুঁজে বের করতে পারলেই...'

'পল?' দ্বিধায় পড়ে গেলেন মিসেস কারসন। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। জ্যাক বেরিয়ে গেল তোমাদের সাথে দেখা করতে। এই তো, তিরিশ-চল্লিশ মিনিট আগে একটা ফোন পেয়েছে।'

পাথর হয়ে গেছে যেন রেজা। 'আমাদের সাথে? কে ফোন করলো?'

'কে, নাম বলেনি। যে-ই করে থাকুক, বলেছে, পল জীবিত। তুমি আর সুজা ওকে খুঁজে পেয়েছো। সন্দেহ হয়েছে জ্যাকের। ও পলের সাথে কথা বলতে চেয়েছে ফোনে...'

'তারপর?' রাস্তায় ধুলো দেখতে পাচ্ছে রেজা। হলুদ

পিকআপটা আসছে।

'ফোনে কথা বললো পল। বললো, সে ভালোই আছে। ওটা পলের গলা কিনা সন্দেহ হলো জ্যাকের, কারণ গলাটা অস্পষ্ট। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কিংবা নেশা করেছে।' আতঙ্ক ভর করলো হঠাৎ মিসেস কারসনের কণ্ঠে। 'তারপর আবার ফোন ধরলো আগের লোকটা। বললো···বললো, পল, সুজা আর তোমাকে যদি জীবিত দেখতে চায়, তাহলে যেন তখুনি চলে যায় জ্যাক। একা!'

'কোথায় দেখা করতে বলেছে?' জিজ্ঞেস করলো বটে, কিন্তু জবাবটা জানে রেজা।

'উইণ্ডমিল,' মিসেস কারসন জানালেন। 'পুরনো বাস্তুভিটার কাছে।'

চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রেজা। কি করে জানাবে, ধোঁকা দিয়ে তাঁর স্বামীকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, খুন করার জন্যে?

পনেরো

'খবর খারাপ!' সুজা কাছে এলে চেঁচিয়ে বললো রেজা। 'কারসন আংকেল গেছেন ঘন্টাখানেক আগে!'

'পুরনো বাস্তুভিটায় নিশ্চয়ই?' জুলি বললো।

'তাহলে দেরি করছি কেন আমরা?' ট্রাকটাকে পিছিয়ে নিয়ে মুখ সোজা করে চলার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সুজা। 'এসো, ওঠো। হয়তো সময়মতোই চলে যেতে পারবো।'

মাথা নাড়লো রেজা। পুরনো উইণ্ডমিলে যা ঘটার তা নিশ্চয় এতোক্ষণে ঘটে গেছে। বিরক্ত হয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিলো সুজা। তবে নিরাশ হলো না। ভাইয়ের মুখ দেখেই বুঝতে পারছে, মনে মনে নতুন কোনো পরিকল্পনা করছে সে।

'আধ ঘন্টার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে,' রেজা বললো। 'ওরটেগা বলেছে, সে আর পল ক্যাপরকে অপেক্ষা করবে। ওখানেই নিয়ে যাওয়া হবে কারসন আংকেলকে। আমাদেরকে

হিসেবে ধরেনি ওরা। কাজেই, আমরা গিয়ে যদি ওদেরকে চমকে দিতে পারি, পল আর আংকেলকে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হবে।'

'কিন্তু ক্যাপরকের কোথায়?' প্রশ্ন তুললো জুলি।

আন্টির দিকে ফিরলো রেজা। 'একটা জায়গা খুঁজছি, যেটার সঙ্গে বাংকহাউসের পার্টি লাইনের যোগাযোগ আছে। চেনেন?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন মিসেস কারসন। 'নিশ্চয় তাহলে পুরনো ছাউনির কথা বলছো। ওরটেগা রাঞ্চের উত্তর ধারে, লসন ব্লাফের ঠিক লাগোয়া দক্ষিণে। এখনো আছে ওখানে টেলিফোন লাইন! আমি তো ভেবেছিলাম কবেই সব নষ্ট হয়ে গেছে।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো রেজা। 'কথা বলার সময় গোলমালের কারণ বোঝা গেল।'

'বিকেলে আলো দেখেছিলাম ওখানেই,' জুলি বললো। 'ওই যে, আমার আসার সময় ঝিক করে উঠেছিলো যে।'

'জায়গা কেমন ওখানকার?' জানতে চাইলো রেজা। 'বাংকহাউসের আশেপাশের মতোই?'

'যদ্দূর মনে পড়ছে,' জবাবটা দিলেন মিসেস কারসন, 'খোলাই। ঘাস আছে। আর কিছু মেসকিট ঝোপ। একটা ছাউনি আছে, পেছনে একটা কোরাল। হাইওয়ে থেকে বেশ দূরে।'

পিকআপের গায়ে হেলান দিলো সুজা। 'হাইওয়ে থেকে যাওয়া পথের ওপর চোখ রাখবেই ওরা। কাজেই ওপথে গিয়ে সুবিধে করতে পারবো না।' মাথা নাড়লো সে। 'সময়ও কম। একটা কাজই করতে পারি। বালির পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে

ক্যাপরক পেরোনোর চেষ্টা করতে পারি আজ বিকেলে যেমন করেছি।'

'এই অন্ধকারে?' প্রতিবাদ জানালো জুলি। 'মারকিও সাথে নেই এখন।'

কি যেন ভাবছে রেজা। হঠাৎ বললো, 'কিভাবে যাবো সেটা বড় কথা নয়, ব্যাটাদের ওপর কিভাবে গিয়ে চড়াও হবো, সেটাই হলো আসল। আসছি।'

কারসনের অফিসে এসে ঢুকলো সে। দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপটা দেখলো মিনিটখানেক। তারপর ডেস্ক থেকে একটা রুলার তুলে নিয়ে ম্যাপে চেপে ধরে মাপতে আরম্ভ করলো। তারপর ডেস্কের ওপর বসে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব শুরু করলো। 'কাজ হবে মনে হয়,' সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করলো সে। আবার বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো, নিচু গলায় কথা বলছে সুজা, জুলি আর মিসেস কারসন। সুজার মুখে চওড়া হাসি।

রেজাকে দেখেই মিসেস কারসন বলে উঠলেন, 'কিভাবে চড়াও হবে?'

পূবে দেখালো রেজা। ক্যাপরকের ওপরে, সামান্য দক্ষিণে লাল আলো মিটমিট করছে দেখতে পেলো সবাই।

'ওগুলো রেডিও টাওয়ারের আলো,' রেজা বললো। 'ক্যাপরকের মাইল দুই দক্ষিণে। সোজা উড়ে গিয়ে ওদের ওপর পড়তে পারবো আমি আর সুজা...'

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো জুলি, 'ডানা পাবে কোথায়?

আরব্য রজনীর দৈত্যকে ডাকবে নাকি?'

তার কথায় কান দিলো না রেজা। 'আলট্রালাইটে করে সোজা উড়ে যেতে পারবো। আমার বিশ্বাস, ক্যাপরক পেরোনোর মতো উঁচুতে উঠতে পারবে বিমানটা।'

'কিন্তু ভীষণ আওয়াজ হবে,' সুজা বললো। 'ওদের কানে যাবেই। দেখলেই গুলি করবে।'

হাসলো রেজা। 'আওয়াজ হবে না। ক্যাপরক পেরিয়েই এঞ্জিন বন্ধ করে দেবো। বাকি পথ গ্লাইড করে উড়ে যাবো নিঃশব্দে। ক্যালকুলেটরে হিসেব করে দেখেছি। ম্যাকসিমাম অলটিচিউডে উঠে যদি এঞ্জিন বন্ধ করে দিই, বাতাসে ভেসেই ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবো।'

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো সুজা। 'গ্লাইড করে?'

জবাব না দিয়ে বাতাস কোনদিক থেকে বইছে পরীক্ষা করলো রেজা। আকাশের দিকে তাকালো। দক্ষিণে রেডিও টাওয়ারের ওপাশে তখন সবে উঁকি দিয়েছে বাঁকা চাঁদ।

'এই দখিনা বাতাস কোনো কাজে আসবে না,' নিজেকেই যেন বললো রেজা। 'আমাদের গতিই শুধু নষ্ট করবে। তবে চাঁদটা উপকার করবে। আকাশ থেকেই ছাউনিটা দেখতে পাবো। ভেতরে আলো না থাকলেও মিস করবো না।'

'ধরো পেলে,' জুলি জানতে চাইলো। 'তারপর কি করবে?'

কাঁধ সোজা করলো রেজা। 'ল্যাণ্ড করাটাই হবে সব চেয়ে কঠিন। নামার মাত্র একটা সুযোগ পাবো আমরা। ঠিকমতো

নামতে না পেরে ওড়ার জন্যে আবার এঞ্জিন চালু করলেই ওদের কানে যাবে। তাহলে পল আর কারসন আংকেলকে বাঁচানোর আশা শেষ।'

'আমরা কি করবো?' মিসেস কারসন জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি আর জুলি?'

'আপনারা শেরিফকে খবর দিন, যাতে পালানোর পথ সব বন্ধ করে দিতে পারে। আংকেলকে যে ধরে নিয়ে গেছে তাকে ধরার চেষ্টা করবেন।' ঠোঁট কামড়ালো রেজা। 'হয়তো তাঁকে নিয়ে এখনও ছাউনিতে পৌঁছায়নি সে। একবার গিয়ে ওখানে পৌঁছলে আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না তিনি আর সেই সঙ্গে পল।'

'তোমাদের সাহায্য দরকার হবে না?' জুলি জিজ্ঞেস করলো।

'লাগলে সঙ্কেত দেবো। তিনটে উপায়ে-গুলি করে, হর্ন বাজিয়ে, কিংবা টর্চ জ্বেলে। সঙ্কেত পেলেই এগোবে।'

ফোন করতে গেলেন মিসেস কারসন। ছাউনিতে ছুটলো রেজা, সুজা আর জুলি, আলট্রালাইটটাকে বের করার জন্যে।

'ট্যাংক বোঝাই করে নিতে হবে রেজা বললো। 'আজকের রাতে তেলের অভাবে বিপদে পড়তে চাই না।'

বিমানটাকে ঠেলে নিয়ে চললো সুজা আর রেজা। একটা তেলের টিন তুলে নিয়ে ওদের পেছনে এলো জুলি। এখনও খোঁড়াচ্ছে। আলট্রালাইটকে কাঁচা রাস্তায় বের করে ছোট্ট ট্যাংকটা বোঝাই করে ফেলতে লাগলো রেজা।

'হয়েছে,' বলে টিনটা মাটিতে রেখে পাইলটের সীটের পাশে

চলে এলো সে।

হালকা বিমানটার দিকে তাকিয়ে আছে সুজা। আবছা আলোতে এই প্রথম তার মনে হলো যন্ত্রটা বড়ই ক্ষুদ্র।

'ম্যাকসিমাম অলটিচিউড কতোখানি এটার?' কণ্ঠের উদ্বেগ ঢাকার চেষ্টা করলো সে।

'পাঁচ হাজার ফুট,' বলে, পাইলটের সীটে উঠে বসলো রেজা। হেসে বললো, 'আয়, ওঠ। ভয় পেলে বিপদ কমবে না।' ইগনিশনে মোচড় দিতেই যেন জ্যান্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলো এঞ্জিন।

'সাবধান থেকো, কাউবয়,' বলে সুজার হাত ঝাঁকিয়ে দিলো জুলি। 'রেজা, তুমিও।'

ভাইয়ের পাশে উঠে বসলো সুজা। এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ চিৎকারকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রাতের বেলা যে উড়ছো, আইন অমান্য করছো না?'

'করছিই তো।' টেসটিং কন্ট্রোল নাড়াচাড়া শুরু করলো রেজা। 'এফ এ এ ইন্সপেক্টর খবর পেয়ে গেলে কানটা ধরে মাটিতে নামিয়ে দেবে, তারপর হাঁটা ছাড়া গতি নেই।' সুজার অসুখী মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'আজ হয়েছে কি তোর? এতো ভাবছিস কেন? বুঝতে পারছিস না, কারসন আংকেলদের বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায়?'

সুজা চুপ করে রইলো।

আলট্রালাইটের পাশে এসে থামলো হলুদ পিকআপ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গেল জুলি। গান র‍্যাক থেকে একটা শটগান বের

করে জানালা দিয়ে জুলির হাতে তুলে দিলেন মিসেস কারসন। কিছু বললেন, সুজা শুনতে পেলো না।

'উনি বললেন এটা তোমাদের দরকার হতে পারে,' ফিরে এসে সুজার হাতে বন্ধুকটা তুলে দিতে দিতে বললো জুলি।

মিসেস কারসনের দিকে হাত নাড়লো সুজা।

থ্রটল টেনে এঞ্জিনে শক্তি জোগালো রেজা। ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হয়ে গেল আলট্রালইট। খুব ধীরে গতি বাড়ছে বলে মনে হলো সুজার। কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে রেজা। অবশেষে যেন অনেক কষ্টে মাটির মায়া ছাড়িয়ে শূন্যে উঠলো বিমান।

'তুই যে এতো ভারি, টের পেয়েছিস কখনও?' ঝোপের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে সুজাকে বললে রেজা। মাটি ছাড়ার পর পর ভারি শকুন যেমন করে ওড়ে, মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল, ঠিক তেমনি টালমাটাল অবস্থা আলট্রালাইটের, ভারের কারণে।

'তোমার হিসেব ভুল না হলেই বাঁচি,' সুজা বললো। উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

রওনা হয়ে গেছে পিকআপটা, দেখা যাচ্ছে। তীব্র বেগে ছুটেছে উত্তরে, হাইওয়ের দিকে। সামনের আবছা অন্ধকার আকাশে মাথা তুলে রেখেছে তিনটে বিশাল রেডিও টাওয়ার, মিটমিট করছে লাল তিনটে আলো যেন দানবের চোখ। সোজা সেদিকে বিমানের নাক ঘুরিয়ে দিয়ে পাখার লেভেল ঠিক করলো রেজা। ধীরে ধীরে উঠে চলেছে উঁচুতে। বাতাস ঠাণ্ডা। এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন

সুজার কানের পর্দা ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে।

'এই ভার নিয়ে,' চেঁচিয়ে বললো রেজা, 'তেমন সুবিধে করতে পারবো না আমরা। যদিও সরাসরি যাচ্ছি, তবু পিকআপের আগে পৌঁছতে পারবো বলে মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। যতোই ওপরে উঠছে, অন্ধকারে ততোই অস্পষ্ট হয়ে আসছে মাটির নিশানা। এখন শুধু চোখে পড়ছে এখানে ওখানে কিছু শাদা মাটির টিলা। এখনও দিগন্তের কোল ঘেঁষেই রয়েছে চাঁদ, যেন মায়া ছেড়ে উঠতে মন চাইছে না ওপরের আকাশে। শুধু, সামনের তিনটে লাল আলো খানিকটা উষ্ণ স্বস্তি ছড়াচ্ছে সুজার মনে। সেই আদিমকাল থেকেই আলো এবং আগুন যে মানুষের খুব প্রিয়, এটাই বোধহয় তার প্রমাণ। আরও কিছুক্ষণ পর চোখে পড়লো ক্যাপরক। নিচের অন্ধকারে শাদা মোটা একটা রেখা যেন এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে। পাঁচ হাজার ফুট ওপর থেকে এতোই ছোট লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না-মাটি থেকে এই পাহাড়ের দানবীয় আকৃতি দেখেই হাঁ হয়ে যেতে হয়।

ঠিক ওই মুহূর্তে থ্রটল ধরে টান দিলো রেজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল এঞ্জিনের শব্দ, শুধু উঁচুমাত্রার একটা চিঁ-চিঁ আওয়াজ জেগে রইলো। বন্ধ হয়ে গেল সেটাও। তারপর কানের পাশে কেটে যাওয়া বাতাসের শোঁ শোঁ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। বাতাসে ডানা মেলে শিস কাটতে কাটতে উড়ে চলেছে যেন একটা অতিকায় নিশাচর পাখি।

ডানে কাটলো রেজা। দক্ষিণে উড়ে চলেছে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়ছে বিমান। মসৃণ গতিতে। তবে ধীরে ধীরে কমছে গতিবেগ, উচ্চতাও হারাচ্ছে সেই সঙ্গে। পাখার লেভেল আবার ঠিক করলো রেজা। 'নামতে আর পাঁচ মিনিট। ছাউনি কোথায় দেখ। কোথায় নামলে ভালো হয়, সেটাও দেখবি।'

গ্লাইডিঙের সময় তাহলে এই অবস্থা হয়!-ভাবলো সুজা। তার পেটের মধ্যে একধরনের অদ্ভুত শূন্যতা, যেন গিঁট বেঁধে গেছে নাড়িগুলোতে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। মনে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। বইয়ে পড়েছে, গ্লাইড করে শত্রু এলাকায় ঢোকার সময় কতো বিমান যে বিপদে পড়েছে, আর ধ্বংস হয়েছে তার হিসেব নেই। বেশির ভাগ চুরমার হয়েছে গাছপালা আর শক্ত বেড়ায় বাড়ি লেগে। ভাইয়ের বিমান চালনার ওপর বিশ্বাস আছে তার। তবে সেটা এঞ্জিন চালু অবস্থায়। এখন হঠাৎ করে যদি সামনে গাছটাছ কিছু পড়ে যায়, তাহলে আর বাঁচার আশা নেই।

আরও নিচে নামার পর ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে মাটি দেখা গেল। খোলা সমতল জায়গা, ঘাস থাকতে পারে, তবে বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কালো কালো ছায়া, নিশ্চয় মেসকিটের ঝোপ। কোথাও কোথাও ছায়াগুলো বেশ ঘন। মেসকিটের লম্বা, বাঁকা কাঁটায় গিয়ে আছড়ে পড়ার কথা মনে পড়তে শিউরে উঠলো সুজা।

'লসন ব্লাফ আসছে,' ঘোষণা করলো রেজা। সামনে, ডানে

যেখানে ঠেলে উঠেছে ক্যাপরক, সেদিকে আঙুল তুলে দেখালো। গাছপালা নেই বটে, খোলাও, তবে নামার জন্যে যথেষ্ট সমতল নয়। শেষ মাথায় একটা ছড়ানো রেখার মতো চোখে পড়ছে, নিশ্চয় কাঁটাতারের বেড়া।

সুজা ভাবলো, সেই ভয়ানক রাতে যখন শ্বেতাঙ্গদের খুন করার জন্যে চড়াও হয়েছিলো নেটিভ আমেরিকানরা, আকাশ থেকে যদি এরকম একটা বিমানকে ওদের ওপর আচমকা নেমে আসতে দেখতো, কি করতো? মনে মনে হাসলো সে।

'দাদা, আলো!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। সামনে দু'শো গজ দূরে একটা হলদে আলো মিটমিট করছে। তারপর, চাঁদের আলোয় ঘরটার আবছা অবয়ব ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছোট একটা কেবিন মতো, একটা কোরাল রয়েছে, তার পেছনে একটা ছাউনি।

'নামার জায়গা দরকার!' জরুরী গলায় বললো রেজা। 'এখুনি...'

সুজাও দেখতে পাচ্ছে, ওদের নিচে মাটির প্রতিটি ইঞ্চি জুড়ে রয়েছে ঘন ঝোপ। বাঁয়ে কালো ছায়ার মাঝে একচিলতে শাদা চোখে পড়ছে। হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'ওখানে নামা যায়?'

চোখের পলকে বিমানের নাক ঘুরিয়ে সেদিকে ছোটালো রেজা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো, দেরি করে ফেলেছে। সময়মতো পৌঁছতে পারবে না ওখানে। ওটা পেরিয়ে যাবে আলটালাইট। তার ওপাশে রয়েছে ঘন ঝোপ আর কিছু বড় বড় গাছ।

'নাহ্, বোধহয় পারলাম না রে!' নিরাশার বাণী শোনালো রেজা।

ষোল

তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে কালো ছায়াগুলো। 'শক্ত হয়ে চেপে বস,' রেজা হুঁশিয়ার করলো। 'বাড়ি লাগবে।'

মেসকিটের হালকা মাথা সবে ছুঁয়েছে বিমানের চাকা, কন্ট্রোল ধরে টান মারলো সে। আলট্রালাইটের নাক সামান্য উঁচু হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ শরীরের নিচের অংশটা লাফ দিয়ে উঠে এলো সীট থেকে। ডালে লেগে ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছে আলট্রালাইট। তাতেই ঝাঁকুনি খেয়ে ওপরে উঠে গেছে শরীর। বিচিত্র কয়েকটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। তারপর সামনের চাকা ধাক্কা খেলো মাটিতে। বাঁকা হয়ে গেল চাকা ধরে রাখা স্টীলের পাইপ। হুমড়ি খেয়ে পড়লো বিমান।

সামনের দিকে উড়ে যাচ্ছিলো সুজা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে আটকে রাখলো সীট বেল্ট। পাগলের মতো দুলছে আলট্রালাইট, পেছনের চাকা আটকে রয়েছে ঝোপের ডালে, নাক নিচু লেজ উঁচু

করে বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে বিমানটা। তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে বন্দুক।

'এই, ঠিক আছিস তুই?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'আছি। তুমি?'

'ওস্তাদ বৈমানিকেরা বলে যতোক্ষণ ভেঙে পড়া বিমানের কাছ থেকে দূরে সরে না যাওয়া যায়, ততোক্ষণ ভালো আছি বলা ঠিক না,' দ্রুতহাতে সীট বেল্ট খুলছে রেজা। 'জলদি সরে যাওয়া দরকার।'

বেরিয়ে এসে দৌড় দিতে গিয়েই কিসে যেন হোঁচট লাগলো সুজার। দেখলো পড়ে যাওয়া শটগানটা। আস্ত নয়, দুই টুকরো। ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে বাঁট। এটা আর নেয়ার কোনো মানে হয় না।

মেসকিটের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে ছুটলো দু'জনে। খোলা জায়গাটার আলোটা লক্ষ্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে রয়েছে একটা ছায়ামূর্তি। পেছনের চারণভূমি থেকে ভারি গলায় ওঁম্বাআআ করে উঠলো একটা ষাঁড়। বারান্দার লোকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুরে আবার ঘরে চলে গেল।

'কিছু শুনেছে মনে হয়?' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা

'মনে হয়। তবে আলট্রালাইটের কথা কল্পনাও করতে পারেনি, ভেবেছে গরুটরু কিছু একটা ঢুকেছে ঝোপের মধ্যে। ঝোপগুলো থাকায় ভালোই হয়েছে আমাদের জন্যে।'

দুই মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। কেবিনে কোনো

নড়াচড়া নেই। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে লোকসঙ্গীত আর ওয়েস্টার্ন মিউজিকের মিশ্রণ।

'ঘটনা ঘটাতে হলে এখন শুরুটা আমাদেরকেই করতে হবে,' রেজা বললো। 'শোন, আমি যা বলি পছন্দ হয় কিনা?'

চুপচাপ শুনে মাথা ঝাঁকালো সুজা, 'হয়।'

মুহূর্ত পরেই ধুলোয় ঢাকা নোঙরা চত্বর ধরে দৌড় দিলো রেজা। ছায়ায় ছায়ায় থেকে, মাথা নিচু করে। বারান্দার কাছে পৌঁছেই ঝপ করে বসে পড়লো।

'এই, পঅল!' সুজার ডাক কানে এলো তার। লুকিয়ে থেকে ডাকছে সে।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গান। আলো নিভে গেল। কাঠের মেঝেতে ভারি পায়ের ছোটাছুটির শব্দ। ক্যাঁচকোঁচ করে খুললো একটা স্ক্রীন ডোর, বন্ধ হলো দড়াম করে। বারান্দায় বেরোলো একজন, হাতে উদ্যত রিভলভার। দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামলো সে।

স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে লোকটার ওপর গিয়ে পড়লো রেজা। জায়গামতো ঘুসি লাগাতে পারলো না দেখে অবাক হলো। তার নিশানা ব্যর্থ হওয়ার কারণ, লোকটা ওরটেগার মতো বেঁটে নয়, বিশালদেহী। তবে একেবারে ব্যর্থ হলো না, লোকটার হাত থেকে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়লো কয়েক ফুট দূরের নরম বালিতে।

দ্রুত সামলে নিয়ে রেজার মুখোমুখি হলো লোকটা। ডেন

মারটিন! পলকের জন্যে বরফের মতো জমে গেল রেজা। সুযোগটা কাজে লাগালো ডেন। হাতুড়ির আঘাতের মতো তার ঘুসি এসে লাগলো রেজার চোয়ালে। শেষ মুহূর্তে ঘুসিটা এড়াতে পারলো বটে রেজা, তবে ডেনের বাহুর ধাক্কা এড়াতে পারলো না। মুগুরের মতো এসে লাগলো ঘাড়ে।

পরক্ষণেই বাঁ হাতের আরেকটা ঘুসি এসে লাগলো কপালের পাশে। কাত হয়ে গেল রেজা। সামলে নেবার আগেই প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে চিত হয়ে পড়লো মাটিতে। মাথার পেছনে বাড়ি লেগে জ্ঞান হারালো মুহূর্তের জন্যে।

চোখ মেলেই বন্ধ করে ফেললো। আবার খুললো। ভাবছে, হুঁশ না ফিরলেই ভালো হতো। দুই হাতে বিশাল এক পাথর তুলে ধরে তার গায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ডেন। মুখে শয়তানী হাসি। রেজার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত।

'চুপ! একদম নড়বে না!' বাতাস চিরে দিলো যেন তীক্ষ্ণ আদেশ।

পাথর ফেলতে দ্বিধা করছে দৈত্যটা। তবে রেজার গায়ের ওপর থেকে সরছে না।

'খালি মেরেই দেখো না!' এগিয়ে আসছে কণ্ঠস্বর। 'ঘিলু বের করে দেবো। নামাও ওটা, নামিয়ে রাখো! খুব আস্তে!' কর্কশ আদেশ। 'তাড়াহুড়ো করলেই মরবে।'

রেজার মাথার কয়েক ইঞ্চি তফাতে নামিয়ে রাখা হলো পাথরটা।

পিস্তলের নল ঠেসে ধরা হয়েছে ডেনের মাথার পাশে। ডান কানের পেছনে। ধরে রেখেছে সুজা। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে ডেনের পিস্তলটা।

'মাথার পেছনে হাত এনে আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে ঘাড় ধরো,' আবার আদেশ দিলো সুজা। 'আস্তে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

দাঁতে দাঁত চেপে বললো ডেন, 'এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে, বদামাশ...'

'তোমাকেও,' বাধা দিয়ে বললো সুজা। 'অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধেও অনেক আছে। দুটো কিডন্যাপিং, তিনবার খুনের চেষ্টা...'

'আমার মত ছিলো না তাতে...।' বলতে গিয়ে থেমে গেল ডেন।

উঠে দাঁড়িয়েছে রেজা। কাপড়ের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কার মত ছিলো? বলো, শুনতে খারাপ লাগবে না আমাদের।'

'তা তো লাগবে না,' রাগে জানোয়ারের মতো চাপা গরগর করে উঠলো ডেন। 'কিন্তু মনে করো না খেলাটা এখনই শেষ হয়ে গেছে।'

'করছি না,' স্বীকার করলো রেজা। 'কারণ বাকি খেলোয়াড়েরা এখনও এসে পৌঁছায়নি।' বারান্দায় উঠলো সে। পুরনো মরচে ধরা একটা ঘন্টা ঝুলছে। তবে বাজে খুব জোরে, সঙ্কেত দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। শেকল ধরে তিনবার টান দিলো।

বিড়বিড় করলো, 'দেখা যাক, কেউ আসে কিনা?'

ঢঅঙ! ঢঅঙ! ঢঅঙ! রাতের স্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে ভারি শব্দ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

'ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার।' বলে ডেনের দিকে পিস্তল নাচিয়ে ইশারা করলো সুজা।

দরজার পাশে ঘরের ভেতরের দিকের আলোটা জ্বেলে দিলো রেজা। বাংকে শুয়ে আছে এক তরুণ, চোখ আধবোজা, নেশাগ্রস্তদের মতো। বাংকের পাশে গিয়ে পলের নাড়ি পরীক্ষা করলো সে। 'কি করেছো ওতে?'

'কিছু না,' জবাব দিলো ডেন, চোখের অস্বস্তি ঢাকা দিতে পারলো না। 'শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।...এই ছেলে,' সুজার দিকে ফিরে বললো, 'পিস্তলটা সরাও না বাপু। হেয়ার ট্রিগার! গুলি বেরিয়ে যাবে তো।'

দুটো গাড়ির শব্দ শুনে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো রেজা। 'সাহায্য এসে গেছে আমাদের,' সুজাকে জানালো সে।

পুবের চারণভূমি ধরে নাচতে নাচতে দ্রুত এগিয়ে আসছে দুই জোড়া পার্কিং লাইট। হলুদ পিকআপটাকে চাঁদের আলোতেও চিনতে পারলো রেজা। ওটার আগে আগে আসছে পুলিশের একটা স্কোয়াড কার। বারান্দায় বেরিয়ে হাত নাড়লো সে।

'রেজাআ!' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো জুলি, 'সুজা কোথায়?'

'আছে আছে, ভালোই আছে,' হেসে জবাব দিলো রেজা। 'ভেতরে ডেন মারটিনকে পাহারা দিচ্ছে। পল আছে ওখানে।'

গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে আসতে লাগলেন মিসেস কারসন। তার পেছনে থেকে শেরিফ জিজ্ঞেস করলো, 'ঘটনাটা কি?'

'কিডন্যাপিং থেকেই শুরু করা যায়,' রেজা বললো।

বারান্দায় উঠে তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলো শেরিফ। পিস্তলের মুখে তখনও ডেনকে আটকে রেখেছে সুজা। তাড়াহুড়ো করলো না শেরিফ, এক এক করে ডেনের দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো। তার আগে অবশ্যই হাত দুটো নিয়ে এসেছে পিঠের ওপর।

'জ্যাক কোথায়?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিসেস কারসন।

'দেখিনি,' রেজা জানালো। 'পথে আপনারা কিছু দেখেছেন?'

'না,' আতঙ্ক ফুটলো মিসেস কারসনের কণ্ঠে। 'রেজা, জ্যাককে...'

'ডেন!' ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে বেরোনোর নির্দেশ দিলো শেরিফ। 'আশা করি ভালোয় ভালোয়ই মুখ খুলবে। কষ্ট করতে হবে না আমাকে।'

জবাব দিলো না ডেন। কান পেতে কিছু শুনছে মনে হয়। কুৎসিত হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে।

ঝট করে ঘুরলো জুলি। পশ্চিমে তাকালো। 'কিসের শব্দ?' তার পাশে দাঁড়ানো সুজাকে জিজ্ঞেস করলো।

সবাই শুনতে পাচ্ছে এখন শব্দটা। ভারি দানবীয় এঞ্জিনের গর্জন। চূড়ার নিচ থেকেই আসছে মনে হয়।

'আমি বলছি,' রেজা বললো। 'বড় ট্রাক ওটা। নিচু গীয়ারে চলছে। আসছে ঘন্টার শব্দ শুনে।'

ধীরে ধীরে বাড়ছে শব্দ। অবশেষে দেখা গেল গাড়িটা। সাথে সাথে চিনতে পারলো রেজা। সেই ম্যাক ট্রাক ট্যাংকারটা, আরেকটু হলেই সেদিন যেটা ওদেরকে পিষে ফেলতো। আলো নিভানো। চাঁদের আলোয় চকচক করছে জানালার কাঁচ আর ধাতব গ্রিল। দু'বার জ্বললো নিভলো হেডলাইট, তারপর থেমে গেল এঞ্জিন।

'আলো জ্বেলে সঙ্কেত দিলো,' সুজা বললো ভাইকে। 'জবাব চাইছে। কি হতে পারে?'

'ঘন্টা। কিন্তু কবার বাজাবো?' ডেনের দিকে ফিরলো রেজা।

সবাই ফিরে তাকালো লোকটার দিকে।

শয়তানী হেসে বললো ডেন, 'এইবার পড়েছো বিপদে।'

সতেরো

হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায়ও এমন ভাব করছে লোকটা, যেন দাবার সমস্ত চাল তার হাতে। 'দেখুন, শেরিফ,' মসৃণ কণ্ঠে বললো সে, 'কেউ গুলি খাক এটা নিশ্চয় চান না? একটা কাজ করা যেতে পারে। জ্যাককে ফেরত পাবেন আপনারা, বিনিময়ে আমাকে এবং আমার বন্ধুকে যেতে দিতে হবে।'

'না,' কঠিন গলায় বললো সুজা।

'কেউ গুলি খেলে,' রেজা বললো, 'দায়ী হবে তুমি।'

আবার গর্জে উঠলো ট্রাকের এঞ্জিন। এগিয়ে আসতে শুরু করলো। সাথে করে আনা ছয় ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ট্রাকের দিকে ধরে রাখলো শেরিফ।

'ডেন?' ট্রাক থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠ। 'হচ্ছেটা কি?' হঠাৎ করেই ট্রাকের বিশাল উজ্জ্বল সার্চলাইটের মতো আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিলো সবার।

'ও, গোলমাল যা করার তাহলে করে বসে আছো,' ডেনের উদ্দেশ্যে বললো আবার কণ্ঠটা। 'শেরিফ, ইচ্ছে করলে আটকে রাখতে পারেন ওকে। ওর বদলে আমি চলে যেতে চাই।'

'তোমাকে যেতে দেবো কেন আমরা?' ধমক দিয়ে বললো শেরিফ।

খিকখিক করে হাসলো লোকটা। 'কারণ জিম্মি রয়েছে আমার কাছে।' ঝটকা দিয়ে খুললো ট্রাকের দরজা। 'ওর নাম জ্যাক কারসন।' হেডলাইটের পেছনে আবছা দেখা গেল লম্বা একটা মূর্তি, সামনের দিকে করে হাত বাঁধা। পেছনে বেঁটে আরেকজন। হাতের লম্বামতো জিনিসটা যে বন্দুক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'জ্যাক!' ফিসফিস করে বললেন মিসেস কারসন।

বালিতে থুথু ফেললো ডেন। 'শয়তান! বেঈমান! আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচতে চায়! ব্যাটা যে পাগল আগেই বুঝেছি। কিন্তু ভেবেছিলাম বিশ্বাস করা যায়।'

হঠাৎ সামনের দিকে কারসনকে ঠেলে দিলো বেঁটে লোকটা। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন কারসন। পেছনে রাইফেলটা তুলে ধরলো লোকটা। চেঁচিয়ে বললো, 'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম! আমাকে যেতে না দিলে কারসনকে শেষ করে দেবো!'

অসহায় ভাবে একে অন্যের দিকে তাকালো রেজা আর সুজা। থমথমে নীরবতা। চারণভূমি, কোরাল আর পেছনের ঝোপঝাড়,

পাহাড়ে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে বাঁকা চাঁদের আলো।

'এক!' হাঁক দিলো বেঁটে মূর্তিটা। 'দুই···তিন···'

'ভাঁওতা দিচ্ছে?' ডেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো শেরিফ।

'মনে হয় না,' ডেনের কণ্ঠে উদ্বেগ। সে বুঝতে পারছে, কারসনের যদি কিছু হয়, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে।

···পাঁচ···ছয়···সাত···' গুণে চলেছে লোকটা।

ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস কারসন।

'আট···'

'থামো! থামো!' চিৎকার করে বললেন মিসেস কারসন। 'আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও!'

তার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালো অসহায় শেরিফ, তাকালো আলোর ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অস্পষ্ট মূর্তিদুটোর দিকে।

'নয়···দ···' গোণা শেষ করতে পারলো না লোকটা। আরেকটা শব্দ শুরু হয়েছে। বিচিত্র খটখট আওয়াজ, বাড়ছে।

'হে-হে-হে-ইয়া! হে-হে-হে-ইয়া!' তালে তালে সুর করে বললো পাতলা একটা কণ্ঠ। ভৌতিক চাঁদের আলোয়, এই পরিবেশে রোম খাড়া করে দেয় এই কণ্ঠ। ট্রাকের ওপাশে, লসন ব্লাফের পাশে যেখানে বেড়া রয়েছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে উঠলো হাড্ডিসর্বস্ব ছিপছিপে একটা মূর্তি। আকাশের দিকে হাত তুলে নাচতে নাচতে মন্ত্রপাঠ চালিয়ে গেল, 'হে-হে-হে-ইয়া! হে-হে-হে-ইয়া! হে-হে-হে-ইয়া!'

'এই, এই, থামো! থামো বলছি!' ধমক দিয়ে বললো বেঁটে লোকটা। তবুও থামছে না দেখে শাসানির ভঙ্গিতে তার দিকে এগোলো কয়েক পা। কারসন আর বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষগুলোর ওপর থেকে নজর সরে গেল।

'এসো,' ফিসফিসিয়ে বলে ভাইয়ের হাত ধরে টান দিলো সুজা। 'কোরাল ঘুরে চলে যাই!' আস্তে করে ছায়ায় নেমে নিঃশব্দে কোরালের দিকে এগুলো দু'জনে।

'হে-হে-হে-ইয়া! হে-হে-হে-ইয়া!' চলেছে একঘেয়ে গলায় মন্ত্রপাঠ। বেঁটে লোকটার বন্দুক দেখেও নাচ থামলো না। বরং বাড়লো আরও।

'মারকি,' রেজা বললো। 'একেবারে সময়মতো হাজিরা দেয়।'

বেঁটে লোকটার স্নায়ুর জোর কমিয়ে দিচ্ছে মারকির কণ্ঠ, অস্থির করে তুলছে। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'থামো!' হুঁশিয়ারি হিসেবে ফাঁকা গুলিও করলো একবার।

কোরালের কোণে পৌঁছে গেছে ছেলেরা। বেঁটে লোকটা এখন কারসনের দিকে পেছন করে রয়েছে।

গুলির শব্দেও থামলো না মারকি। একটা পাথরের ওপর উঠে দুলে দুলে সুর করে গাইতে লাগলো, 'হে-হে-হে-ইয়া!' যেন একটা ভূত নাচছে। অনেক দিন আগে মরে যাওয়া কোনো নেটিভ আমেরিকানের ভূত।

'থামো!' আবার চিৎকার করে উঠলো বেঁটে। বেড়ার দিকে এগোতে এগোতে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

এইই সুযোগ। কাজে লাগালেন কারসন। মাথা নিচু করে দৌড় দিলেন। কোরালের দিকে নজর। বুঝতে পারছেন, ওখানেই রয়েছে নিরাপত্তা।

দৌড় দেয়ার সময় রেজা-সুজাকে দেখেননি কারসন, কোরালের কাছে এসে দেখলেন। হাত বাড়িয়ে তাঁকে আড়ালে টেনে নিলো রেজা। দু'জনে মিলে দ্রুত খুলে দিলো তাঁর হাতের বাঁধন।

'বাঁচালে!' কব্জি ডলতে ডলতে বললেন কারসন। 'ওই লোকটা পাগল! ভেবেছিলাম, আজ আমি শেষ!' মারকির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওখানে হচ্ছেটা কি?'

পাথরের ওপর থেকে নেমে নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো মারকি। হাতে কি যেন একটা রয়েছে। ওর গলা আরও জোরালো হয়েছে। বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলে দেয় সেই স্বর। লম্বা চুল বেণি করেছে। নড়ে উঠলো হাতের জিনিসটা।

'সাপ!' আঁতকে উঠলো সুজা। 'জ্যান্ত সাপ ধরে রেখেছে!'

রেজা চুপ করে রইলো।

'হে-হে-হে-ইয়া-হাই!' বন্দুকধারী লোকটার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মারকি। নাচ থামিয়ে দিয়েছে। সামনে বাড়িয়ে দিলো সাপ-ধরা হাতটা।

'সরাও, সরাও ওটা!...ওরে বাবারে! খেয়ে ফেললো...,' বলেই হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিলো বেঁটে। বসে পড়লো মাটিতে। পা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগলো, 'মেরে ফেলেছে!

আমাকে মেরে ফেলেছে! সাপে কামড়ে দিয়েছে! বাঁচাও! বাঁচাও…'

চোখের পলকে বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল রেজা–সুজা। দু'দিকে থেকে ধরে টেনে তুললো লোকটাকে। দ্রুতহাতে পকেট খুঁজলো। আর কোনো অস্ত্র নেই, গুলির খোসা পাওয়া গেল কয়েকটা।

'খেলো নাকি এগুলো দিয়ে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। মনে পড়লো পুকুর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া খোসাগুলোর কথা। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'খোলা জমানোর শখ!' কে গিয়ে পানিতে লবণ ফেলে এসেছে, তা–ও বুঝতে পারলো এখন।

তার কথায় কান নেই লোকটার। চেঁচিয়ে চলেছে, 'ডাক্তার দরকার আমার! ডাক্তার! আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে…'

ওকে আবার বসিয়ে দেয়া হলো। দ্রুতহাতে নিজের জুতোর একটা ফিতে খুলে লোকটার পায়ে, ক্ষতস্থানের ঠিক ওপরে শক্ত করে বাঁধলো সুজা। সান্ত্বনা দিলো, 'মরবে না তুমি।'

ভাইয়ের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে রেজা বললো, 'এই, আবার হাওয়া!'

'কি?' বলে সোজা হয়ে দেখেই বললো সুজা, 'ও, মারকি!'

সমস্ত লসন ব্লাফ শূন্য, নীরব। আবার গায়েব হয়ে গেছে মারকি। যে সাপটা লোকটাকে কামড়েছে ওটাকেও দেখা গেল না কোথাও, নিশ্চয় নিয়ে গেছে তার মালিক।

আঠারো

'জুলি আসতে দেরি করছে,' অনুযোগ করলো সুজা। ঘড়ি দেখলো। কারসন র‍্যাঞ্চের সামনে পার্ক করা হলুদ পিকআপের টেইলগেট-এ বসে আছে সে।

ওদের মালপত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেজা। 'এতো তাড়া কিসের? তাছাড়া এখুনি আমাদের না গেলেও চলে।' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'জুলিকে তুই মিস করবি।'

সুজাও হাসলো। 'আমাদেরকে ও লাবক এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে কথা দিয়েছে।'

'এই নিয়ে হাজারবার বললি কথাটা। বলেছে যখন নিশ্চয় আসবে।'

একগাল হাসি নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এলেন কারসন। 'হাসপাতালে ফোন করে এলাম। পল ভালো আছে। ডাক্তার বলেছে, ওর রক্তে নেশার যেসব বিষ ঢোকানো হয়েছে,

তার প্রভাব কেটে গেছে। আর দিন দু'য়েকের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে পারবে।'

'ডেন আর তার দোস্তের খবর কি? বুলি ফুটেছে?'

'ফুটেছে। আশ্চর্য! একটা রাত জেলে কাটালেই লোকের যে কি পরিবর্তন হয়ে যায়! তোমরা যখন জুলির জীপটা টেনে আনতে গিয়েছিলে, তখন শেরিফের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।'

'ট্রাকের লোকটা কে?' জানতে চাইলো সুজা।

'ওর নাম জুয়ে মারশ। সাপের কামড় খেয়ে অসুস্থ যেমন হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে তেমনি। সব বলে দিয়েছে শেরিফকে। কয়েকটা তেল কোম্পানিতে চাকরি করেছে সে। তেল তোলার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। আর আরমিতে যখন ছিলো, তখন শিখেছে বোমা ফাটানো।' মাথা নাড়লেন কারসন। 'ওর দাদা এই অঞ্চলেরই মানুষ।'

কারসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই ভাই। বলে চলেছেন র‍্যাঞ্চার, 'তেলের সারভে যখন করা হয়, তার আগে থেকেই এই অঞ্চলে ছিলো মারশ পরিবার। শোনা যায়, ওদেরকে ঠকিয়ে জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আর ওই জায়গার নিচেই নাকি রয়েছে তেল।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন কারসন। 'একরাতে বারে বসে এই গল্প বলছিলো জুয়ে। সেটা শুনে ফেলেছিলো ডেন। শুনেই বুঝলো, জুয়ের গল্প সত্যি হলে অনেক টাকা মিলবে। কাজেই আলাপ-আলোচনা করে পার্টনার হয়ে গেল দু'জনে।'

'লোকটার মাথায় গোলমাল আছে, তাই না?' সুজা বললো। 'পাগলকে বিশ্বাস করেছিলো ডেন।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলালো রেজা। 'কাল রাতে যে কাণ্ডটা করলো, পাগল ছাড়া আর কি?'

'ডেনও সব বলে দিয়েছে,' কারসন আগের কথার খেই ধরলেন। 'জুয়ের সঙ্গে হাত মেলানোর পর ফেডারেল ল্যাণ্ডের মিনারেল লীজগুলো গিয়ে কিনে ফেললো সে। ওখানেই যদি ক্ষান্ত থাকতো, তাহলে হয়তো বিপদে পড়তো না। কিন্তু ওরা আমাকেও তাড়ানোর ফন্দি করলো। যাতে আমি বুঝতে না পারি ওরা কি করছে।'

'কারণ,' কারসনের কথার পিঠে বললো রেজা, 'ওরা জানতো, বেশির ভাগ তেলই রয়েছে আপনার এলাকায়। পরীক্ষা করে বুঝেছিলো এটা।'

'আর সেটা করার সময়ই,' সুজা বললো, 'নিশ্চয় ওখানে গিয়ে পড়েছিলো পল। দেখে ফেলেছিলো।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'ধরে আটকেছে সে-কারণেই। তার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছে বালির পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে, যাতে আমরা মনে করি দুর্ঘটনায় মারা গেছে পল।'

'পয়লা দিন আমি যখন আলট্রালাইট নিয়ে উড়ি,' বললো রেজা, 'ওরা নিশ্চয় ভয় পেয়েছিলো, ওদের গর্তগুলো দেখে ফেলবো। আমাকে ঠেকানোর জন্যে গুলি করে বিমানের তার কেটে দিয়েছে ডেন। রাইফেলটা ওরটেগার। নিশ্চয় ওর ওপর

সন্দেহ ফেলার জন্যেই একাজ করেছে ডেন।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'তারপর ওরা কিছুদিন চুপ করে থাকলে পারতো। পলকে খোঁজা বাদ দিলে আবার কাজ শুরু করতে পারতো। কিন্তু সময় খুব কম ছিলো ওদের হাতে। একটা তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি করে ফেলেছিলো মারশ। তেল চুরি আরম্ভ করতে আসতো ওরা শীঘ্রি।'

'পলকে খোঁজা যখন বাদ দেয়া হলো,' সুজা বললো, 'শেষ আরেকবার পরীক্ষা চালাতে গেল ওরা। তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললো রেজা। 'আমরা বোমা ফাটানোর আওয়াজ শুনে ভাবলাম বজ্রপাত। তখনও কিছুই জানি না। কিন্তু মারশ ভাবলো, আমরা ওদের সর্বনাশ করবো, কাজেই আগেভাগেই আমাদের শেষ করে দেয়া দরকার। এই কথাটা মাথা থেকে কিছুতেই সরাতে পারছিলো না সে।'

'স্টোভে আর গাড়িতে সে-ই বোমা পেতে রেখে গেছে,' সামান্য কেঁপে উঠলো সুজার গলা। 'আরেকটু হলেই...,' বাক্যটা শেষ না করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলো যা বলার।

'তারপর মারকির বাড়ি যাবার পথে ট্রাক দিয়ে ধাক্কা মেরেও মেরে ফেলতে চেয়েছিলো,' বললো রেজা। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। মারকি আগে থেকেই এতো কথা জানলো কি করে?'

'যেখানে সেখানে হাজির হয়ে চট করে উধাও হয়ে যাওয়ার কায়দা ভালো জানে,' কারসন বললেন। 'হয়তো লুকিয়ে থেকে শুনে ফেলেছিলো ওদের কথা। ওর ভয় ছিলো ওকে ক্যাপরক

থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমি চলে যেতে বাধ্য হলে তা-ই করা হতো। তবে এখন আর সে ভয় নেই ওর। আমি যতোদিন আছি, ওর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেবো ওদের পবিত্রভূমি। যা খুশি করুক ওরা ওখানে।'

কারসনের দিকে শ্রদ্ধামেশানো দৃষ্টিতে তাকালো রেজা। 'তেলের ব্যাপারটা কি হবে, আংকেল? কি করবেন?'

গাল চুলকালেন কারসন। 'এখনও ঠিক করিনি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওই তেল রয়েছে ওখানে। থাকুক না আরও কিছুদিন, ক্ষতি কি? একদল তেল-শিকারি এসে আমার জায়গা তছনছ করবে, এটা আমি মোটেই সইতে পারবো না। ভাবছি, ওরটেগার সাথে আলোচনা করে নতুন বেড়ার ব্যবস্থা করবো, যাতে বাইরের কেউ হুট করে যখন তখন ঢুকে পড়তে না পারে।'

এই সময় জীপের হর্ন শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে সুজা দেখলো, ধুলো ওড়াতে ওড়াতে গাড়িটা আসছে। 'ওই এলো আমাদের ম্যাগাডন,' হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।

ওদের দুজনের গালে চুমো খেলেন অ্যাণ্ডি। 'আবার এসো, শিকারের মৌসুমে, আগেই দাওয়াত করে রাখলাম। ফিরোজকে আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। তোমাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ।' ছলছল করছে তাঁর চোখ।

কারসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রেজা। জীপটা এসে থামলো। ব্যাগ-সুটকেস হাতে তুলে নিয়ে সেদিকে এগোলো রেজা।

ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে চলেছে জুলি। বাতাসে উড়ছে তার লম্বা চুল। দৃষ্টি পথের ওপর নিবদ্ধ। বললো, 'দেরি করে ফেলেছি, না?'

'আমি কিছু মনে করিনি,' তাড়াতাড়ি বলে আড়চোখে ভাইয়ের দিকে তাকালো রেজা। 'তবে সুজা মিয়া খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলো।'

কি জবাব দেবে ভাবতে ভাবতেই জবাব দেয়ার সময় পার হয়ে গেল। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সুজা, 'আচ্ছা, মারকির সাথে একবার দেখা করে গেলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়,' ঘড়ি দেখলো রেজা। 'সময় আছে এখনও।'

গরগর করতে করতে মারকির উঠনে ঢুকলো ম্যাগাডন। কুঁড়ের দরজার কাছে রোদে বসে ঝিমাচ্ছিলো বুড়ো, চোখের ওপর হ্যাট টেনে দেয়া। এঞ্জিনের শব্দে মুখ তুললো। হ্যাটটা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো।

'ওকে বলো,' জুলিকে বললো সুজা। 'কারসন আংকেল যা যা বলেছেন, সব বলো ওকে। জানাও, পবিত্রভূমি ছেড়ে যেতে হবে না ওকে।'

জুলির কথা শোনার পরেও মুখ আগের মতোই ভাবলেশহীন রইলো মারকির, তবে চোখ উজ্জ্বল হলো। দ্রুত কিছু বললো বিচিত্র ভাষায়। ইংরেজি জানে, তবু মাতৃভাষায় কথা বলতেই পছন্দ করে। অনুবাদ করে শোনালো জুলি, 'ও বলছে, সিনর কারসনকে অনেক ধন্যবাদ। ভদ্রলোকেরাই শুধু একে অন্যের

মনের কথা বুঝতে পারে।'

'ওকেও ধন্যবাদ জানাও আমাদের তরফ থেকে,' সুজা বললো।

'হ্যাঁ,' বললো রেজা। 'আর বলো, ওর সাহায্য পাওয়াতেই বেঁচে আছি আমরা এখনও। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।'

রেজা–সুজার কথা শুনেই এক চিলতে হাসি ফুটলো বুড়োর মুখে।

ইংরেজিতে সরাসরি মারকিকে জিজ্ঞেস করলো রেজা, 'আচ্ছা, প্রথম রাতে আমাদেরকে সব বলেননি কেন? অনেক ঝামেলা বাঁচতো আমাদের।'

জুলির দিকে ফিরে মাতৃভাষায় জবাব দিলো বুড়ো। অনুবাদ করে শোনালো জুলি, 'সেদিন ওর জানা ছিলো না তোমরা কে, কি করতে এসেছো। ভেবেছিলো, বাজে লোকদের সঙ্গী তোমরা।'

'অন্য ব্যাপারগুলো কি করে জানলো?' জুলিকে জিজ্ঞেস করলো সুজা। 'এই যেমন, টেলিফোনে যে কথা হচ্ছে, এটা?'

এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে তখন বসে নেই মারকি। আবার উধাও হয়ে গেছে।

–ঃ শেষ ঃ–